পঞ্চম মণ্ডল

প্রথম অষ্টক

অনুবাক-১

(সূক্ত-১)

অগ্নি দেবতা। অত্রিবংশীয় বুধ ও গবিষ্ঠির ঋষি(১)। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১২।

অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানাং প্রতি ধেনুমিবায়তীমুষাসম্।
যহ্বা ইব[১] প্র বয়ামুজ্জিহানাঃ প্র ভানবঃ সিস্রতে নাকমচ্ছ ॥১॥

মানবগণের (ঋত্বিগগণের) প্রদত্ত সমিধ যোগে গাভীর ন্যায় আগমনশীলা উষার প্রতি (সম্মেলনের জন্য) অগ্নি জাগরিত হয়েছেন। যেরূপে তরুণ বৃক্ষরাজির শাখাসকল প্রকৃষ্টভাবে উদ্গত হতে থাকে সেইভাবে (অগ্নির) শিখাসমূহ আকাশের অভিমুখে উত্থিত হয়ে থাকে ॥১॥

১. যহ্বা ইব— যেমন পাখীগুলি ঊর্ধ্বে উড্ডয়নশীল— Max Muller.

অবোধি হোতা যজথায় দেবানূর্ধ্বো অগ্নিঃ সুমনাঃ প্রাতরস্থাৎ।
সমিদ্ধস্য রুশদদর্শি পাজো মহান্ দেবস্তমসো নিরমোচি ॥২॥

দেবগণের অর্চনার জন্য হোতা জাগ্রত হয়েছেন; প্রত্যুষে মহান অগ্নি সমুত্থিত হয়েছেন। সম্যক প্রজ্বলিত (অগ্নির) জ্যোতির্ময় তেজ প্রকট হয়েছে। সেই মহিমাসম্পন্ন দেবতা অন্ধকার হতে বিমুক্ত হয়েছেন ॥২॥

যদীং গণস্য রশনামজীগঃ শুচিরঙ্ক্তে শুচিভির্গোভিরগ্নিঃ।
আদ্ দক্ষিণা যুজ্যতে বাজয়ন্ত্যুত্তানামূর্ধ্বো অধয়জ্জুহূভিঃ[১] ॥৩॥

যখন তিনি এই (অনুগত)গণের শ্রেণীকে উদ্বোধিত করেন (নিয়ন্ত্রিত করেন) তখন (সেই) পবিত্র অগ্নি প্রদীপ্ত রশ্মিজাল দ্বারা অনুলিপ্ত হয়ে থাকেন, অনন্তর সম্পদ অথবা শক্তি-সম্পাদন কারিণী (যজ্ঞিয়) দক্ষিণা প্রস্তুত করা হয় যাকে তিনি সমুন্নত অবস্থায় ঊর্ধ্ববিস্তারিত জুহূসকল দ্বারা গ্রহণ করেন ॥৩॥

১. জুহূভিঃ— শিখাসমূহ? সায়ণভাষ্য অনুসারে দক্ষিণা অর্থ ঘৃতধারা।

অগ্নিমচ্ছা দেবয়তাং মনাংসি চক্ষূংষীব সূর্যে সং চরন্তি।
যদীং সুবাতে উষসা বিরূপে শ্বেতো বাজী জায়তে অগ্রে অহ্নাম্ ॥৪॥

দেবতাভিলাষী সকলের মনোযোগ সম্মিলিতভাবে অগ্নির অভিমুখে প্রসারিত হয় যেমন ভাবে (সকলের) দৃষ্টি সূর্যের প্রতি। যখন এই অগ্নিকে বিচিত্ররূপিনী উষাসকল সৃষ্টি করেন, তিনি দিবসের প্রারম্ভে শ্বেতবর্ণ অশ্বের ন্যায় বর্ধিত হয়ে থাকেন ॥৪॥

জনিষ্ট হি জেন্যো অগ্রে অহ্নাং হিতো হিতেষ্বরুষো বনেষু।
দমেদমে সপ্ত রত্না দধানো ঽগ্নির্হোতা নি ষসাদা যজীয়ান্ ॥৫॥

দিবসের প্রারম্ভে সেই মহান উৎপন্ন হয়েছেন, সন্নিবেশিত সমিধ সকলের মধ্যে প্রদীপ্ত অবস্থায় অবস্থান করছেন। প্রতি গৃহে তাঁর সপ্তরত্ন স্থাপন করতে করতে অগ্নি, যিনি হোতা, যজ্ঞনিপুণ (তিনি) উপবেশন করেছেন ॥৫॥

অগ্নির্হোতা ন্যসীদদ্ যজীয়ানুপস্থে মাতুঃ সুরভা উ লোকে।
যুবা কবিঃ পুরুনিঃষ্ঠ ঋতাবা ধর্তা কৃষ্টীনামুত মধ্য ইদ্ধঃ ॥৬॥

হোতা, যজ্ঞকর্মে নিপুণতর অগ্নি আসন গ্রহণ করেছেন সুরভিতস্থানে, মাতার ক্রোড়দেশে; সেই তরুণ, মেধাবী ঋষি, বহুজনের মধ্যে প্রধান, সেইসকল মানবকে রক্ষণ করেন যাদের মধ্যে তিনি সুষ্ঠু প্রজ্বলিত হয়ে থাকেন ॥৬॥

প্র ণু ত্যং বিপ্রমধ্বরেষু সাধুমগ্নিং হোতারমীলতে নমোভিঃ।
আ যস্ততান রোদসী ঋতেন নিত্যং মৃজন্তি বাজিনং ঘৃতেন ॥৭॥

সেই যজ্ঞবিষয়ে নিপুণ, অগ্নিকে কবি এবং হোতাকে তাঁরা প্রকৃষ্টভাবে প্রণতিসহ বন্দনা করে থাকেন যিনি চিরন্তন ন্যায়ের মাধ্যমে দ্যাবাপৃথিবী উভয়কে প্রসারিত করেন, সেই বলবান অশ্বকে তাঁরা ঘৃতের দ্বারা পরিচর্যা করেন ॥৭॥

টীকা— উপস্থে মাতুঃ— যজ্ঞবেদিতে

মার্জাল্যো মৃজ্যতে স্বে দমূনাঃ কবিপ্রশস্তো অতিথিঃ শিবো নঃ।
সহস্রশৃঙ্গো[১] বৃষভস্তদোজা বিশ্বাঁ অগ্নে সহসা প্রাস্যন্যান্ ॥৮॥

সেই পরিচর্যার যোগ্য অগ্নি, নিজ গৃহে পরিচর্যা লাভ করে থাকেন, আমাদের সেই মঙ্গলময় অতিথি ঋষিগণের দ্বারা স্তুত হয়ে থাকেন; সেই সহস্রশৃঙ্গী বৃষভ শক্তির অধিকারী; তিনি তেজের দ্বারা অন্য সকলকেই অভিভূত করেন ।।৮।।

১. সহস্রশৃঙ্গঃ বৃষভঃ— সূর্যরূপী অগ্নি, অসংখ্য রশ্মির অধিকারী।

প্র সদ্যো অগ্নে অত্যেষ্যন্যাবির্যস্মৈ চারুতমো ৰভূথ।
ঈলেন্যো বপুষ্যো বিভাবা প্রিয়ো বিশামতিথির্মানুষীণাম্ ।।৯।।

হে অগ্নি, তুমি ক্ষণমাত্রেই অপর সকলকে তার জন্য অতিক্রম কর, যার প্রতি তুমি সর্বাধিক রমণীয়রূপে আবির্ভূত হয়েছ। তুমি স্তুত্য, জ্যোতির্ময় শরীরধারী, মানবগোষ্ঠী সকলের নিকট অতিপ্রিয় অতিথিস্বরূপ ।।৯।।

তুভ্যং ভরন্তি ক্ষিতয়ো যবিষ্ঠ ৰলিমগ্নে অন্তিত ওত দূরাৎ।
আ ভন্দিষ্ঠস্য সুমতিং চিকিদ্ধি বৃহৎ তে অগ্নে মহি শর্ম ভদ্রম্ ।।১০।।

হে তরুণতম দেব! হে অগ্নি! তোমার উদ্দেশে মনুষ্যগণ, নিকট প্রদেশ হতে অথবা দূর দেশ হতে অর্ঘ আনয়ন করে। যে তোমার সর্বোত্তম স্তোতা তার প্রার্থনা অবধান কর। তোমার (প্রদত্ত) মঙ্গলময় আশ্রয় বিপুল ও মহান ।।১০।।

আদ্য রথং ভানুমো ভানুমন্তমগ্নে তিষ্ঠ যজতেভিঃ সমন্তম্।
বিদ্বান্ পথীনামূর্বন্তরিক্ষমেহ দেবান্ হবিরদ্যায় বক্ষি ।।১১।।

হে জ্যোতির্ময় অগ্নি! যজনীয় দেবগণের সঙ্গে আজ তোমার প্রদীপ্ত রথে আরোহণ কর। অন্তরিক্ষলোকের বিস্তৃত পথ সমূহকে অবগত হয়ে সেই দেবগণকে এই স্থান অভিমুখে, হব্য উপভোগ করার জন্য বহন করে আন ।।১১।।

অবোচাম কবয়ে মেধ্যায় বচো বন্দারু বৃষভায় বৃষ্ণে।
গবিষ্ঠিরো নমসা স্তোমমগ্নৌ দিবীব রুক্মমুরুব্যঞ্চমশ্রেৎ ।।১২।।

আমরা সেই কবি, মনীষী, বলবান ও বদান্য দাতার উদ্দেশে আমাদের সশ্রদ্ধ স্তোত্রকথন করেছি। অনন্তর অগ্নির উদ্দেশে প্রণতিসহ গবিষ্ঠির (আত্রেয়) এই বহুবিস্তৃত এবং স্বর্ণের ন্যায় প্রভাদীপ্ত স্তোত্রকে যেন স্বর্গের প্রতি সমুত্থিত করেছেন ।।১২।।

টীকা—যেন স্বর্গের প্রতি প্রদীপ্ত এবং বিস্তৃত প্রভাসম্পন্ন।

(সূক্ত-২)

অগ্নি দেবতা। অত্রির পুত্র কুমার, অথবা জরের পুত্র বৃশ, অথবা এ সূক্তে এঁরা দু'জনই ঋষি। ত্রিষ্টুপ, শক্করী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১২।

কুমারং মাতা যুবতিঃ সমুব্ধং গুহা বিভর্তি ন দদাতি পিত্রে।
অনীকমস্য ন মিনজ্জনাসঃ পুরঃ পশ্যন্তি নিহিতমরতৌ ।।১।।

যুবতী জননী তাঁর পুত্রকে সংগোপনে নিজের সন্নিকটে ধারণ করেন, পিতাকে দান করেন না। কিন্তু বাহুতে শায়িত অবস্থায় মানবগণ সম্মুখে তার অক্ষয়রূপকে দর্শন করে থাকেন ।।১।।

টীকা— এখানে অগ্নি সমিন্ধনের কথা বলা হয়েছে। নিম্নের অরণিখণ্ডে অন্তর্নিহিত থাকে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তা যজমান বা ঋত্বিকের প্রতি প্রকাশিত হয় না যতক্ষণ না পরস্পর ঘর্ষণের ফলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন শিশুরূপী অগ্নিকে সকলেই দেখে থাকে।

কমেতং ত্বং যুবতে কুমারং পেষী ৰিভর্ষি মহিষী জজান।
পূর্বীর্হি গর্ভঃ শরদো ববর্ধাহপশ্যং জাতং যদসূত মাতা ।।২।।

এ কোন শিশুকে তুমি বাহুতে ধারণ কর, হে যুবতি? প্রধানা রাণী তাকে জন্ম দিয়েছেন। সেই গর্ভস্থিত (শিশু) বহু শরৎঋতু ব্যেপে বর্ধিত হয়েছে। যখন জননী তাকে প্রসব করেছিলেন সেই জাতককে প্রত্যক্ষ করেছিলাম ।।২।।

টীকা— সম্ভবতঃ 'পেষী' এবং মহিষী বলতে দুই অরণি কাষ্ঠকে বোঝানো হয়েছে। শিশু—অগ্নি

হিরণ্যদন্তং শুচিবর্ণমারাৎ ক্ষেত্রাদপশ্যমায়ুধা মিমানম্।
দদানো অস্মা অমৃতং বিপৃক্বৎ কিং মামনিন্দ্রাঃ কৃণবন্ননুক্থাঃ ।।৩।।

আমি অদূরে তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছি— সেই হিরণ্য দন্তযুক্ত, উজ্জ্বলবর্ণ, তাঁর নিবাস হতে (শত্রুর প্রতি) অস্ত্র নিক্ষেপকারী। যে সময়ে আমি তাঁর উদ্দেশে অবিমিশ্র অমৃত অথবা হব্যাদি দান করেছি। কী প্রকারে বা ইন্দ্রহীন স্তুতিহীন মানুষেরা আমাদের ক্ষতি করতে পারে? ।।৩।।

ক্ষেত্রাদপশ্যং সনুতশ্চরন্তং সুমদ্ যূথং ন পুরু শোভমানম্।
ন তা অগৃভ্রন্নজনিষ্ট হি ষঃ পলিক্নীরিদ্ যুবতয়ো ভবন্তি ।।৪।।

নিবাসস্থান হতে সঞ্চরণরত তাঁকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি, যেন স্বকীয় যূথের সঙ্গে দীপ্তিময় রূপে শোভিত। তারা সকলে তাঁকে ধারণ করতে পারে না, তিনি পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছেন। যাঁরা (বয়োভারে) জীর্ণ পুনরায় তাঁরা তরুণ হয়ে থাকেন ।।৪।।

টীকা— সুমত্ যুথম্... এখানে অগ্নিকে সূর্যরূপে তার আলোকসমূহের সঙ্গে বিদ্যমান কল্পনা করা হয়েছে। ন তা অগৃভ্রন— উষাসমূহ তাঁকে ধারণ করে রাখতে পারে না। পলিক্নী... ইত্যাদি —সূর্যের প্রাচীন আলোকশিখা পুনরায় নূতন হয়ে যায়।

কে মে মর্যকং বি যবন্ত গোভির্ন যেষাং গোপা অরণশ্চিদাস।
য ঈং জগৃভুরব তে সৃজন্ত্বাজাতি পশ্ব উপ নশ্চিকিত্বান্ ।।৫।।

কে আমার তরুণ বৃষকে গাভীযূথ হতে পৃথক করেন? যাদের রক্ষক প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞাত নয়। যাঁরা তাঁকে অবগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা যেন বিমোচন করেন। যেন সেই জ্ঞানবান আমাদের অভিমুখে পশুকুলকে পরিচালিত করেন ।।৫।।

টীকা—সায়ণভাষ্য— কে মে ইত্যাদি— কোন শত্রুগণ আমার রাজ্যকে বিনষ্ট করেছে। শ্লোকটির অর্থ অস্বচ্ছ।

বসাং রাজানং বসতিং জনানামরাতয়ো নি দধুর্মর্ত্যেষু।
ব্রহ্মাণ্যত্রেরব তং সৃজন্তু নিন্দিতারো নিন্দ্যাসো ভবন্তু ।।৬।।

সকল প্রাণীর রাজাকে, জনগণের আশ্রয়-আবাসভূতকে মর্তবাসীদের মধ্যে সেই দেবহীনগণ সন্নিহিত করেছেন, অতএব যেন অত্রির কৃত ব্রহ্মসকল (মন্ত্রসকল) তাঁকে মুক্তি দেয়। এখন যাঁরা তাঁকে অপবাদ দেয় তাঁরা যেন স্বয়ং নিন্দার ভাগী হয়ে থাকেন ।।৬।।

শুনশ্চিচ্ছেপং নিদিতং সহস্রাদ্ যূপাদমুঞ্চো অশমিষ্ট হি ষঃ।
এবাস্মদগ্নে বি মুমুগ্ধি পাশান্ হোতশ্চিকিত্ব ইহ তূ নিষদ্য ।।৭।।

সহস্র (গাভীর) জন্য বিশেষভাবে আবদ্ধ শুনঃশেপকে যূপকাষ্ঠ হতে তোমরা বিমুক্ত করেছিলে; যখন তিনি স্তুতি করেছিলেন। অতএব হে পরমজ্ঞানী হোতা অগ্নি! তুমি এখানে উপবেশন করে, আমাদের এইসকল বন্ধন হতে বিযুক্ত কর ।।৭।।

টীকা— শুনঃশেপকে বলি দেবার জন্য সহস্র গাভী দিয়ে ক্রয় করা হয়েছিল।

হৃণীয়মানো অপ হি মদৈয়েঃ প্র মে দেবানাং ব্রতপা উবাচ।
ইন্দ্রো বিদ্বাঁ অনু হি ত্বা চচক্ষ তেনাহমগ্নে অনুশিষ্ট আগাম্ ।।৮।।

ক্রুদ্ধ অবস্থায় তুমি আমার(নিকট) হতে অবসৃত হয়েছ। এই তথ্য আমাকে বলেছেন দেবগণের কর্মসমূহের পালক। সেই জ্ঞানবান ইন্দ্র তোমার অভিমুখে দৃষ্টিপাত করে থাকেন। তাঁরই নির্দেশ অনুসারে, হে অগ্নি, আমি তোমার নিকটে আগমন করেছি ।।৮।।

বি জ্যোতিষা বৃহতা ভাত্যগ্নিরাবির্বিশ্বানি কৃণুতে মহিত্বা।
প্রাদেবীর্মায়াঃ সহতে দুরেবাঃ শিশীতে শৃঙ্গে[১] রক্ষসে বিনিক্ষে ।।৯।।

অগ্নি বিপুল তেজের সঙ্গে জ্যোতি বিকিরণ করেন; এবং নিজ মহিমায় সকল ভূতজাতকে প্রকাশিত করে থাকেন। তিনি দেবতাহীন এবং দুরাচারী মায়াকে দমন করেন ও রাক্ষসবিনাশের জন্য নিজের শৃঙ্গদ্বয়কে তীক্ষ্ণতর করেন ।।৯।।

১. শৃঙ্গ— শিখা।

উত স্বানাসো দিবি ষন্ত্বগ্নেস্তিগ্মায়ুধা রক্ষসে হন্তবা উ।
মদে চিদস্য প্র রুজন্তি ভামা ন বরন্তে পরিবাধো অদেবীঃ ।।১০।।

ঊর্ধ্ব আকাশে অগ্নির সশব্দ শিখাসকল যেন শাণিত অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষস হননের জন্য (আবির্ভূত হয়)। সোমজনিত উত্তেজনায় তাঁর দীপ্তিসকল সমধিক উজ্জ্বল হয়ে থাকে, দেবতাহীন (বিরোধীগণ) সর্বত্র বেষ্টন করেও তাঁকে বাধা দিতে পারে না ।।১০।।

এতং তে স্তোমং তুবিজাত বিপ্রো রথং ন ধীরঃ স্বপা অতক্ষম্।
যদীদগ্নে প্রতি ত্বং দেব হর্যাঃ স্বর্বতীরপ এনা জয়েম ।।১১।।

যেইরূপে কোন সুদক্ষ কারু রথকে নির্মাণ করে, সেইরূপে আমি, মেধাবী স্তোতা, এই স্তোত্রকে তোমার উদ্দেশে রচনা করেছি, হে শক্তির সঙ্গে জাত অগ্নি! যদি হে দেবতা, এই (স্তোমকে) স্বচ্ছন্দে গ্রহণ কর তবে আমরা দিব্য জলরাশিকে জয় করতে সক্ষম হব ।।১১।।

তুবিগ্রীবো বৃষভো বাবৃধানো ঽশত্রবর্যঃ সমজাতি বেদঃ।
ইতীমমগ্নিমমৃতা অবোচন্ বর্হিষ্মতে মনবে শর্ম যংসদ্ধবিষ্মতে মনবে শর্ম যংসৎ ।।১২।।

যেন সেই দৃঢ়গ্রীব বৃষভ অথবা কামনা পূরক বিস্তারিত হতে হতে অপ্রতিহতভাবে শত্রুর সম্পদ অধিকার করেন। এইরূপে অমর (দেবগণ) এই অগ্নির প্রতি আলাপ করেছেন— যেন বর্হিঃ বিস্তারকারী (যজ্ঞকারী) মানুষের প্রতি তিনি আশ্রয় দান করেন, হব্য দানকারী মানুষকে আশ্রয় দান করেন ॥১২॥

(সূক্ত-৩)

অগ্নি দেবতা। অত্রিবংশীয় বসুশ্রুত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১২।

ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যৎ ত্বং মিত্রো ভবসি যৎ সমিদ্ধঃ।
ত্বে বিশ্বে সহসস্পুত্র দেবাস্ত্বমিন্দ্রো দাশুষে মর্ত্যায় ॥১॥

হে অগ্নি, যখন জন্মগ্রহণ কর, তখন তুমি বরুণ (সকলের প্রভু)। যখন সমিধ যোগে প্রজ্বলিত হয়ে থাক, তখন মিত্র। হে বলের পুত্র, তোমার মধ্যে সকল দেবতা কেন্দ্রীভূত। হব্যদানকারী মানবের প্রতি তুমি ইন্দ্র ॥১॥

ত্বমর্যমা ভবসি যৎ কনীনাং নাম স্বধাবন্ গুহ্যং বিভর্ষি।
অঞ্জন্তি মিত্রং সুধিতং ন গোভির্যদ্ দংপতী সমনসা কৃণোষি ॥২॥

কুমারীগণের প্রতি তুমি অর্য্যমন হয়ে থাক। হে স্বকীয়তেজে (দীপ্ত), তুমি গূঢ় নামের অধিকারী; দুগ্ধ দ্বারা অনুকূলভাবে স্থিত বন্ধুরূপী তোমাকে তাঁরা প্রলেপন করেন যখন তুমি জায়া ও পতিকে অভিন্নমনা করে থাক ॥২॥

তব শ্রিয়ে মরুতো মর্জয়ন্ত রুদ্র যৎ তে জনিম চারু চিত্রম্।
পদং যদ্ বিষ্ণোরুপমং নিধায়ি তেন পাসি গুহ্যং নাম গোনাম্ ॥৩॥

তোমার যশের অথবা ঐশ্বর্যের কারণে মরুৎগণ (অন্তরিক্ষকে?) মার্জিত করেন, হে রুদ্র, তোমার বিচিত্রবর্ণ ও রমণীয় আবির্ভাবের কারণে। বিষ্ণুর যে শ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠানকে নির্দেশিত করেছ তারই মাধ্যমে গাভীগণের গোপনীয় নামকে তুমি রক্ষা কর ॥৩॥

টীকা— বিষ্ণোঃ পদম্... ইত্যাদি— অন্তরিক্ষলোক সেই স্থান হতে স্বর্গের গাভী (মেঘ) গুলি জল প্রাপ্ত হয়।

তব শ্রিয়া সুদৃশো দেব দেবাঃ পুরূ দধানা অমৃতং সপন্ত।
হোতারমগ্নিং মনুষো নি ষেদুর্দশস্যন্ত উশিজঃ শংসমায়োঃ[১] ॥৪॥

শোভনদর্শন দেবতার, তোমার, যশ অথবা ঐশ্বর্য দ্বারা দেবগণ প্রভূত সম্পদ দান করতে করতে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। মানবগণ অগ্নিকে হোতারূপে নির্দিষ্ট করেছেন এবং সঞ্জীবিত তাঁর (নিকট) প্রশংসার কামনা করতে করতে তাঁকে পরিচর্যা করেন॥৪॥

১. আয়োঃ— প্রজ্বলিত অগ্নি জীবনী শক্তির প্রতীক।

ন ত্বদ্ধোতা পূর্বো অগ্নে যজীয়ান্ ন কাব্যৈঃ পরো অস্তি স্বধাবঃ।
বিশশ্চ যস্যা অতিথির্ভবাসি স যজ্ঞেন বনবদ্ দেব মর্তান্ ॥৫॥

হে অগ্নি, তোমার অপেক্ষা নিপুণতর অথবা প্রাচীন অপর কোন হোতা বিদ্যমান নেই; হে স্বকীয় তেজদীপ্ত, কেউ (তোমার অপেক্ষা) জ্ঞানে মহত্তর নেই; হে দেব, যে মানবের গৃহে তুমি অতিথিরূপে বাস কর তিনি যজ্ঞের মাধ্যমে মর্ত্যবাসিগণকে জয় করবেন ॥৫॥

বয়মগ্নে বনুয়াম ত্বোতা বসূয়বো হবিষা বুধ্যমানাঃ।
বয়ং সমর্যে বিদথেষ্বহ্নাং বয়ং রায়া সহসস্পুত্র মর্তান্ ॥৬॥

তোমার সহায়তা প্রাপ্ত হয়ে, হে অগ্নি যেন সম্পদের অভিলাষী আমরা আমাদের হব্যাদি দ্বারা জাগরিত অবস্থায় (সম্পদ/শত্রুদের) জয় করতে পারি। যেন আমরা (নির্দিষ্ট) সংগ্রামকালে যজ্ঞীয় দিবসগুলিতে সভাস্থলে, হে বলের পুত্র। আমরা ধনের দ্বারা মর্ত্যবাসীদের জয় করি ॥৬॥

যো ন আগো অভ্যেনো ভরাত্যধীদঘমঘশংসে দধাত।
জহী চিকিত্বো অভিশস্তিমেতামগ্নে যো নো মর্চয়তি দ্বয়েন ॥৭॥

যে আমাদের অভিমুখে অপরাধ ও পাপকে প্রেরণ করে, সেই নিন্দাকারীর প্রতি পাপকে ধারণ কর। তার দুরাচার ব্যর্থ কর, হে অগ্নি, যে আমাদের দ্বিমুখী (কপট) আচরণ দ্বারা পীড়া দেয় ॥৭॥

ত্বামস্যা ব্যুষি দেব পূর্বে দূতং কৃণ্বানা অয়জন্ত হব্যৈঃ।
সংস্থে যদগ্ন ঈয়সে রয়ীণাং দেবো মর্তৈর্বসুভিরিধ্যমানঃ ॥৮॥

উষার এই উদ্ভাসনকালে হে দেব, আমাদের পূর্বতন (পুরুষগণ) তোমাকে দূতরূপে (বরণ) করে হব্য যোগে যজনা করেছিলেন। যখন তুমি ধনসমূহের আগারে গমন কর, মানবগণের দ্বারা উত্তম দ্রব্যাদি দ্বারা প্রজ্বলিত অবস্থায় (গমন কর) ।।৮।।

টীকা—সায়ণভাষ্য— সংস্থে ইত্যাদি— যজ্ঞ দ্রব্যাদির আগারে।

অব স্পৃধি পিতরং যোধি বিদ্বান্ পুত্রো যস্তে সহসঃ সূন উহে।
কদা চিকিত্বো অভি চক্ষসে নো হগ্নে কদাঁ ঋতচিদ্ যাতয়াসে ॥৯।।

হে জ্ঞানবান! রক্ষা কর— হে বলের পুত্র! তোমার পিতাকে, যিনি নিজেকে তোমার সন্তান গণ্য করেন, তাঁকে উদ্ধার কর, হে বিচক্ষণ অগ্নি কখন তুমি আমাদের প্রতি অবধান করবে? কখন হে সত্যনিষ্ঠ, তুমি আমাদের প্রেরণ করবে?।।৯।।

ভূরি নাম বন্দমানো দধাতি পিতা বসো যদি তজ্জোষয়াসে।
কুবিদ্ দেবস্য সহসা চকানঃ সুম্নমগ্নির্বনতে বাবৃধানঃ[১] ॥১০।।

তোমাকে বন্দনা করতে করতে বহু নাম দেওয়া হয়, যদি হে শ্রেষ্ঠ প্রভু! পিতার ন্যায় তুমি সেই সকল উপভোগ কর। সেইরূপ ইচ্ছা করে, দেবোচিত শক্তি দ্বারা অগ্নি কি ব্যাপনশীল অবস্থায় (আমাদের জন্য) কল্যাণ প্রদান করবেন না? ।।১০।।

১. বনতে বাবৃধানঃ— স্তুতির দ্বারা ব্যাপ্ত হয়ে।

ত্বমঙ্গ জরিতারং যবিষ্ঠ বিশ্বান্যগ্নে দুরিতাতি পর্ষি।
স্তেনা অদৃশ্রন্ রিপবো জনাসো হজ্ঞাতকেতা বৃজিনা অভূবন্ ॥১১।।

হে নবীনতম অগ্নি, নিশ্চিতভাবে তুমি তোমার স্তোতাকে সকল দুর্গতি হতে উত্তীর্ণ করে থাক। আমরা তস্করদের লক্ষ্য করেছি, শত্রুমানুষদেরও (জ্ঞাত হয়েছি)। অজ্ঞাত অভিসন্ধিসম্পন্ন দুর্জনেরা উপস্থিত হয়েছে ।।১১।।

ইমে যামাসস্ত্বদ্রিগভূবন্ বসবে বা তদিদাগো অবাচি।
নাহায়মগ্নিরভিশস্তয়ে নো ন রীষতে বাবৃধানঃ পরা দাৎ ॥১২।।

এই সকল প্রশস্তি তোমার উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছে। অথবা উত্তম (অগ্নি)র উদ্দেশে এই অপরাধ বিবৃত হয়েছে। আমাদের এই অগ্নি, সমৃদ্ধিলাভ করতে করতে কখনই অপবাদকারী বা বিরুদ্ধপক্ষের (নিকট আমাদের) প্রদান করবেন না ।।১২।।

(সূক্ত-৪)

অগ্নি দেবতা। বসুশ্রুত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।

ত্বামগ্নে বসুপতিং বসূনামভি প্র মন্দে অধ্বরেষু রাজন্।
ত্বয়া বাজং বাজয়ন্তো জয়েমাহভি ষ্যাম পৃৎসুতীর্মর্ত্যানাম্ ॥১।।

হে অগ্নি, সম্পদের অধীশ্বর, রাজা! যজ্ঞস্থলে তোমার মধ্যেই আমি আনন্দ লাভ করি। তোমার মাধ্যমে যেন আমরা আমাদের প্রার্থিত শক্তি প্রাপ্ত হতে পারি, এবং মর্ত্যবাসীগণের ভীষণ সংঘর্ষকে অতিক্রম করতে পারি ।।১।।

হব্যবালগ্নিরজরঃ পিতা নো বিভূর্বিভাবা সুদৃশীকো অস্মে।
সুগার্হপত্যাঃ সমিষো দিদীহ্যস্মদ্রযক্ সং মিমীহি শ্রবাংসি ॥২।।

অগ্নি আমাদের চিরন্তন পিতা, তিনি হব্যবাহ, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, জ্যোতির্ময় এবং সুদর্শন; সুষ্ঠু নিয়মিত গার্হপত্য অগ্নি হতে আমাদের উদ্দেশে তিনি যেন সম্যক অন্ন দান করেন, সম্যক খ্যাতি নির্দেশিত করেন ।।২।।

বিশাং কবিং বিশ্পতিং মানুষীণাং শুচিং পাবকং ঘৃতপৃষ্ঠমগ্নিম্।
নি হোতারং বিশ্ববিদং দধিধ্বে স দেবেষু বনতে বার্যাণি ॥৩।।

জনগোষ্ঠীসকলের প্রভু, ঋষিকবি, প্রদীপ্ত পরিশোধক এবং ঘৃত দ্বারা অভিষিক্ত সেই অগ্নিকে, সর্বজ্ঞকে আমরা হোতৃরূপে স্থাপনা করি। তিনি দেবগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ধনাদি গ্রহণ করেন ।।৩।।

জুষস্বাগ্ন ইলয়া সজোষা যতমানো রশ্মিভিঃ সূর্যস্য।
জুষস্ব নঃ সমিধং জাতবেদ আ চ দেবান্ হবিরদ্যায় বক্ষি ॥৪।।

হে অগ্নি, ইলার (স্তুতির) সঙ্গে অভিন্নমনা হয়ে সূর্যের রশ্মিজালের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে উপভোগ কর। হে জাতবেদা, আমাদের এই ইন্ধনকাষ্ঠ ভোগ কর এবং দেবগণকে আমাদের অভিমুখে হবিঃ আস্বাদন করার জন্য বহন করে আন ।।৪।।

জুষ্টো দমূনা অতিথির্দুরোণ ইমং নো যজ্ঞমুপ যাহি বিদ্বান্।
বিশ্বা অগ্নে অভিযুজো বিহত্যা শত্রূয়তামা ভরা ভোজনানি ॥৫॥

তুমি গৃহের প্রিয় মিত্রস্বরূপ; তুমি (সকলের) আবাসস্থানের অতিথি স্বরূপ। হে জ্ঞানী, আমাদের এই যজ্ঞ অভিমুখে আগমন কর। এবং সকল আততায়ীকে বিদূরিত করে, অগ্নি, শত্রুর অধিকৃত অন্নসম্ভার আমাদের প্রতি প্রদান কর ।।৫।।

বধেন দস্যুং প্র হি চাতয়স্ব [১]বয়ঃ কৃণ্বানস্তন্বে স্বায়ৈ।
পিপর্ষি যৎ সহসস্পুত্র দেবান্ত্সো অগ্নে পাহি নৃতম বাজে অস্মান্ ॥৬॥

তোমার অস্ত্র দ্বারা দস্যুকে বিনাশ কর। তোমার স্বীয় দেহের জন্য শক্তি (সঞ্চয়) করতে করতে, হে বলের পুত্র, যেমন তুমি দেবগণকে পরিতৃপ্ত করে থাক, সেইরূপে আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ষা কর, হে শ্রেষ্ঠ বীর অগ্নি! ।।৬।।

১. বয়ঃ কৃণ্বানঃ— ইত্যাদি— দেবগণের উদ্দেশ্যে হব্য বহন করতে করতে নিজের শক্তিও বর্ধিত হয়। — সায়ণভাষ্য

বয়ং তে অগ্ন উক্থৈর্বিধেম বিধেম বয়ং হব্যৈঃ পাবক ভদ্রশোচে।
অস্মে রয়িং বিশ্ববারং সমিন্বাস্মে বিশ্বানি দ্রবিণানি ধেহি ॥৭॥

যেন আমরা, হে পবিত্র অগ্নি, হে কল্যাণজ্যোতির্ময়, আমাদের স্তোত্রসকল দ্বারা এবং হব্যাদি দ্রব্য দ্বারা তোমার পরিচর্যা করে থাকি; আমাদের অভিমুখে সকল কাম্য বস্তু যুক্ত সম্পদ প্রেরণ কর। আমাদের প্রতি সর্বপ্রকার ধন স্থাপন কর ।।৭।।

অস্মাকমগ্নে অধ্বরং জুষস্ব সহসঃ সূনো ত্রিষধস্থ[১] হব্যম্।
বয়ং দেবেষু সুকৃতঃ স্যাম শর্মণা নস্ত্রিবরূথেন পাহি ॥৮॥

বলের পুত্র, হে অগ্নি, লোকত্রয়ে অধিষ্ঠিত তুমি আমাদের (কৃত) যজ্ঞ ও (প্রদত্ত) হবিঃ উপভোগ কর। আমরা যেন দেবগণের মধ্যে শোভনকর্মা (পরিগণিত) হতে পারি, ত্রিস্তর রক্ষণযুক্ত আশ্রয়ের মাধ্যমে আমাদের রক্ষা কর ।।৮।।

১. ত্রিষধস্থ— স্বর্গ, মর্ত্য ও অন্তরিক্ষে স্থিত।

বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতি পর্ষি।
অগ্নে [১]অত্রিবন্নমসা গৃণানো ঽস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম্ ॥৯॥

সকলপ্রকার দুর্গতি হতে বিপদ হতে, হে জাতবেদস্, আমাদের উত্তীর্ণ কর, যেমন নৌকা দ্বারা নদীকে (উত্তরণ করা হয়)। অত্রির অনুরূপ(ভাবে কৃত) স্তোত্র সকলের দ্বারা স্তুত হতে হতে, হে অগ্নি, যেন আমাদের দেহগুলির রক্ষক হয়ে থাক ।।৯।।

১. অত্রি— বসুশ্রুতের পূর্বপুরুষ।

যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মন্যমানো ঽমর্ত্যং মর্ত্যো জোহবীমি।
জাতবেদো যশো অস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাম্ ॥১০॥

যেরূপে মরণশীল মানব, আমি অনুগত চিত্তে অমর তোমাকে স্মরণ করতে করতে আহ্বান করছি, হে জাতবেদস্, আমাদের অভিমুখে খ্যাতি স্থাপন কর। হে অগ্নি, যেন আমি সন্ততিগণের মাধ্যমে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হই ।।১০।।

যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উ লোকমগ্নে কৃণবঃ স্যোনম্।
অশ্বিনং স পুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং নশতে স্বস্তি ॥১১॥

যে শোভনকর্মার প্রতি, হে জাতবেদস্, হে অগ্নি, (তার) বাসস্থলকে তুমি বিস্তৃত ও সুখকর করে থাক, সে অশ্বসমন্বিত, পুত্রসমন্বিত, যোদ্ধাসমন্বিত এবং গাভীসমন্বিত ধন কল্যাণের জন্য লাভ করে ।।১১।।

(সূক্ত-৫)

আপ্রী দেবতা। বসুশ্রুত ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।

সুসমিদ্ধায় শোচিষে ঘৃতং তীব্রং জুহোতন। অগ্নয়ে জাতবেদসে ॥১॥

সুসমিদ্ধ অগ্নিঃ জাতবেদা অগ্নির প্রতি, সমুজ্জ্বল এবং সম্যক প্রজ্বলিত দেবতার প্রতি প্রভূত ঘৃত আহুতি দাও ।।১।।

নরাশংসঃ সুষূদতীমং যজ্ঞমদাভ্যঃ। কবির্হি মধুহস্ত্যঃ ॥২॥

নরাশংস অগ্নিঃ— সেই (নরাশংস), অপ্রতিরোধ্য (দেবতা) এই যজ্ঞকে অনুপ্রাণিত করেন, কারণ, তিনি ঋষি তাঁর হস্তদ্বয় মাধুর্যপূর্ণ ॥২॥

ঈলিতো অগ্ন আ বহেন্দ্রং চিত্রমিহ প্রিয়ম্। সুখৈ রথেভিরূতয়ে ॥৩॥

ঈলিতঃ অগ্নিঃ— হে স্তুত অগ্নি! এই স্থান-অভিমুখে কাঙ্ক্ষিত বন্ধু(স্বরূপ) ইন্দ্রকে সুষ্ঠুগামী ও সুখকর রথসমূহ দ্বারা সহায়তার জন্য আনয়ন কর ॥৩॥

উর্ণম্রদা বি প্রথস্বাভ্যর্কা অনূষত। ভবা নঃ শুভ্র সাতয়ে ॥৪॥

উর্ণম্রদা অগ্নি— হে পশমতুল্য কোমল অগ্নি, স্বয়ং বিস্তার লাভ কর, তোমার উদ্দেশে স্তোত্র সমূহ পঠিত হয়েছে, হে প্রদীপ্ত! আমাদের উদ্দেশে ধনদান কর ॥৪॥

দেবীর্দ্বারো বি শ্রয়ধ্বং সুপ্রায়ণা ন উতয়ে। প্রপ্র যজ্ঞং পৃণীতন ॥৫॥

দেবী-দ্বার অগ্নি— হে দিব্য দ্বারদ্বয়, নিজেদের উদ্‌ঘাটিত কর, আমাদের সহায়তার জন্য সহজগম্য হয়ে। তোমরা যজ্ঞকে ক্রমে ক্রমে পরিপূরণ কর ॥৫॥

সুপ্রতীকে বয়োবৃধা যহ্বী ঋতস্য মাতরা। দোষামুষাসমীমহে ॥৬॥

যাঁরা শোভন দর্শনা, জীবৎশক্তিকে সুষ্ঠুভাবে বর্ধিত করেন, যাঁরা চিরন্তন সত্যের নবীনা সৃষ্টিকারিণী সেই রাত্রি ও দিবসের দেবীদ্বয়কে স্তুতি করি ॥৬॥

বাতস্য পত্মন্নীলিতা দৈব্যা হোতারা মনুষঃ। ইমং নো যজ্ঞমা গতম্ ॥৭॥

বায়ুর গতিবেগের অনুসরণে, হে দিব্য হোতৃদ্বয়, স্তুত অবস্থায় আগমন কর। আমাদের এই মনুষ্যগণের যজ্ঞে (আগমন কর) ॥৭॥

ইলা সরস্বতী মহী[১] তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ। বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ ॥৮॥

ইলা, সরস্বতী ও মহী— এই তিন দেবী, যাঁরা সুখের সম্ভাবয়িত্রী, নির্বিরোধে বর্হিঃর উপরে যেন আসন গ্রহণ করেন ॥৮॥

১. মহী অর্থাৎ ভারতী— সায়ণভাষ্য।

শিবস্ত্বষ্টরিহা গহি বিভুঃ পোষ উত ত্মনা। যজ্ঞেযজ্ঞে ন উদব ॥৯॥

সর্বপ্রকার পোষণের অধিপতি, হে দেব ত্বষ্টা, মঙ্গলময়রূপে নিজ ইচ্ছানুসারে এই স্থানের প্রতি আগমন কর, প্রতি যজ্ঞে আমাদের রক্ষা কর ॥৯॥

যত্র বেত্থ বনস্পতে দেবানাং গুহ্যা নামানি। তত্র হব্যানি গাময় ॥১০॥

বনস্পতি— (যূপ কাষ্ঠের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা) হে বনস্পতি (যূপকাষ্ঠ); যে যে স্থানে তুমি দেবগণের গোপনীয় নামসকল অবগত হয়ে থাক, সেই সেই স্থানে (আমাদের) হবিঃ সকল প্রেরণ কর ॥১০॥

স্বাহাগ্নয়ে বরুণায় স্বাহেন্দ্রায় মরুদ্ভ্যঃ। স্বাহা দেবেভ্যো হবিঃ ॥১১॥

অগ্নি ও বরুণের উদ্দেশে এই স্বাহাকার, অনন্তর ইন্দ্র ও মরুৎগণের প্রতি স্বাহাকার, দেবগণের উদ্দেশে স্বাহা যোগে হবিঃ (প্রদান করা হয়) ॥১১॥

(সূক্ত-৬)

অগ্নি দেবতা। বসুশ্রুত ঋষি। পংক্তি ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১০।

অগ্নিং তং মন্যে যো বসুরস্তং যং যন্তি ধেনবঃ।
অস্তমর্বন্ত আশবো ঽস্তং নিত্যাসো[১] বাজিন ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥১॥

সেই অগ্নিকে, শ্রেষ্ঠ দেবতাকে, আশ্রয়ের ন্যায় যাঁর প্রতি গাভীগুলি প্রত্যাবৃত্ত হয় তাঁকে আমি সম্মান জানাই; দ্রুতগতি অশ্বগুলি (তাঁকে) আশ্রয় (মনে করে), বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘস্থায়ী বিজেতা অশ্বগুলি আশ্রয় (মনে করে); স্তোতাগণের প্রতি তুমি যেন অন্ন দান কর (হে অগ্নি)! ॥১॥

১. নিত্যাসঃ— নিয়মিত— সায়ণভাষ্য।

সো অগ্নির্যো বসুর্গৃণে সং যমায়ন্তি ধেনবঃ।
সমর্বন্তো রঘুদ্রুবঃ সং সুজাতাসঃ সূরয় ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥২॥

সেই অগ্নি যাঁকে শ্রেষ্ঠ দেবতা রূপে স্তুতি করা হয়, যাঁর প্রতি গাভীগুলি একত্রে আগমন করে, ক্ষিপ্রগামী অশ্বগুলি যাঁর প্রতি একত্রে (আগমন করে), যাঁর নিকটে শোভনজাত বীরগণ (আগমন করেন); তুমি যেন স্তোতাগণের প্রতি অন্ন দান কর ।।২।।

অগ্নির্হি বাজিনং বিশে দদাতি বিশ্বচর্ষণিঃ।
অগ্নী রায়ে স্বাভুবং স প্রীতো যাতি বার্যমিষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥৩॥

অগ্নি, সকল মানবজাতির প্রভু, মানুষের প্রতি অন্ন অথবা বীর পুত্র দান করেন। অগ্নি ধনের জন্য ঐকান্তিক উৎসাহ প্রদান করেন। প্রসন্ন অবস্থায় তিনি আকাঙ্ক্ষণীয় সম্পদের প্রতি গমন করেন; তুমি যেন... ইত্যাদি ।।৩।।

আ তে অগ্ন ইধীমহি দ্যুমন্তং দেবাজরম্।
যদ্ধ স্যা তে পনীয়সী সমিদ্ দীদয়তি দ্যবীষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥৪॥

হে দেব অগ্নি, আমরা তোমাকে প্রজ্বলিত করি, যে তুমি জ্যোতির্ময়, অম্লান, যেন এই সমুজ্জ্বল ইন্ধন দিবাভাগে ও স্বর্গলোকে তোমার জন্য দীপ্তি বিতরণ করে। তুমি যেন... ।।৪।।

আ তে অগ্ন ঋচা হবিঃ শুক্রস্য শোচিষস্পতে।
সুশ্চন্দ্র দস্ম বিশ্পতে হব্যবাট্ তুভ্যং হূয়ত ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ।।৫।।

হে অগ্নি, যে তুমি সমুজ্জ্বল শিখার বা দীপ্তির অধিকারী, রমণীয় এবং আশ্চর্যজনক সেইরূপ তোমার অভিমুখে ঋক্সমূহ যোগে হব্য আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে, হে জনগণের অধীশ্বর, হব্যবাহক! তুমি যেন ... ইত্যাদি ।।৫।।

প্রো [১]ত্যে অগ্নয়োঽগ্নিষু বিশ্বং পুষ্যন্তি বার্যম্
তে হিন্বিরে ত ইন্বিরে ত ইষণ্যন্ত্যানুষগিষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥৬॥

এই সকল বেদিস্থলে অধিষ্ঠিত অগ্নি সকল, সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষিত সম্পদকে পরিপুষ্ট করে থাকেন। তাঁরা আনন্দিত করেন, তাঁরা সর্বত্র বিস্তার লাভ করেন, তাঁরা অবিরত সঞ্চরণ করেন; তুমি যেন ... ।।৬।।

১. তে অগ্নয়ঃ— গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি।

তব ত্যে অগ্নে অর্চয়ো মহি ব্রাধন্ত বাজিনঃ।
যে পত্বভিঃ শফানাং ব্রজা ভুরন্ত গোনামিষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥৭॥

হে অগ্নি, তোমার এই সকল আলোকশিখা বলবান অশ্বসমূহের অনুরূপ অধিক বর্ধিত হয়ে থাকে; যারা ক্ষুরবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে গাভীগুলির আশ্রয়স্থলের প্রতি গমন করে; তুমি যেন ... ।।৭।।

নবা নো অগ্ন আ ভর স্তোতৃভ্যঃ সুক্ষিতীরিষঃ।
তে স্যাম য আনৃচুস্ত্বাদূতাসো দমেদম ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥৮॥

আমাদের, তোমার স্তোতৃবৃন্দের প্রতি, হে অগ্নি, নূতন অন্ন প্রদান কর এবং উত্তম বাসস্থান (প্রদান কর)। যেন আমরা যারা তোমার প্রতি ঋক্মন্ত্রসকল পাঠ করেছি, তোমাকে গৃহে গৃহে দূতরূপে প্রাপ্ত হতে পারি। তুমি যেন... ।।৮।।

উভে সুশ্চন্দ্র সর্পিষো দর্বী শ্রীণীষ আসনি।
উতো ন উৎ পুপূর্যা উক্থেষু শবসস্পত ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥৯॥

হে আনন্দদায়ক ও অত্যুজ্জ্বল (অগ্নি), তোমার মুখমধ্যে ঘৃতপূর্ণ জুহূ ইত্যাদি পাত্রদ্বয় আতপ্ত হয়ে থাকে। এইভাবেই আমাদেরও স্তোত্রদ্বারা প্রাচুর্যের সঙ্গে পূরিত কর, হে শক্তির অধীশ্বর! তুমি যেন ... ।।৯।।

এবাঁ অগ্নিমজুর্যমুর্গীর্ভির্যজ্ঞেভিরানুষক্।
দধদস্মে সুবীর্যমুত ত্যদাশ্বশ্ব্যমিষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥১০॥

এইরূপে অগ্নিকে আমরা যথাবিহিতভাবে যজ্ঞাদি এবং স্তুতিবাক্যাবলীর দ্বারা পরিচর্যা করেছি। অতএব যেন তিনি আমাদের প্রতি উত্তমবীর (সন্তানাদি) এবং ক্ষিপ্রগামী অশ্বাদি ধারণ করেন; তুমি যেন ...।।১০।।

(সূক্ত-৭)

অগ্নি দেবতা। ইষ ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১০।

সখায়ঃ সং বঃ সম্যঞ্চমিষং স্তোমং চাগ্নয়ে।
বর্ষিষ্ঠায় ক্ষিতীনামূর্জো নপ্ত্রে সহস্বতে ॥১॥

হে বন্ধুগণ তোমাদের একত্রিত অন্ন এবং স্তোত্র যুগপৎ অগ্নির উদ্দেশে সমর্পণ কর, যে অগ্নি সকল মানবের অপেক্ষায় মহত্তম, শক্তির সন্তান এবং বলবান ॥১॥

কুত্রা চিদ্ যস্য সমৃতৌ রণ্বা নরো নৃষদনে।
অর্হন্তশ্চিদ্ যমিন্ধতে সংজনয়ন্তি জন্তবঃ ॥২॥

সেই অগ্নি যাঁর বিদ্যমানে মানব সকল সম্মেলন কালে (যজ্ঞস্থলে) আনন্দে রত থাকেন এবং যাঁকে পূজনীয় জনেরা প্রজ্বলিত করেন ও প্রাণীজগৎ সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন করে থাকে ॥২॥

সং যদিষো বনামহে সং হব্যা মানুষাণাম্।
উত দ্যুম্নস্য শবস ঋতস্য রশ্মিমা[১] দদে ॥৩॥

যখন আমরা তাঁর উদ্দেশে অন্নাদি এবং মানবগণের (প্রদত্ত) হব্যাদি নিবেদন করি, তিনি তাঁর দীপ্তির শক্তি দ্বারা সত্যের নিয়ামক রজ্জুকে ধারণ করে থাকেন ॥৩॥

১. ঋতস্য রশ্মিম— দেবগণের আহ্বায়করূপে যজ্ঞকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

সঃ স্মা কৃণোতি কেতুমা নক্তং চিদ্ দূর আ সতে।
পাবকো যদ্ বনস্পতীন্ প্র স্মা মিনাত্যজরঃ ॥৪॥

রাত্রিকালে তিনি দূরস্থিত ব্যক্তির প্রতিও প্রজ্ঞান অথবা সংকেত প্রেরণ করে থাকেন। যখন সেই প্রদীপ্ত অজীর্ণ (অগ্নি), অরণ্যের অধিপতি (মহীরুহ) সকলকে গ্রাস করেন ॥৪॥

অব স্ম যস্য বেষণে স্বেদং পথিষু জুহ্বতি।
অভীমহ স্বজেন্যং ভূমা পৃষ্ঠেব রুরুহুঃ ॥৫॥

যাঁর পরিচর্যাকালে (ঋত্বিগগণ) পথে (শ্রমজনিত) স্বেদবিন্দু যেন আহুতি দিয়ে থাকেন, তাঁরই প্রতি নিজ আত্মীয়ের ন্যায় তাঁরা আরোহণ করেছেন, যেমন ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে (আরোহণ করা হয়)। অভি ঈম্ ইত্যাদির অর্থ অস্বচ্ছ। সায়ণ বলেছেন (বিন্দু সকল) যেন বহু অপত্যের ন্যায় পিতার ক্রোড়ে আরোহণ করে। Wilsonও এই অনুবাদকে সমর্থন করেছেন ॥৫॥

যং মর্ত্যঃ পুরুস্পৃহং বিদদ্ বিশ্বস্য ধায়সে।
প্র স্বাদনং পিতূনামস্ততাতিং চিদায়বে ॥৬॥

যাঁকে, বহুজনের প্রার্থিতকে মর্ত্যের মানবগণ সমগ্র জগতের ধারকরূপে অবগত হয়ে থাকেন, যিনি অন্নকে স্বাদযুক্ত করেন যিনি প্রত্যেক জীবিতের আবাস স্থল স্বরূপ ॥৬॥

স হি ষ্মা ধন্বাক্ষিতং দাতা ন দাত্যা পশুঃ।
হিরিশ্মশ্রুঃ শুচিদন্নৃভুরনিভৃষ্টতবিষিঃ ॥৭॥

সেই অগ্নি তৃণভোজী পশুর ন্যায় ক্ষেত্র ও উষরভূমি সর্বত্রই দন্তযোগে আগ্রাসন করেন তাঁর সুবর্ণশ্মশ্রুও প্রদীপ্ত। তিনি সুদক্ষ এবং তাঁর শক্তি অদম্য ॥৭॥

শুচিঃ ষ্ম যস্মা অত্রিবৎ প্র স্বধিতীব রীয়তে।
সুষূরসূত মাতা ক্রাণা যদানশে ভগম্ ॥৮॥

তাঁর জন্য, যাঁর প্রতি তিনি খড়্গের ন্যায় সমুজ্জ্বলরূপে প্রকটিত হয়েছেন, যেরূপে অত্রির নিকট হয়েছিলেন; যাঁকে সুপ্রসবা জননী জন্ম দিয়েছিলেন যখন তিনি যথাকালে সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন ॥৮॥

আ যস্তে সর্পিরাসুতে হগ্নে শমস্তি ধায়সে।
ঐষু দ্যুম্নমুত শ্রব আ চিত্তং মর্ত্যেষু ধাঃ ॥৯॥

হে অগ্নি, যাঁর উদ্দেশে (যজমান) ঘৃত প্রদান করে থাকেন এবং যিনি (যজমান) তাঁর (অগ্নির) দ্বারা অনুগৃহীত এই সকল মর্ত্যবাসীর মধ্যে তাঁকে তেজ, যশ এবং বুদ্ধি প্রদান কর ॥৯॥

ইতি চিন্মন্যুমধ্রিজস্ত্বাদাতমা পশুং দদে।
আদগ্নে অপৃণতো হত্রিঃ সাসহ্যাদ্ দস্যূনিষঃ সাসহ্যান্নৃন্ ॥১০॥

এই প্রকারে, সেই অপ্রতিরোধ্য (অগ্নি) উদ্যম পোষণ করেন; তিনি তোমাদের প্রদত্ত পশু গ্রহণ করে থাকেন; হে অগ্নি, যেন দানহীন দস্যুগণকে অত্রি জয় করেন এবং অন্ন যারা দান করে না সেই সকল মানবকেও দমন করেন ॥১০॥

(সূক্ত-৮)

অগ্নি দেবতা। ইষ ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।

ত্বামগ্ন ঋতায়বঃ সমীধিরে প্রত্নং প্রত্নাস উতয়ে সহস্কৃত।
পুরুশ্চন্দ্রং যজতং বিশ্বধায়সং দমূনসং গৃহপতিং বরেণ্যম্ ॥১॥

হে অগ্নি, যে তুমি শক্তির দ্বারা গঠিত প্রাচীনকালের সত্যসন্ধানী মানবেরা সেই পুরাতন তোমাকে সহায়তার জন্য সম্যকভাবে প্রজ্বলিত করেন, যে তুমি অত্যন্ত দীপ্তিমান, যজনীয়, সকল জগতের পোষণকর্তা, গৃহের আকাঙ্ক্ষিত অধিপতি এবং গৃহের মিত্র ॥১॥

ত্বামগ্নে অতিথিং পূর্ব্যং বিশঃ শোচিষ্কেশং গৃহপতিং নি ষেদিরে।
বৃহত্কেতুং পুরুরূপং ধনস্পৃতং সুশর্মাণং স্ববসং জরদ্বিষম্ ॥২॥

হে অগ্নি, তোমাকে মানবগণ তাদের পুরাকালীন অতিথিরূপে গৃহের দীপ্তকেশী অধিপতিরূপে আসন গ্রহণ করিয়েছেন; যে তুমি ঊর্ধ্বোত্থিত ধ্বজধারী, বিবিধরূপযুক্ত, ধনপ্রদানকারী, শোভন আশ্রয়দাতা এবং সুসহায়ক ও জলরাশির শোষণকর্তা ॥২॥

ত্বামগ্নে মানুষীরীলতে বিশো হোত্রাবিদং বিবিচিং রত্নধাতমম্।
গুহা সন্তং সুভগ বিশ্বদর্শতং তুবিষ্বণসং সুযজং ঘৃতশ্রিয়ম্ ॥৩॥

হে অগ্নি, তোমাকে মানবগণের গোষ্ঠীসকল, হোতৃকর্মে অভিজ্ঞরূপে, বিবেচকরূপে এবং সম্পদের শ্রেষ্ঠ দাতারূপে আহ্বান করে থাকেন; যে তুমি সংগোপনে থেকেও সৌভাগ্যের বাহক এবং সকলের প্রতি দৃশ্যমান, সোচ্চারে গর্জনকারী, সুষ্ঠু যজ্ঞ সম্পাদক। ঘৃত তোমার শোভাবিধান করে ॥৩॥

ত্বামগ্নে ধর্ণসিং বিশ্বধা বয়ং গীর্ভির্গৃণন্তো নমসোপ সেদিম।
স নো জুষস্ব সমিধানো অঙ্গিরো দেবো মর্তস্য যশসা সুদীতিভিঃ ॥৪॥

হে অগ্নি, তোমাকে, সকলের বলবান নিয়ামককে, আমরা সর্বদাই সূক্তসকলের মাধ্যমে স্তুতি করতে করতে প্রণতিযোগে তোমার সমীপে উপস্থিত হয়ে থাকি; অতএব হে অঙ্গিরস, প্রজ্বলিত হয়ে আমাদের (স্তোত্র) উপভোগ কর, (তুমি) দেবতা, মর্ত্যমানবের যশোদীপ্ত (স্তুতি দ্বারা), শোভন আলোকের মাধ্যমে (উপভোগ কর) ॥৪॥

ত্বমগ্নে পুরুরূপো বিশেবিশে বয়ো দধাসি প্রত্নথা পুরুষ্টুত।
পুরূণ্যন্না সহসা বি রাজসি ত্বিষিঃ সা তে তিত্বিষাণস্য নাধৃষে ॥৫॥

হে অগ্নি, তুমি বহুবিচিত্র রূপী, মানবের সকল গোষ্ঠীর প্রতি তুমি প্রাচীনকালের অনুরূপভাবেই অন্নবিতরণ কর, বারংবার তুমি স্তুত হয়ে থাক; তোমার তেজের মাধ্যমে বিবিধ প্রকার অন্নের উপর আধিপত্য প্রকাশ কর। যখন (তুমি) দীপ্তি প্রকাশিত কর তখন তোমার সেই দীপ্তি অপ্রতিহত হয়ে থাকে ॥৫॥

ত্বামগ্নে সমিধানং যবিষ্ঠ্য দেবা দূতং চক্রিরে হব্যবাহনম্।
উরুজ্রয়সং ঘৃতয়োনিমাহুতং ত্বেষং চক্ষুর্দধিরে চোদয়ন্মতি ॥৬॥

হে অগ্নি, তোমাকে, কনিষ্ঠতমকে, যখন তুমি প্রজ্বলিত হয়েছিলে, দেবগণ তাঁদের দূত এবং হব্যবাহক (নির্বাচন) করেছিলেন; প্রভূত বিস্তারিত এবং ঘৃতসম্ভূত, সম্যক আহুতিপ্রাপ্ত, (তোমাকে) চিন্তার অনুপ্রেরণাদায়ক জ্যোতির্ময় চক্ষুঃরূপে (তাঁরা) স্থাপন করেছিলেন ॥৬॥

ত্বামগ্নে প্রদিব আহুতং ঘৃতৈঃ সুম্নায়বঃ সুষমিধা সমীধিরে।
স বাবৃধান ওষধীভিরুক্ষিতো[১] [২] হভি জ্রয়াংসি পার্থিবা বি তিষ্ঠসে ॥৭॥

হে অগ্নি, প্রাচীনকাল হতে ঘৃতলিপ্ত তোমাকে, তোমার অনুগ্রহপ্রার্থীগণ উত্তম ইন্ধনযোগে প্রজ্বলিত করেছেন; সেইরূপ তুমি পূর্ণ বর্ধিত অবস্থায়, ওষধীসকলের মাধ্যমে অভিষিক্ত হয়ে পার্থিব বিস্তারসমূহে ব্যাপ্ত হয়ে থাক ॥৭॥

১. ওষধীভিঃ— লতাগুল্ম প্রভৃতি ইন্ধন যোগে।
২. উক্ষিতঃ— ঘৃতাহুতির মাধ্যমে সিক্ত।

(সূক্ত-৯)

অগ্নি দেবতা। অত্রব অপত্য গয় ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।

ত্বামগ্নে হবিষ্মন্তো দেবং মর্তাস ঈলতে।
মন্যে ত্বা জাতবেদসং স হব্যা বক্ষ্যানুষক্ ॥১॥

হে অগ্নি, হব্যবহনকারী মর্ত্যবাসীগণ তোমাকে দেবতাকে আবাহন করেন; তোমাকে সকল জাত প্রাণীর বিষয়ে অভিজ্ঞ (জাতবেদস্) মনে করি, আমাদের হবিঃ ক্রমানুসারে বহন কর ॥১॥

অগ্নির্হোতা দাস্বতঃ ক্ষয়স্য বৃক্তবর্হিষঃ।
সং যজ্ঞাসশ্চরন্তি যং সং বাজাসঃ শ্রবস্যবঃ ॥২॥

যিনি প্রভূত (হব্য) দান করেন তাঁর গৃহে, যেখানে কুশ ছেদন করা হয়েছে সেখানে অগ্নিই হোতা; যাঁর প্রতি সকল যজ্ঞ মিলিত হয় এবং যশোপ্রার্থী তেজ অথবা শক্তি সকল (সম্মিলিত হয়) ॥২॥

উত স্ম যং শিশুং যথা নবং জনিষ্টারণী।
ধর্তারং মানুষীণাং বিশামগ্নিং স্বধ্বরম্ ॥৩॥

এবং যাঁকে অরণি(কাষ্ঠ) নবজাতকের ন্যায় জন্ম দিয়েছে, মানবগোষ্ঠী সকলের পোষণকারী, যজ্ঞের সুদক্ষ সম্পাদনকারী সেই অগ্নি ॥৩॥

উত স্ম দুর্গৃভীয়সে পুত্রো ন হ্বার্যাণাম্।
পুরূ যো দগ্ধাসি বনা ২গ্নে পশুর্ন যবসে ॥৪॥

এবং কুটিলগতি (সর্পের) শিশুর ন্যায় তোমাকেও গ্রহণ করা দুঃসাধ্য, যে তুমি প্রভূত বনরাজির দহনকর্তা, হে অগ্নি, যেমন (চারণক্ষেত্রে) পশু তৃণভোজন করে ॥৪॥

অধ স্ম যস্যার্চয়ঃ সম্যক্ সংযন্তি ধূমিনঃ।
যদীমহ ত্রিতো[১] দিব্যুপ ধ্মাতেব ধমতি শিশীতে ধ্মাতরী যথা ॥৫॥

অতঃপর যাঁর প্রেরিত সধূম শিখাসকল একত্রিত অবস্থায় সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে— যখন স্বর্গে ত্রিত (ধাতু) বিগলনকারীর ন্যায় তাঁকে (বায়ুদ্বারা) বর্ধিত করেন তখন তিনি যেন সেই বিগলনের দ্বারাই তীক্ষ্ণতর হয়ে থাকেন ॥৫॥

১. ত্রিত— সম্ভবতঃ এখানে বায়ুকে বলা হচ্ছে। সায়ণভাষ্যে বলা হয়েছে ত্রিত এখানে তিনলোকে বিস্তৃত অগ্নি স্বয়ং।

তবাহমগ্ন ঊতিভির্মিত্রস্য চ প্রশস্তিভিঃ।
দ্বেষোযুতো ন দুরিতা তুর্যাম মর্ত্যানাম্ ॥৬॥

হে অগ্নি, তোমার সহায়তাসমূহ দ্বারা এবং মিত্রস্বরূপ (তোমার) প্রশস্তি সকল দ্বারা, যেন ঘৃণা পরিহার করে আমরা মানবগণের দুষ্কৃতি উত্তীর্ণ হতে পারি ॥৬॥

তং নো অগ্নে অভী নরো রয়িং সহস্ব আ ভর।
ন ক্ষেপয়ৎ স পোষয়দ্ ভুবদ্ বাজস্য সাতয় উতৈধি পৃৎসু নো বৃধে ॥৭॥

হে অগ্নি, যেন আমাদের মানুষেরা ঐশ্বর্যের প্রতি প্রভুত্বলাভ করে, হে বলবান সেই (ধন) এইস্থানে আনয়ন কর। তিনি যেন আমাদের সুরক্ষা ও পোষণ দান করেন এবং শক্তি জয়ের জন্য সহায়তা করেন; যুদ্ধকালে সাফল্যের জন্য তুমি যেন আমাদের সমীপে বর্তমান থাকো ॥৭॥

(সূক্ত- ১০)

অগ্নি দেবতা। গয় ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।

অগ্ন ওজিষ্ঠমা ভর দ্যুম্নমস্মভ্যমধ্রিগো।
প্র নো রায়া পরীণসা রৎসি বাজায় পন্থাম্ ॥১॥

হে অগ্নি, আমাদের উদ্দেশে সর্বাপেক্ষা শক্তিসমন্বিত দীপ্তি আনয়ন কর, হে অপ্রতিহত গমন! সুপ্রচুর সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্য শক্তি(লাভের) পন্থা নির্দেশ কর ॥১॥

ত্বং নো অগ্নে অদ্ভুত ক্রত্বা দক্ষস্য মংহনা।
ত্বে অসুর্যমারুহৎ ক্রাণা মিত্রো ন যজ্ঞিয়ঃ ॥২॥

হে আশ্চর্যভূত অগ্নি! তুমি তোমার অভিপ্রায়ের মাধ্যমে, শক্তির প্রাচুর্যের মাধ্যমে এবং কর্মদক্ষতার মাধ্যমে আমাদের (প্রতি) অনুকূল (হয়েছ); তোমার উপরেই প্রভুত্ব (অসুরত্ব) নির্ভর করেছে, মিত্রের অনুরূপ তুমিও যজনীয় ॥২॥

ত্বং নো অগ্ন এষাং গয়ং পুষ্টিং চ বর্ধয়।
যে স্তোমেভিঃ প্র সূরয়ো নরো মঘান্যানশুঃ ॥৩॥

তুমি, হে অগ্নি, আমাদের জন্য এই সকলের আবাসকে এবং সমৃদ্ধিকে বর্ধিত কর; আমাদের প্রজাগণ এবং বীরগণ, যাঁরা প্রশস্তির দ্বারা সম্পদ লাভ করেছেন ॥৩॥

যে অগ্নে চন্দ্র তে গিরঃ শুম্ভন্ত্যশ্বরাধসঃ।
শুষ্মেভিঃ শুষ্মিণো নরো দিবশ্চিদ্ যেষাং বৃহৎ সুকীর্তির্বোধতি ত্মনা ॥৪॥

হে জ্যোতির্ময় অগ্নি! যাঁরা অশ্বরূপ সম্পদের অধিকারী তোমার উদ্দেশে (তাঁরা) স্তোত্রগুলির শোভা সম্পাদন করেন। তাঁরা স্বীয় শক্তির দ্বারা শক্তিমান, যাঁদের (কৃত) প্রশস্তি, আকাশের অপেক্ষায় ঊর্ধ্বোত্থিত (হয়ে থাকে), এবং তোমাকে নিজ মত অনুসারে জাগরিত করে ॥৪॥

তব ত্যে অগ্নে অর্চয়ো ভ্রাজন্তো যন্তি ধৃষ্ণুয়া।
পরিজ্মানো ন বিদ্যুতঃ স্বানো রথো ন বাজয়ুঃ ॥৫॥

হে অগ্নি, তোমার প্রজ্বলন্ত শিখাসকল দুর্ধর্ষভাবে বিচরণ করে, যেন পৃথিবী ভ্রমণকারী বিদ্যুৎ-প্রভা, বিজয়ের সম্পদলোভী রথের ন্যায় সেগুলি গর্জন করে ॥৫॥

নূ নো অগ্ন উতয়ে সবাধসশ্চ রাতয়ে।
অস্মাকাসশ্চ সূরয়ো বিশ্বা আশাস্তরীষণি ॥৬॥

হে অগ্নি, ইদানীং আমাদের সহায়তার জন্য আগমন কর, এবং কর্মোদ্যমীকে ধন দান কর। যেন আমাদের যজমানগণ পৃথিবীর সকল দিক জয় করেন ॥৬॥

ত্বং নো অগ্নে অঙ্গিরঃ স্তুতঃ স্তবান আ ভর।
হোতর্বিভাস্বহং রয়িং স্তোতৃভ্যঃ স্তবসে চ ন উতৈধি পৃৎসু নো বৃধে ॥৭॥

হে অগ্নি, অঙ্গিরস তুমি পূর্বকাল হতে স্তুত হয়েছ এবং বর্তমানেও স্তুতি প্রাপ্ত হয়ে থাক। বহুবিস্তৃত অথবা বলিষ্ঠকেও অভিভূত করে এমন সম্পদ প্রদান কর, তোমার স্তোতৃবৃন্দের জন্য এবং (তোমার) স্তুতিকারী আমাদের জন্য, হে হোতা! যুদ্ধকালে আমাদের শক্তিবর্ধনের জন্য আগমন কর ॥৭॥

(সূক্ত-১১)

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য সুতম্ভর ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

জনস্য গোপা অজনিষ্ট জাগৃবিরগ্নিঃ সুদক্ষঃ সুবিতায় নব্যসে।
ঘৃতপ্রতীকো বৃহতা দিবিস্পৃশা দ্যুমদ্ বি ভাতি ভরতেভ্যঃ শুচিঃ ॥১॥

সেই সদাজাগ্রত জনগণের রক্ষক, সুনিপুণ ও মহাবল অগ্নি জন্মলাভ করেছেন, নূতনতর কল্যাণের জন্য তাঁর আকৃতি ঘৃতলিপ্ত, সেই প্রদীপ্ত পবিত্র (অগ্নি) বিশেষভাবে আকাশচুম্বী বিপুল (শিখা দ্বারা) ভরতবংশীয় গণের জন্য জ্যোতি বিকীরণ করেন ॥১॥

যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পুরোহিতমগ্নিং নরস্ত্রিষধস্থে সমীধিরে।
ইন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং স বর্হিষি সীদন্নি হোতা যজথায় সুক্রতুঃ ॥২॥

যজ্ঞের পতাকাস্বরূপ, অগ্রভাগে স্থাপিত প্রধান(দেবতা) রূপে মানবগণ (ঋত্বিগগণ) অগ্নিকে তাঁর ত্রিস্তর আসনে প্রজ্বলিত করেছেন। ইন্দ্র ও অপর দেবগণের সঙ্গে একই রথে, সেই শোভনকর্মা দর্ভের উপরে হোতৃরূপে যজ্ঞসম্পাদনের উদ্দেশে আসন গ্রহণ করেন ॥২॥

অসংমৃষ্টো জায়সে মাত্রোঃ[১] শুচির্মন্দ্রঃ কবিরুদতিষ্ঠো বিবস্বতঃ।
ঘৃতেন ত্বাবর্ধয়ন্নগ্ন আহুত ধূমস্তে কেতুরভবদ্ দিবি শ্রিতঃ ॥৩॥

যদিও অ-সংস্কৃত, (তবু) তুমি জননীদ্বয় হতে পবিত্র রূপে জন্মগ্রহণ করে থাক; বিবস্বানের নিকট হতে তুমি আনন্দকর কবি অথবা মেধাবী রূপে উত্থিত হয়েছ। হে অগ্নি, তোমাকে ঘৃতযোগে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। হে আহুত দেবতা, তোমার ধূম পতাকার ন্যায় আকাশকে আশ্রয় করে থাকে ॥৩॥

১. মাত্রোঃ- দুই অরণিকাষ্ঠ।

অগ্নির্নো যজ্ঞমুপ বেতু সাধুয়া ঽগ্নিং নরো বি ভরন্তে গৃহেগৃহে[১]।
অগ্নির্দূতো অভবদ্ধব্যবাহনোঽগ্নিং বৃণানা বৃণতে কবিক্রতুম্ ।।৪।।

যেন অগ্নি সদয়ভাবে আমাদের যজ্ঞের প্রতি আগমন করেন, মানবগণ অগ্নিকে বহন করে প্রতি গৃহে গমন করেন। হব্যবহনকারী সেই অগ্নি দূত হয়েছিলেন, অগ্নিকে নির্বাচন করে মনুষ্যগণ বিশেষরূপে মেধাবীকেই নির্বাচন করে থাকেন ।।৪।।

১. গৃহেগৃহে— সর্বত্র অথবা এক বেদি হতে অন্য বেদিতে।

তুভ্যেদমগ্নে মধুমত্তমং বচস্তুভ্যং মনীষা ইয়মস্তু শং হৃদে।
ত্বাং গিরঃ সিন্ধুমিবাবনীর্মহীরা পৃণন্তি শবসা বর্ধয়ন্তি চ ।।৫।।

হে অগ্নি, তোমার জন্য (আমার) এই মধুরতম বাক্যাবলী (স্তুতি), তোমার জন্য এই অনুপ্রেরিত মতি যেন (তোমার) চিত্তে আনন্দকর হয়ে থাকে; স্তুতিসকল তোমাকে বলের দ্বারা পরিপূর্ণ করে যেমন বৃহৎ নদীগুলি করে থাকে সমুদ্রকে এবং তোমাকে অধিকতর বলবান করে তোলে ।।৫।।

ত্বামগ্নে অঙ্গিরসো গুহা হিতমন্ববিন্দঞ্ছিশ্রিয়াণং বনেবনে।
স জায়সে মথ্যমানঃ সহো মহৎ ত্বামাহুঃ সহসস্পুত্রমঙ্গিরঃ ।।৬।।

হে অগ্নি, অঙ্গিরসগণ সংগোপনে অবস্থিত তোমাকে বৃক্ষে বৃক্ষে আশ্রিত অবস্থায় অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সংঘর্ষণের ফলে তুমি প্রবল শক্তির সঙ্গে উৎপাদিত হয়েছিলে। হে অঙ্গিরস, তোমাকে বলের পুত্র নামে অভিহিত করা হয় ।।৬।।

(সূক্ত-১২)

অগ্নি দেবতা। সুতম্ভর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

প্রাগ্নয়ে বৃহতে যজ্ঞিয়ায় ঋতস্য বৃষ্ণে অসুরায় মন্ম।
ঘৃতং ন যজ্ঞ আস্যে সুপূতং গিরং ভরে বৃষভায় প্রতীচীম্ ।।১।।

যে অগ্নি মহান, যজ্ঞভাজন, চিরন্তনবিধিসকলের নিয়ন্ত্রক, অধীশ্বর, তাঁর প্রতি আমার মনীষাকে (নিবেদন) করি; আমি সেই বলবানের অভিমুখে আমার স্তুতিকে আনয়ন করি যেভাবে যজ্ঞের কালে তাঁর মুখের প্রতি পবিত্র ঘৃতকে আনয়ন করা হয় ।।১।।

ঋতং চিকিত্ব ঋতমিচ্চিকিদ্ধ্যৃতস্য ধারা অনু তৃন্ধি পূর্বীঃ।
নাহং যাতুং সহসা ন দ্বয়েন ঋতং সপাম্যরুষস্য বৃষ্ণঃ ।।২।।

হে সত্যনিষ্ঠ, তুমি শুধুমাত্র ন্যায়ের প্রতি অবধান করে থাক। চিরন্তন বিধিসকলের বহুবিধ ধারাকে তুমি অনুগমন করে থাক। আমি শক্তি দ্বারা, দ্বিচারিতা দ্বারা কোন মায়াবীকে (সহায়তা) করি না; আমি সেই রক্তবর্ণ বলবানের বিধিকে অনুসরণ করি ।।২।।

কয়া নো অগ্ন ঋতয়ন্নৃতেন ভুবো নবেদা উচথস্য নব্যঃ।
বেদা মে দেব ঋতুপা ঋতূনাং[১] নাহং পতিং সনিতুরস্য রায়ঃ ।।৩।।

হে অগ্নি, কোন সত্যের দ্বারা সত্য আচরণে রত অবস্থায় তুমি আমাদের নূতন প্রশস্তি বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে থাক? যে দেবতা ঋতুসমূহের আনুপূর্বিক রক্ষাকর্তা তিনি আমার বিষয়ে জ্ঞাত আছেন; আমি সেই সম্পদের অধিপতি ভিন্ন অপরকে জানি না ।।৩।।

১. ঋতূনাং ঋতুপাঃ— সূর্যরূপে অগ্নি ঋতুগুলির নিয়ামক।

কে তে অগ্নে রিপবে বন্ধনাসঃ কে পায়বঃ সনিষন্ত দ্যুমন্তঃ।
কে ধাসিমগ্নে অনৃতস্য পান্তি ক আসতো বচসঃ সন্তি গোপাঃ ।।৪।।

কোন জন, হে অগ্নি, তোমার শত্রুগণের সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ? কোন সমুজ্জ্বল রক্ষকগণ তাদের জন্য ধনসম্পদ বিজয়ে নিরত থাকবেন? কোন জন মিথ্যার উৎসস্থলকে রক্ষণ করবেন হে অগ্নি? অসত্য ভাষণের কোন কোন জন রক্ষাকর্তা বিদ্যমান থাকেন? ।।৪।।

টীকা—এখানে ঋষির বক্তব্য কোন দেবতাগণ তোমার এবং আমাদের শত্রুগণকে সমৃদ্ধ করেন, হে অগ্নি।

সখায়স্তে বিষুণা অগ্ন এতে শিবাসঃ সন্তো অশিবা অভূবন্।
অধূর্ষত স্বয়মেতে বচোভির্ঋজূয়তে বৃজিনানি ব্রুবন্তঃ ।।৫।।

তোমার সেই সকল মিত্র, হে অগ্নি, তোমার অভিমুখ হতে বিক্ষিপ্ত হয়েছেন, তাঁরা (পূর্বে) কল্যাণকর হলেও (বর্তমানে) অকল্যাণকর হয়েছেন। তাঁরা স্বকীয় বচনসমূহ দ্বারা নিজেদেরই ক্ষতিসাধন করেছেন, সদাচারীর প্রতি কুটিল ভাষণের দ্বারা ।।৫।।

যস্তে অগ্নে নমসা যজ্ঞমীট্ট ঋতং স পাত্যরুষস্য বৃষ্ণঃ।
তস্য ক্ষয়ঃ পৃথুরা সাধুরেতু প্রসর্স্রাণস্য নহুষস্য শেষঃ ॥৬॥

যিনি তোমার প্রতি প্রণতি সহ যজ্ঞে আবাহন প্রেরণ করেন, হে অগ্নি, (তিনি) সেই রক্তবর্ণ শক্তিমানের সত্যকে অবধারণ করেন। তাঁর আবাসস্থল বিস্তারিত (হয়) যেন সর্বত্র সঞ্চরণশীল নহূষের উত্তম সন্ততি এইস্থান অভিমুখে আগমন করেন ॥৬॥

(সূক্ত-১৩)

অগ্নি দেবতা। সুতম্ভর ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

অর্চন্তস্ত্বা হবামহে ঽর্চন্তঃ সমিধীমহি। অগ্নে অর্চন্ত উতয়ে ॥১॥

স্তুতি করতে করতে আমরা তোমাকে আবাহন করি; স্তুতি করতে করতে আমরা তোমাকে প্রজ্বলিত করি; স্তুতি করতে করতে, হে অগ্নি, তোমার সহায়তার জন্য ॥১॥

অগ্নেঃ স্তোমং মনামহে সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশঃ। দেবস্য দ্রবিণস্যবঃ ॥২॥

অগ্নির উদ্দেশে আমরা প্রশস্তি কথন করব, ইদানীং সেই গগনচুম্বীর জন্য (উদ্দেশ্য) সাধক (প্রশস্তি করব), সেই দেবতার জন্য, ধনের আকাঙ্ক্ষায় আমরা (প্রশস্তি করব) ॥২॥

অগ্নির্জুষত নো গিরো হোতা যো মানুষেষ্বা। স যক্ষদ্ দৈব্যং জনম্ ॥৩॥

অগ্নি, যিনি মানবগণের মধ্যে এইস্থানে হোতাস্বরূপ— তিনি আমাদের স্তুতি উপভোগ করেন— তিনি দেবতা সম্বন্ধী জনের প্রতি যজনা করবেন ॥৩॥

ত্বমগ্নে সপ্রথা অসি জুষ্টো হোতা বরেণ্যঃ। ত্বয়া যজ্ঞং বি তন্বতে ॥৪॥

হে অগ্নি, তুমি সুষ্ঠুভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছ, (তুমি) বরণীয় প্রীতিকর হোতা। তোমার মাধ্যমে যজ্ঞকে বিশেষভাবে বিস্তারিত করা হয় ॥৪॥

ত্বামগ্নে বাজসাতমং বিপ্রা বর্ধন্তি সুষ্টুতম্। স নো রাস্ব সুবীর্যম্ ॥৫॥

হে অগ্নি, তুমি শ্রেষ্ঠ শক্তিদাতা, শোভনভাবে স্তুত তোমাকে অনুপ্রেরিত কবিগণ প্রশস্তি করেন, আমাদের প্রচুর বীরযোদ্ধা দান কর ॥৫॥

অগ্নে নেমিররাঁ ইব দেবাঁস্ত্বং পরিভূরসি। আ রাধশ্চিত্রমৃঞ্জসে ॥৬॥

হে অগ্নি, চক্রনেমির ন্যায় তুমি দেবগণকে বেষ্টিত করে বিদ্যমান থাক; তোমার জ্যোতির্ময় বদান্যতার প্রতি আমি যেন উপস্থিত হতে পারি ॥৬॥

(সূক্ত-১৪)

অগ্নি দেবতা। সুতম্ভর আত্রেয় ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

অগ্নিং স্তোমেন বোধয় সমিধানো অমর্ত্যম্। হব্যা দেবেষু নো দধৎ ॥১॥

অমরণধর্মা অগ্নিকে প্রশস্তির মাধ্যমে জাগরিত কর। সম্যক প্রজ্বলিত তিনি আমাদের হব্য সকলকে দেবগণের প্রতি স্থাপনা করবেন ॥১॥

তমধ্বরেষ্বীলতে দেবং মর্তা অমর্ত্যম্। যজিষ্ঠং মানুষে জনে ॥২॥

তাঁকে, সেই অমর দেবতাকে মরণশীল (মানব)গণ স্তুতি করে থাকেন, যিনি যজ্ঞসমূহে মানব সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজনীয় ॥২॥

তং হি শশ্বন্ত ঈলতে স্রুচা দেবং ঘৃতশ্চুতা। অগ্নিং হব্যায় বোল্হবে ॥৩॥

তাঁকে সেই অগ্নি দেবতাকে সকলে নিয়ত ঘৃতস্রাবী স্রুক্[১] সহযোগে স্তুতি করেন; হবিঃ সমূহ বহন করার জন্য ॥৩॥

১. স্রুক্— যজ্ঞে ব্যবহৃত পাত্র— হাতা।

অগ্নির্জাতো অরোচত ঘ্নন্ দস্যূঞ্জ্যোতিষা তমঃ। অবিন্দদ্ গা অপঃ স্বঃ ॥৪॥

অগ্নি জন্মমাত্রেই দীপ্তিমান হয়েছিলেন তাঁর জ্যোতির মাধ্যমে দস্যুগণকে ও অন্ধকারকে বিনাশ করে; তিনি গাভীযূথ, জলরাশি এবং সূর্যকে জ্ঞাত করেছিলেন ॥৪॥

অগ্নিমীলেন্যং কবিং ঘৃতপৃষ্ঠং সপর্যত। বেতু মে শৃণবদ্ধবম্ ॥৫॥

পূজনীয়, ক্রান্তদর্শী, উপরিভাগে ঘৃতসিক্ত সেই অগ্নিকে পরিচর্যা কর। সেই অগ্নি যেন আমার আহ্বান শ্রবণ করেন এবং (তার প্রতি) আগমন করেন ॥৫॥

অগ্নিং ঘৃতেন বাবৃধুঃ স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণিম্। স্বাধীভির্বচস্যুভিঃ ॥৬॥

অগ্নিকে, সকল মানবগোষ্ঠীর অধিপতিকে তাঁরা (ঋত্বিগ গণ) ঘৃতসহযোগে এবং সুষ্ঠু অনুপ্রেরণাযুক্ত ও বাগ্মিতাসমন্বিত প্রশস্তিসকল যোগে বর্ধিত করেছেন ॥৬॥

অনুবাক-২

(সূক্ত-১৫)

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার অপত্য ধরুণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

**প্র বেধসে কবয়ে বেদ্যায় গিরং ভরে যশসে পূর্ব্যায়।
ঘৃতপ্রসত্তো অসুরঃ সুশেবো রায়ো ধর্তা ধরুণো বস্বো অগ্নিঃ ॥১॥**

সেই (নীতির) বিধায়ক, জ্ঞানী এবং সুবিজ্ঞেয়, সুপ্রাচীন বহুখ্যাত (অগ্নির) উদ্দেশে আমি স্তুতি প্রণয়ন করি। সেই অনুকূল প্রভু অগ্নি ঘৃতের উপরে আসীন, সম্পদের ধারক এবং উত্তম (দ্রব্যাদিরও) পোষণকারী ॥১॥

**ঋতেন ঋতং ধরুণং ধারয়ন্ত যজ্ঞস্য শাকে পরমে ব্যোমন্।
দিবো ধর্মন্ ধরুণে সেদুষো নৃঞ্জাতৈরজাতাঁ অভি যে ননক্ষুঃ[১] ॥২॥**

তাঁরা (ঋত্বিগ গণ) সত্যের সাহায্যে ধারক ন্যায়কে ধারণ করেন, যজ্ঞের মাধ্যমে, স্বর্গের উচ্চতম স্তরে; এবং যে শ্রেষ্ঠ নরগণ (দেবতারা), স্বর্গের দৃঢ়ভিত্তিমূলের উপরে ধারণ করার জন্যই আসীন হয়েছেন, যাঁরা জাত মনুষ্যগণের সঙ্গে অজাতগণের অভিমুখে উপস্থিত হয়েছেন ॥২॥

১. যে অভিননক্ষুঃ— আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাঁরা ঋত্বিকদের সাহায্যে অন্তরিক্ষে উন্নীত হয়েছেন।

**অংহোযুবস্তন্বতে বি বয়ো মহদ্ দুষ্টরং পূর্ব্যায়।
স সংবতো নবজাতস্তুতুর্যাৎ সিংহং ন ক্রুদ্ধমভিতঃ পরি ষ্ঠুঃ ॥৩॥**

তাঁরা পাপকে বিদূরিত করে (অগ্নির) শরীরকে প্রসারিত করতে থাকেন। এবং বিপুল অন্ন ও দুর্বার শক্তিকে সেই প্রাচীন অগ্নির জন্য (আনয়ন করেন)। সদ্যোজাত অবস্থাতেও তিনি (অগ্নিকুণ্ডের অথবা শত্রুদের) সীমা অতিক্রম করতে পারেন কিন্তু সকলে তাঁকে চতুর্দিকে বেষ্টন করে থাকে যেমন ক্রুদ্ধ সিংহকে (বেষ্টন করা হয়) ॥৩॥

**মাতেব যদ্ ভরসে পপ্রথানো জনংজনং ধায়সে চক্ষসে চ।
বয়োবয়ো জরসে যদ্ দধানঃ পরি ত্মনা বিষুরূপো জিগাসি ॥৪॥**

বিস্তারিত হতে হতে তুমি, জননীর ন্যায় প্রত্যেক মানবকেই পোষণ করার জন্য, দর্শন করার জন্য ধারণ করে থাক। এবং তোমার সম্পূর্ণ ক্ষমতাকে বিধৃত করে তুমি যখন পরিভ্রমণ করতে থাক তখন স্বয়ং বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়ে থাক ॥৪॥

**বাজো নু তে শবসস্পাত্বন্তমুরুং দোঘং ধরুণং দেব রায়ঃ।
পদং ন তায়ুর্গুহা দধানো মহো রায়ে চিতয়ন্নত্রিমস্পঃ ॥৫॥**

যেন হে দেব, তোমার তেজ তোমার শক্তির পরিসীমাকে রক্ষা করে, যখন তোমার বিস্তৃত প্রবাহ সম্পদকে বহন করে থাকে, তুমি পদচিহ্ন গোপনকারী তস্করের ন্যায় (অবস্থান করে) প্রভূত ধনলাভের জন্য অত্রিকে প্রশিক্ষণের দ্বারা সহায়তা করেছিলে ॥৫॥

টীকা—সূত্রার্থ—অস্বচ্ছ— wilson.

(সূক্ত-১৬)

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য পূরু ঋষি। অনুষ্টুপ, পংক্তি ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

**বৃহদ্ বয়ো হি ভানবে ঽর্চা দেবায়াগ্নয়ে।
যং মিত্রং ন প্রশস্তিভির্মর্তাসো দধিরে পুরঃ ॥১॥**

আলোক দীপ্তির মধ্যে প্রভূত বল (সন্নিহিত আছে), তাই অগ্নির, দেবতার প্রতি স্তুতি কর। যাঁকে মানবগণ প্রশস্তি দ্বারা অগ্রভাগে মিত্রের ন্যায় স্থাপিত করেছেন ॥১॥

স হি দ্যুভির্জনানাং হোতা দক্ষস্য বাহ্বোঃ[১]।
বি হব্যমগ্নিরানুষগ্‌ভগো ন বারমৃণ্বতি ॥২॥

সেই অগ্নি দিনে দিনে সুনিপুণ হস্তের (কারণে) মানবগণের হোতৃস্বরূপ, তিনি আনুপূর্বিকভাবে হব্য বহন করে থাকেন যেমনভাবে ভগ করেন প্রার্থিত সম্পদকে ।।২।।

১. দক্ষস্য বাহ্বোঃ—ঋত্বিক সুলভ দক্ষতা ও নিষ্ঠার কারণে।

অস্য স্তোমে মঘোনঃ সখ্যে বৃদ্ধশোচিষঃ।
বিশ্বা যস্মিন্ তুবিষ্বণি সমর্যে শুষ্মমাদধুঃ ॥৩॥

এই উদার দাতার প্রতি স্তুতি এবং পূর্ণতেজে দীপ্যমান এই দেবতার প্রতি আনুকূল্যবশত সেই উচ্চস্বরে গর্জনরত বন্ধুর প্রতি সকলে (মানবগণ) সম্পূর্ণ শক্তি স্থাপন করেছেন ।।৩।।

অ হ্যগ্ন এষাং সুবীর্যস্য মংহনা।
তমিদ্ যহ্বং ন রোদসী পরি শ্রবো বভূবতুঃ ॥৪॥

অতএব হে অগ্নি, এই (স্তোতৃবৃন্দের) প্রতি অপর্যাপ্ত সুষ্ঠু বীর-সমৃদ্ধ দান কর, দ্যুলোক ও ভূলোক, সেই তরুণতরকে অবশ্যই খ্যাতির দ্বারা অতিক্রম করতে পারে না ।।৪।।

নূ ন এহি বার্যমগ্নে গৃণান আ ভর।
যে বয়ং যে চ সূরয়ঃ স্বস্তি ধামহে সচোতৈধি পৃৎসু নো বৃধে ॥৫॥

হে অগ্নি, শীঘ্র আমাদের অভিমুখে আগমন কর এবং স্তূয়মান (অগ্নি), আকাঙ্ক্ষিত ধন দান কর, যেন আমরা এবং আমাদের যজমান অথবা বীরগণ একত্রিতভাবে সকলের কল্যাণকে উপভোগ করতে পারি। এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের শক্তিবর্ধনের জন্য যেন তুমি উপস্থিত থাক ।।৫।।

(সূক্ত-১৭)

অগ্নি দেবতা। পূরু ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

আ যজ্ঞৈর্দেব মর্ত্য ইত্থা তব্যাংসমূতয়ে।
অগ্নিং কৃতে স্বধ্বরে পূরুরীলীতাবসে ॥১॥

হে দেব, কোন মানব তার যজ্ঞসমূহের মাধ্যমে এইভাবে তেজোদীপ্তকে তার অভিমুখে সাহায্যের জন্য (আহ্বান করে থাকে); সহায়তার জন্যই পুরু অগ্নিকে সুষ্ঠু যজ্ঞ সম্পাদনার পরে স্তুতি করছেন ।।১।।

অস্য হি স্বয়শস্তর আসা বিধর্মন্ মন্যসে।
তং নাকং চিত্রশোচিষং মন্দ্রং পরো মনীষয়া ।।২।।

তাঁর (সূর্যের?) প্রতি তোমাকেই স্বকীয় প্রভার কারণে দীপ্তিমত্তর বোধ হয়, সেই সমুজ্বল দীপ্তিময় দ্যুলোক, অনুপ্রেরিত চিন্তার তুলনায় অধিক সুখকর ।।২।।

অস্য বাসা উ অর্চিষা য আয়ুক্ত তুজা গিরা।
দিবো ন যস্য রেতসা বৃহচ্ছোচন্ত্যর্চয়ঃ ॥৩॥

নিশ্চিতরূপে তাঁরই প্রভায় এইরূপ ঘটেছে, উদ্দীপক স্তুতির দ্বারা যিনি প্রণোদিত হয়েছেন, যাঁর প্রভাসমূহ ঊর্ধ্বদেশে প্রকাশিত হয় যেন স্বর্গীয় ধাতু হতে উৎপন্ন হয়েছে ।।৩।।

টীকা—অস্য অর্চিষা— সূর্য কেবলমাত্র অগ্নির দ্বারাই আলোকিত হয়ে থাকেন।

অস্য ক্রত্বা বিচেতসো দস্মস্য বসু রথ আ।
অধা বিশ্বাসু হব্যো ঽগ্নির্বিক্ষু প্র শস্যতে ॥৪॥

এই বিচক্ষণ অদ্ভুত কর্মারই ইচ্ছানুসারে এই রথ (যজ্ঞস্থল) উত্তম সম্পদে পরিপূর্ণ; অনন্তর সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে অগ্নিকে আহ্বানযোগ্য বলা হয়, স্তুতি করা হয় ।।৪।।

নূ ন হদ্ধি বার্যমাসা সচন্ত সূরয়ঃ।
ঊর্জো নপাদভিষ্টয়ে পাহি শগ্ধি স্বস্তয় উতৈধি পৃৎসু নো বৃধে ॥৫॥

যখন প্রার্থিত ধন এখন কেবলমাত্র আমাদেরই, (আমাদের) বীরগণ মৌখিক (স্তোত্রকেই) অনুসরণ করবেন। আমাদের কল্যাণের জন্য রক্ষা কর। হে পুষ্টি/বলের পুত্র! তোমার সহায়তা দাও; যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের শক্তি বর্ধনের জন্য যেন তুমি উপস্থিত থাক ।।৫।।

(সূক্ত-১৮)

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য মৃক্তবাহ দ্বিত ঋষি। অনুষ্টুপ্,পংক্তি ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

প্রাতরগ্নিঃ পুরুপ্রিয়ো বিশঃ স্তবেতাতিথিঃ।
বিশ্বানি যো অমর্ত্যো হব্যা মর্তেষু রণ্যতি ॥১॥

প্রত্যুষকালে অত্যন্তপ্রিয়, জনগোষ্ঠী সকলের অতিথিস্বরূপ অগ্নি যেন স্তুতি লাভ করেন, যে অমরণধর্মী মর্ত্যমানবগণের আনীত হবিঃ সকলের যোগে আনন্দিত হয়ে থাকেন ।।১।।

দ্বিতায় মৃক্তবাহসে স্বস্য দক্ষস্য মংহনা ।
ইন্দুং স ধত্ত আনুষক্ স্তোতা চিৎ তে অমর্ত্য ॥২॥

যে দ্বিত নিজের শক্তির নিপুণতায় দোষদুষ্ট হবিঃ বহন করে নিয়ে যায় তার জন্য, তোমার স্তোতা ক্রমানুসারে নিশ্চিতরূপেই সোমবিন্দুসকল প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, হে অমর দেব ।।২।।

টীকা—Wilson সায়ণের ভাষ্যানুসারে অনুবাদ করেছেন— শুদ্ধ হবির বাহক দ্বিতের প্রতি তোমার স্বকীয় শক্তি দান করতে (উৎসাহী হও)। কিন্তু মৃক্তবাহস শব্দের অর্থ অশুদ্ধ বা দুষ্ট দানের বাহক।

তং বো দীর্ঘায়ুশোচিষং গিরা হুবে মঘোনাম্ ।
অরিষ্টো যেষাং রথো ব্যশ্বদাবন্নীয়তে ॥৩॥

ধনদাতা তোমাদের জন্য আমি বাক্যাবলী দ্বারা সেই চিরায়ত জীবৎকালব্যাপী দীপ্তিমানকে আহ্বান করি, যাঁর অক্ষত রথ দ্রুতগমন করে, হে অশ্ব দাতা(প্রভু), ।।৩।।

টীকা—অরিষ্টঃ রথঃ— অগ্নি যিনি হব্য বহন করেন।

চিত্রা বা যেষু দীধিতিরাসন্নুক্‌থা পান্তি যে।
স্তীর্ণং বর্হিঃ স্বর্ণরে শ্রবাংসি দধিরে পরি ॥৪॥

অথবা যাদের মধ্যে বহুবিধ উজ্জ্বল মনীষা (অবস্থান করে), যাঁরা (স্তোতার) মুখ মধ্যে স্তুতিসমূহকে রক্ষণ করেন, এবং সেই সূর্য প্রভ প্রভুর (অগ্নির) নিকটে বর্হিঃ ছেদন করেন (নিজেদের), তাঁরা যশোবেষ্টিত করেছেন ।।৪।।

যে মে পঞ্চাশতং দদুরশ্বানাং সধস্তুতি ।
দ্যুমদগ্নে মহি শ্রবো বৃহৎ কৃধি মঘোনাং নৃবদমৃত নৃণাম্ ॥৫॥

যাঁরা আমাকে আমাদের যুগপৎ(কৃত) স্তুতির জন্য পঞ্চাশৎ সংখ্যক অশ্বদান করেছেন, সেই বদান্য মানবগণের জন্য, হে অগ্নি, সমুজ্জ্বল মহৎ খ্যাতির বিধান কর, বহুবীরসমৃদ্ধ মহৎ খ্যাতি, হে অমর (অগ্নি)! ।।৫।।

(সূক্ত-১৯)

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য বব্রি ঋষি। গায়ত্রী,অনুষ্টুপ্,বিরাট ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

অভ্যবস্থাঃ প্র জায়ন্তে প্র বব্রের্বব্রিশ্চিকেত। উপস্থে মাতুর্বি চষ্টে ॥১॥

এক স্থিতি হতে অপর স্থিতির সৃষ্টি হয়। (কাষ্ঠাদির) আবরণ হতে একটি আবরণ (ধূম) দৃশ্যমান হয়। মাতার ক্রোড়ে স্থিত হয়ে তিনি অবলোকন করেন ।।১।।

টীকা—সায়ণভাষ্যে বব্রি(আবরণ)- শব্দটিকে ঋষিনাম অর্থে নেওয়া হয়েছে। মাতা অরণি।

জুহুরে বি চিতয়ন্তো হনিমিষং নৃম্ণং পান্তি।
আ দৃল্হাং পুরং বিবিশুঃ ॥২॥

বিবেচনাপূর্বক তাঁরা (বিবিধ হব্য) আহুতি দিয়ে থাকেন, অতন্দ্রভাবে অথবা অক্ষয়ভাবে তাঁর বলকে রক্ষা করেন, তাঁরা সুরক্ষিত পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন ।।২।।

আ শ্বৈত্রেয়স্য জন্তবো দ্যুমদ্ বর্ধন্ত কৃষ্টয়ঃ ।
নিষ্কগ্রীবো বৃহদুক্‌থ এনা মধ্বা ন বাজয়ুঃ ॥৩॥

শ্বৈত্রেয়র নিকটজনেরা, তাঁর সকল অনুগামীরা খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধি লাভ করেছেন। কণ্ঠে স্বর্ণালংকার (শোভিত) বৃহদুক্‌থ যেন এই সোমের মাধ্যমেই সম্পদের সন্ধান করছেন ।।৩।।

টীকা— prof Ludwig এখানে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্বিত্রার পুত্র- শ্বৈত্রেয় ও তাঁর সঙ্গীরা জয়লাভ করেছেন এবং তাঁর পুরোহিত বৃহদুক্‌থ সোমযাগ সম্পাদন করার জন্য স্বর্ণালংকারে পুরস্কৃত হয়েছেন। সায়ণের ভাষ্যে কিন্তু শ্বৈত্রেয়= অগ্নি, বৃহদুক্‌থ= বিপুলভাবে স্তুতি করা।

প্রিয়ং দুগ্ধং[1] ন কাম্যমজামি জাম্যোঃ সচা।
ঘর্মো ন বাজজঠরো ঽদব্ধঃ শশ্বতো দভঃ ॥৪॥

আমি যেন সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দুগ্ধ, ভগ্নীদ্বয়ের যা প্রিয়, আনয়ন করি; তিনি যেন উত্তপ্ত দুগ্ধপূর্ণ পাত্রের ন্যায় যার উদরে সম্পদ (রক্ষিত), অবিজিত, এবং সকলকে অভিভবকারী ॥৪॥

১. প্রিয়ং দুগ্ধম্ ইত্যাদি— স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রিয় সোম।

ক্রীলন্ নো রশ্ম আ ভুবঃ সং ভস্মনা বায়ুনা বেবিদানঃ।
তা অস্য সন্ ধৃষজো ন তিগ্মাঃ সুসংশিতা বক্ষ্যো বক্ষণেস্থাঃ ॥৫॥

হে আলোকরশ্মি, তুমি (নিজেকে) চঞ্চল বায়ুর সাহচর্যে সম্যক জ্ঞাত হতে হতে ক্রীড়াভরে আমাদের প্রতি আগমন কর। সেই সকল সুতীক্ষ্ণ শিখাকে নিক্ষেপ কর যেমন দুর্ধর্ষ যোদ্ধৃবর্গ তাদের তীক্ষ্ণ (অস্ত্রকে করে থাকে), (শত্রুর) বক্ষদেশের প্রতি ॥৫॥

টীকা—শ্লোকের অর্থ অস্পষ্ট।

(সূক্ত-২০)

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য প্রযস্বন্তগণ ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৪।

যমগ্নে বাজসাতম ত্বং চিন্ মন্যসে রয়িম্।
তং নো গীর্ভিঃ শ্রবায্যং দেবত্রা পনয়া যুজম্ ॥১॥

হে অগ্নি, তুমি বিজিতসম্পদের সর্বোত্তম বিজেতা; তুমিও যে ধনকে (উৎকৃষ্ট) বিবেচনা কর সেই আমাদের সম্পর্কিত ধনকে আমি দেবগণের নিকটে স্তুতির দ্বারা, খ্যাতিযোগ্যরূপে প্রশংসা করব ॥১॥

টীকা— এই সূক্তের ঋষি প্রয়স্বৎ নামে একাধিক জন, যাঁরা হবিঃ আনয়ন করেন।

যে অগ্নে নেরয়ন্তি তে বৃদ্ধা উগ্রস্য শবসঃ।
অপ দ্বেষো অপ হ্বরো ঽন্যব্রতস্য সশ্চিরে ॥২॥

হে অগ্নি, যাঁরা সমৃদ্ধ হয়েও তোমার প্রবল শক্তির প্রতি (স্তুতি অথবা হবিঃ) প্রেরণ করেন না তাঁরা ভিন্নধর্মী বেদবিরোধীগণের অপকারী বিরোধ ও হিংসাকে প্ররোচিত করে থাকে ॥২॥

হোতারং ত্বা বৃণীমহে ঽগ্নে দক্ষস্য সাধনম্।
যজ্ঞেষু পূর্ব্যং গিরা প্রয়স্বন্তো হবামহে ॥৩॥

হে অগ্নি, তোমাকে হোতৃরূপে (আমরা) বরণ করি, তুমি আমাদের নৈপুণ্যের সম্পাদক। আনন্দকর হব্যসমূহ বহন করতে করতে আমরা যজ্ঞের প্রধান তোমাকে স্তুতি দ্বারা আবাহন করি ॥৩॥

ইত্থা যথা ত উতয়ে সহসাবন্ দিবেদিবে।
রায় ঋতায় সুক্রতো গোভিঃ ষ্যাম সধমাদো বীরৈঃ স্যাম সধমাদঃ ॥৪॥

এইপ্রকারে তোমার সহায়তার জন্য, যেমন আমরা প্রতিদিন প্রচেষ্টা করি, হে বলবান সম্পদের জন্য, সত্যবিধির জন্য, হে মহাজ্ঞানি! আমরা পশুধনের সঙ্গে (প্রাপ্ত হয়ে) হর্ষ উপভোগ করব, আমরা [1]বীরগণের সঙ্গে সঙ্গে হর্ষ উপভোগ করব ॥৪॥

১. বীরগণ— বীর বংশধর।

(সূক্ত-২১)

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য সস ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৪।

মনুষ্বৎ ত্বা নি ধীমহি মনুষ্বৎ সমিধীমহি।
অগ্নে মনুষ্বদঙ্গিরো দেবান্ দেবয়তে যজ ॥১॥

মনুর অনুরূপ তোমাকে আমরা স্থাপনা করি, মনুর অনুরূপ (তোমাকে) প্রজ্বলিত করি; হে অগ্নি, অঙ্গিরস মনুর ন্যায় দেবতা অনুরাগীর জন্য দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ সম্পাদন কর ॥১॥

ত্বং হি মানুষে জনে ঽগ্নে সুপ্রীত ইধ্যসে।
স্রুচস্ত্বা যন্ত্যানুষক্ সুজাত সর্পিরাসুতে ॥২॥

যে হেতু, হে অগ্নি, অত্যন্ত প্রীত অবস্থায় তুমি মানবগণের মধ্যে প্রজ্বলিত হয়ে থাক। তোমার প্রতি ক্রমানুসারে স্রুক্‌সমূহ গমন করে, হে শোভনভাবে সমুদ্ভূত, ঘৃতপায়িন্ ।।২।।

ত্বাং বিশ্বে সজোষসো দেবাসো দূতমক্রত ।
সপর্যন্তস্ত্বা কবে যজ্ঞেষু দেবমীলতে ॥৩॥

সকল দেবগণ সম্মিলিতভাবে তোমাকেই দূত (নির্বাচন) করেছেন। হে ক্রান্তদর্শিন্ যজ্ঞকালে পরিচর্যারত মানবগণ তোমাকেই, দেবতারূপে স্তুতি করেন ।।৩।।

দেবং বো দেবযজ্যয়া ঽগ্নিমীলীত মর্ত্যঃ।
সমিদ্ধঃ শুক্র দীদিহ্যৃতস্য যোনিমাসদঃ সসস্য[১] যোনিমাসদঃ ॥৪॥

মানবগণ যেন দেবতাদের প্রতি যজ্ঞদ্বারা দেবতা তোমাকে, অগ্নিকেই স্তুতি করে। হে দীপ্যমান, সম্যক প্রজ্বলিত হয়ে দ্যুতি বিকীর্ণ কর। সত্যের উৎপত্তিস্থানে (যজ্ঞবেদিতে) আসন গ্রহণ কর। শস্যের উদ্ভবস্থানে আসন গ্রহণ কর ।।৪।।

১. সসস্য— কবি সসের যজ্ঞস্থানে।—সায়ণভাষ্য

(সূক্ত-২২)

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য বিশ্বসামা ঋষি। অনুষ্টুপ, পংক্তি ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৪।

প্র বিশ্বসামন্নত্রিবদর্চা পাবকশোচিষে ।
যো অধ্বরেষ্বীড্যো হোতা মন্দ্রতমো বিশি ॥১॥

হে বিশ্বসামন্! অত্রির ন্যায় তাঁকেই স্তুতি কর যিনি শুদ্ধিকর দীপ্তির অধিকারী; সকল যজ্ঞে যিনি স্তবনীয়, যিনি হোতৃরূপে মানবগণের মধ্যে সর্বোত্তম আনন্দকর ।।১।।

ন্যগ্নিং জাতবেদসং দধাতা দেবমৃত্বিজম্ ।
প্র যজ্ঞ এত্বানুষগদ্যা দেবব্যচস্তমঃ ॥২॥

যিনি দেবতা, যিনি ঋত্বিক সেই জাতবেদা অগ্নিকে সংস্থাপিত কর। অদ্য যেন যথাবিহিতভাবে যজ্ঞ অগ্রসর হতে থাকে, সকল দেবতাকে সর্বাধিকভাবে সম্পৃক্ত করে ।।২।।

চিকিত্বিন্মনসং ত্বা দেবং মর্তাস উতয়ে ।
বরেণ্যস্য তেঽবস ইয়ানাসো অমন্মহি ॥৩॥

অবহিতচিত্ত তোমার নিকট, দেবতার নিকট সকল মর্ত্যবাসী সহায়তার জন্য, আগমন করে। তোমার শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহের বিষয়ে আমরা সাহায্যের প্রার্থনায় স্তুতি করতে থাকি ।।৩।।

অগ্নে চিকিদ্ধ্যস্য ন ইদং বচঃ সহস্য ।
তং ত্বা সুশিপ্র দম্পতে স্তোমৈর্বর্ধন্ত্যত্রয়ো গীর্ভিঃ শুম্ভন্ত্যত্রয়ঃ ॥৪॥

হে অগ্নি, আমাদের এই (স্তুতির) প্রতি মনঃ সংযোগ কর— হে বলবান, এই আমাদের বচনসকল। অত্রি(বংশীয়)গণ তাদের প্রশস্তি দ্বারা তোমাকে সমৃদ্ধ করে, হে শোভন হনু অথবা শিরস্ত্রাণ সমন্বিত (অগ্নি), হে গৃহের অধিপতি, অত্রিগণ তোমাকে বাক্যযোগে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে থাকে ।।৪।।

(সূক্ত-২৩)

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপস্য দ্যুম্ন ঋষি। অনুষ্টুপ, পংক্তি ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৪।

অগ্নে সহন্তমা ভর দ্যুম্নস্য প্রাসহা রয়িম্।
বিশ্বা যশ্চর্ষণীরভ্যাসা বাজেষু সাসহৎ ॥১॥

তোমার দ্যুতির প্রকৃষ্ট তেজের মাধ্যমে, হে অগ্নি, বিজয়বর্ধক সম্পদ আনয়ন কর। যে সম্পদ আমাদের মুখ (নিঃসৃত বাক্য) দ্বারা সমস্ত মানবজাতিকে যুদ্ধকালে পরাভূত করে ।।১।।

তমগ্নে পৃতনাষহং রয়িং সহস্ব আ ভর।
ত্বং হি সত্যো অদ্ভুতো দাতা বাজস্য গোমতঃ ॥২॥

হে বলবান অগ্নি, সেই যুদ্ধকালে জয়যোগ্য সম্পদ আমাদের জন্য আহরণ কর। কারণ, তুমিই যথার্থ এবং গো-ধনের অব্যর্থ দাতা ।।২।।

বিশ্বে হি ত্বা সজোষসো জনাসো বৃক্তবর্হিষঃ।
হোতারং সদ্মসু প্রিয়ং ব্যন্তি বার্যা পুরু ॥৩॥

কারণ, সম্মিলিতচিত্তে সকল মানব, যারা দর্ভ ছেদন করেছে ও আস্তৃত করেছেন তাঁরা তোমাকে (তাঁদের) প্রিয় হোতাকে, আসন সমূহে (যজ্ঞবেদিসমূহে) আকাঙ্ক্ষিত প্রভূত সম্পদের জন্য অনুরোধ করেন ।।৩।।

স হি ষ্মা বিশ্বচর্ষণিরভিমাতি সহো দধে।
অগ্ন এষু ক্ষয়েষ্বা রেবন্নঃ শুক্র দীদিহি দ্যুমৎ পাবক দীদিহি ।।৪।।

কারণ, সকল মানবের (প্রভু) তিনি, শত্রুগণের অভিভবকারী শক্তি ধারণ করেন; হে অগ্নি, এই সকল গৃহে গৃহে আমাদের সমৃদ্ধির জন্য প্রভূত দীপ্তি বিতরণ কর, হে প্রদীপ্ত দেবতা! উজ্জ্বল ভাবে দীপ্তি বিতরণ কর, হে পবিত্র, ।।৪।।

(সূক্ত-২৪)

অগ্নি দেবতা। বন্ধু, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু, বিপ্রবন্ধু, এ চার জন ঋষিগণ।
দ্বিপদা বিরাট ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৪।

অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভবা বরূথ্যঃ।
বসুরগ্নির্বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি দ্যুমত্তমং রয়িং দাঃ ।।১-২।।

হে অগ্নি, যেন তুমি আমাদের নিকটতম এবং অনুকূল ত্রাণকর্তা হয়ে থাক, এবং কল্যাণকর বর্মের ন্যায় রক্ষা কর ।।১।।

শ্রেষ্ঠ অগ্নি তুমি সম্পদের জন্য খ্যাতিমান। তুমি আমাদের সমীপে আগমন কর এবং আমাদের সর্বাধিক সমুজ্জ্বল ধন দাও যা ।।২।।

স নো বোধি শ্রুধী হবমুরুষ্যা ণো অঘায়তঃ সমস্মাৎ।
তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ ।।৩-৪।।

অতএব আমাদের প্রতি অবধান কর; আমাদের এই আবাহন শ্রবণ কর, দুরভিসন্ধি সম্পন্ন মানুষের নিকট হতে আমাদের দূরে রাখ ।।৩।।

অতএব হে সমুজ্জ্বলতম, জ্যোতির্ময় দেবতা, তোমার নিকটে আমরা বন্ধুগণের প্রতি অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করি ।।৪।।

(সূক্ত-২৫)

অগ্নি দেবতা। আত্রেয় অপত্য বসুয়ু নামক ঋষিগণ। অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

অচ্ছা বো অগ্নিমবসে দেবং গাসি স নো বসুঃ।
রাসৎ পুত্র ঋষূণামৃতাবা পর্ষতি দ্বিষঃ ।।১।।

তোমাদের সবার জন্য আমি দেবতার, অগ্নির অভিমুখে সহায়তার উদ্দেশে স্তুতি করি, তিনি আমাদের প্রতি মঙ্গলময়। রশ্মিসমূহের পুত্র, যেন সম্পদ প্রদান করেন এবং সত্যনিষ্ঠ তিনি যেন বিদ্বেষ হতে সমুদ্ধার করেন ।।১।।

স হি সত্যো যং পূর্বে চিদ্ দেবাসশ্চিদ্ যমীধিরে।
হোতারং মন্দ্রজিহ্বমিৎ সুদীতিভির্বিভাবসুম্ ।।২।।

কারণ, তিনিই যথার্থ ঋত; যাঁকে পূর্বজগণ এবং স্বয়ং দেবগণও সম্যক প্রজ্বলিত করেছিলেন। তিনি আহ্লাদক-জিহ্বার অধিকারী হোতা, যিনি উজ্জ্বল কিরণের মাধ্যমে দীপ্তিময় সম্পদ ধারণ করে থাকেন ।।২।।

স নো ধীতী বরিষ্ঠয়া শ্রেষ্ঠয়া চ সুমত্যা।
অগ্নে রায়ো দিদীহি নঃ সুবৃক্তিভির্বরেণ্য ।।৩।।

তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার দ্বারা এবং সর্বোত্তম অনুকূলবুদ্ধি-যোগে, হে বরণীয় অগ্নি, শোভন কৃত প্রশস্তি সকলের কারণে সম্পদ (প্রদান করে) আমাদের উজ্জ্বল কর ।।৩।।

অগ্নির্দেবেষু রাজত্যগ্নির্মর্তেষ্বাবিশন্।
অগ্নির্নো হব্যবাহনো ঽগ্নিং ধীভিঃ সপর্যত ।।৪।।

অগ্নি দেবগণের মধ্যে রাজাস্বরূপ এবং তিনি মর্ত্যবাসীগণের মধ্যেও প্রবেশ করে থাকেন। অগ্নি আমাদের হব্যাদির বাহক, অগ্নিকে মনীষার মাধ্যমে পরিচর্যা কর ।।৪।।

অগ্নিস্তুবিশ্রবস্তমং তুবিব্রহ্মাণমুত্তমম্।
অতূর্তং শ্রাবয়ৎপতিং পুত্রং দদাতি দাশুষে ।।৫।।

অগ্নি তাঁর (হবিঃ) দাতা যজমানকে পুত্র দান করেন, যে পুত্র অত্যন্ত প্রথিতযশা এবং প্রগাঢ় নিষ্ঠাসম্পন্ন, সর্বদা অজেয়, এবং নিজ প্রভুকে যে যশঃ সম্পন্ন করে ।।৫।।

অগ্নির্দদাতি সৎপতিং সাসাহ যো যুধা নৃভিঃ।
অগ্নিরত্যং রঘুষ্যদং জেতারমপরাজিতম্ ॥৬॥

বসতিসমূহের যে দলনায়ক তাঁর জনগণ সহ যুদ্ধে জয়লাভ করেন তাঁর প্রতি অগ্নি দান করেন; অগ্নি শত্রুর অজেয় দ্রুতগামী অশ্ব দান করেন ।।৬।।

যদ্ বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ বিভাবসো।
মহিষীব ত্বদ্ রয়িস্ত্বদ্ বাজা উদীরতে ॥৭॥

সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে যা বহন করা হয় তা অগ্নির জন্য। হে জ্যোতিঃসমৃদ্ধ, প্রভূত দীপ্তি বিস্তার কর। রাজার মহিষীর ন্যায় তোমা হতে সম্পদ এবং শক্তি উদ্‌গত হয়ে থাকে ।।৭।।

তব দ্যুমন্তো অর্চয়ো গ্রাবেবোচ্যতে বৃহৎ।
উতো তে তন্যতুর্যথা স্বানো অর্ত ত্মনা দিবঃ ॥৮॥

তোমার আলোকরশ্মিসকল অত্যুজ্জ্বল; (পেষণের কর্মে) প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় সোচ্চারে শব্দ করে থাক; এবং স্বর্গ হতে আগত বজ্রের অনুরূপে তোমার গর্জন স্বয়ং ব্যাপৃত হয়ে থাকে ।।৮।।

এবাঁ অগ্নিং বসূয়বঃ সহসানং ববন্দিম।
স নো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ পর্ষন্নাবেব সুক্রতুঃ ॥৯॥

এইভাবে সম্পদের অভিলাষী আমরা বলকর্মা অগ্নির প্রতি বন্দনা করি। সেই শোভন কর্মকৃৎ অগ্নি, আমাদের সকল বিরোধ হতে যেন কোন নৌকার অনুরূপে সমুদ্ধার করবেন ।।৯।।

(সূক্ত-২৬)

অগ্নি দেবতা। বসুগেণ ঋষি। গায়ত্রে ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

অগ্নে পাবক রোচিষা মন্দ্রয়া দেব জিহ্বয়া। আ দেবান্ বক্ষি যক্ষি চ ॥১॥

হে পবিত্রতা-সম্পাদক অগ্নি, হে দেব, তোমার ঔজ্জ্বল্য দ্বারা এবং আনন্দকর জিহ্বার (শিখার) দ্বারা প্রদীপ্ত তুমি দেবগণকে এই স্থান অভিমুখে বহন কর এবং (তাঁদের) যজনা কর ।।১।।

তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহে চিত্রভানো স্বর্দৃশম্। দেবাঁ আ বীতয়ে বহ ॥২॥

হে ঘৃতনিঃষ্যন্দী (ঘৃতসিক্ত) (অগ্নি), হে সমুজ্জ্বল আলোকময়, সূর্যপ্রভ তোমাকে আমরা বন্দনা করি। দেবগণকে এইস্থান অভিমুখে (হবিঃ) গ্রহণের জন্য আনয়ন কর ।।২।।

বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি। অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে ॥৩॥

হে ক্রান্তদর্শিন্, হে অগ্নি, জ্যোতির্ময় তোমাকে, যে হোতার (প্রদত্ত) হব্যসকল উপভোগ্য সেই মহিমাময়কে যজ্ঞস্থলে আমরা প্রজ্বলিত করেছি ।।৩।।

অগ্নে বিশ্বেভিরা গহি দেবেভির্হব্যদাতয়ে। হোতারং ত্বা বৃণীমহে ॥৪॥

হে অগ্নি, সকল দেবতার সঙ্গে আমাদের হব্য আহুতির অভিমুখে আগমন কর, আমরা তোমাকে হোতৃরূপে নির্বাচন করেছি ।।৪।।

যজমানায় সুন্বত আগ্নে সুবীর্যং বহ। দেবৈরা সত্সি বর্হিষি ॥৫॥

সোমসবননিরত যজমানের প্রতি শোভনবীর্য বহন কর, হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞীয় দর্ভের (উপর) দেবগণের সঙ্গে আসন গ্রহণ কর ।।৫।।

সমিধানঃ সহস্রজিদগ্নে ধর্মাণি পুষ্যসি। দেবানাং দূত উক্থ্যঃ ॥৬॥

প্রজ্বলন্ত অবস্থায়, হে অগ্নি, সহস্র(জনের অথবা সম্পদের?) বিজেতা তুমি (যজ্ঞ) বিধিসমূহের শ্রীবৃদ্ধি করে থাক; তুমি দেবগণের প্রশস্তিযোগ্য দূত ।।৬।।

ন্যগ্নিং জাতবেদসং হোত্রবাহং যবিষ্ঠ্যম্। দধাতা দেবমৃত্বিজম্ ॥৭॥

জাতবেদা (সর্বজীববিষয়ে জ্ঞানবান) অগ্নিকে সন্নিবেশিত কর। তিনি হব্যাদির বাহক, সকল দেবতার অপেক্ষা, ঋত্বিগ গণের অপেক্ষা নবীনতম ।।৭।।

প্র যজ্ঞ এত্বানুষগদ্যা দেবব্যচস্তমঃ। স্তৃণীত বর্হিরাসদে ॥৮॥

অদ্য যেন যথাবিধি সকল দেবতাকে পরিব্যাপ্ত করে যজ্ঞ অগ্রসর হতে থাকে। তাদের আসন (গ্রহণের) জন্য কুশ বিস্তীর্ণ করে দাও ।।৮।।

এদং মরুতো অশ্বিনা মিত্রঃ সীদন্তু বরুণঃ। দেবাসঃ সর্বয়া বিশা ॥৯॥

যেন মরুৎগণ, অশ্বিনদ্বয়, মিত্র ও বরুণ এই (কুশের) উপর উপবেশন করেন, দেবগণ তাঁদের সকল পরিজনসহ (উপবেশন করেন) ॥৯॥

(সূক্ত-২৭)

অগ্নি, কিন্তু ৬ষ্ঠ ঋকে অগ্নি ও ইন্দ্র উভয় দেবতা। অত্রি অথবা ৩জন রাজা, যথাঃ ১ম ত্রিবৃষ্ণের অপত্য ত্র্যরুণ, ২য় পুরুকুত্স্যের অপত্য ত্রসদস্যু, ৩য় ভরতের অপত্য অশ্বমেধ। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

অনস্বন্তা সৎপতির্মামহে মে গাবা চেতিষ্ঠো অসুরো মঘোনঃ।
ত্রৈবৃষ্ণো অগ্নে দশভিঃ সহস্রৈর্বৈশ্বানর ত্র্যরুণশ্চিকেত ॥১॥

সেই মানবগণের অধিপতি, (উদার)দাতাগণের মধ্যে প্রখ্যাততম প্রভু, আমার জন্য শকটে যুক্ত বৃষদ্বয় প্রদান করেছেন। ত্রিবৃষ্ণের পুত্র ত্র্যরুণ তাঁর দশ সহস্র (গাভীর মাধ্যমে) পরিজ্ঞাত হয়েছেন, হে বৈশ্বানর অগ্নি! ॥১॥

যো মে শতা চ বিংশতিং চ গোনাং হরী চ যুক্তা সুধুরা দদাতি।
বৈশ্বানর সুষ্টুতো বাবৃধানো ঽগ্নে যচ্ছ ত্র্যরুণায় শর্ম ॥২॥

যিনি আমার প্রতি একশত এবং (আরো) বিংশতি গাভী ও রথধুরায় সুষ্ঠু সংযোজিত পিঙ্গল অশ্বদ্বয় প্রদান করে থাকেন সেই ত্র্যরুণের প্রতি, হে অগ্নি বৈশ্বানর, শোভন প্রশস্তিপ্রাপ্ত এবং বর্ধনশীল তুমি যেন সুরক্ষা প্রদান কর ॥২॥

এবা তে অগ্নে সুমতিং চকানো নবিষ্ঠায় নবমং ত্রসদস্যুঃ।
যো মে গিরস্তুবিজাতস্য পূর্বীর্যুক্তেনাভি ত্র্যরুণো গৃণাতি ॥৩॥

হে অগ্নি, নবম বার মহৎ সৌভাগ্যের কামনা করে এইভাবে ত্রসদস্যু (=ত্র্যরুণ) তোমাকে পরিচর্যা করেছেন, হে নূতনতম (দেবতা); যে ত্র্যরুণ, অবধান সহকারে সবলে উৎপন্ন (তোমার) উদ্দেশে আমার(কৃত) বহু স্তুতিকে স্বীকার করে থাকেন ॥৩॥

টীকা—অভিগৃণাতি— পুরস্কৃত করে স্বীকার করেন?

যো ম ইতি প্রবোচত্যশ্বমেধায় সূরয়ে।
দদদৃচা সনিং যতে দদন্মেধামৃতায়তে ॥৪॥

যিনি এইভাবে আমার যজমান অশ্বমেধের প্রতি ইচ্ছা অভিব্যক্ত করেন, যিনি (তাঁর) ঋক্মন্ত্রের দ্বারা সম্পদ সন্ধান করেন (সেই কবিকে) যেন প্রদান করা হয়, যিনি সত্যের অনুসন্ধান করেন, যেন (তাঁকে) মনীষা প্রদান করা হয় ॥৪॥

যস্য মা পরুষাঃ শতমুদ্ধর্ষয়ন্ত্যুক্ষণঃ।
অশ্বমেধস্য দানাঃ সোমা ইব ত্র্যাশিরঃ[১] ॥৫॥

যাঁর (প্রদত্ত) শতসংখ্যক বিচিত্রবর্ণের বৃষগুলি আমাকে উৎফুল্ল করে থাকে সেই অশ্বমেধের দানসকল যেন তিন প্রকার আশিরদ্রব্য মিশ্রিত সোমরসের অনুরূপ ॥৫॥

১. ত্রি আশিরঃ— দুগ্ধ, দধি ও যবচূর্ণ

ইন্দ্রাগ্নী শতদাব্ন্যশ্বমেধে সুবীর্যম্।
ক্ষত্রং ধারয়তং বৃহদ্ দিবি সূর্যমিবাজরম্ ॥৬॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! শতসংখ্যক (সম্পদ) দাতা অশ্বমেধকে প্রভূত বীরত্ব-সমন্বিত আধিপত্য দান কর, যা স্বর্গের সূর্যের ন্যায় মহিমামণ্ডিত এবং অক্ষয় ॥৬॥

(সূক্ত-২৮)

অগ্নি দেবতা। অত্রি জোত্রজা বিশ্ববারা নাম্নী রমণী ঋষি (১)। ত্রিষ্টুপ্ ,জগতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

সমিদ্ধো অগ্নির্দিবি শোচিরশ্রেৎ প্রত্যঙ্ঙুষসমুর্বিয়া বি ভাতি।
এতি প্রাচী বিশ্ববারা[১] নমোভির্দেবাঁ ঈলানা হবিষা ঘৃতাচী ॥১॥

প্রদীপিত অগ্নি আকাশে তাঁর তেজ উন্নীত করেছেন। উষার অভিমুখে অবস্থিত তিনি ব্যাপ্তির সঙ্গে আলোক বিতরণ করে থাকেন। ঘৃতপূরিতা সেই জুহূ অগ্রভাগে গমন করে থাকে যে জুহূ সকল কল্যাণ আনয়ন করে, যা শ্রদ্ধার সঙ্গে ও হবিঃ সহযোগে দেবগণের প্রতি স্তুতিরতা থাকে ॥১॥

১. বিশ্ববারা— সায়ণভাষ্য অনুসারে একজন নারী।

সমিধ্যমানো অমৃতস্য রাজসি হবিষ্কৃণ্বন্তং সচসে স্বস্তয়ে।
বিশ্বং স ধত্তে দ্রবিণং যমিন্বস্যাতিথ্যমগ্নে নি চ ধত্ত ইৎ পুরঃ ॥২॥

প্রদীপিত হতে হতে তুমি অমরলোকের আধিপত্য করে থাক; মঙ্গলের জন্য তুমি হব্যদানরত যজমানকে সাহচর্য প্রদান কর; যাঁর প্রতি তুমি গমন কর সে সকল সম্পদ প্রাপ্ত হয় এবং হে অগ্নি, সে (তোমার) সম্মুখে সর্ববিধ আতিথ্য সম্পাদন করে ।।২।।

অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় তব দ্যুম্নান্যুত্তমানি সন্তু।
সং জাস্পত্যং সুযমমা কৃণুষ্ব শত্রূয়তামভি তিষ্ঠা মহাংসি ॥৩॥

হে অগ্নি, প্রভূত সৌভাগ্য প্রাপ্তির জন্য নিজের তেজকে প্রকাশ কর, তোমার আলোকচ্ছটা যেন সর্বোৎকৃষ্ট হয়। আমাদের সকলের গার্হস্থ্যকে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণযোগ্য করে তোল; আমাদের বিরোধীপক্ষের ক্ষমতাকে পরাভূত কর ।।৩।।

সমিদ্ধস্য প্রমহসো ঽগ্নে বন্দে তব শ্রিয়ম্।
বৃষভো দ্যুম্নবাঁ অসি সমধ্বরেষ্বিধ্যসে ॥৪॥

আমি সম্যক প্রজ্বলিত এবং প্রকৃষ্টরূপে শক্তিমান তোমার দীপ্তিকে স্তুতি করি, হে অগ্নি! তুমি সমুজ্জ্বল, কামনাপূর্ণকারী অথবা বলবান; তোমাকে যজ্ঞস্থলে প্রজ্বলিত করা হয়ে থাকে ।।৪।।

সমিদ্ধো অগ্ন আহুত দেবান্ যক্ষি স্বধর। ত্বং হি হব্যবালসি ॥৫॥

হে প্রদীপিত, সমাহূত অগ্নি, দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ সম্পাদন কর। হে সম্যক যজ্ঞকর্মের (অনুষ্ঠাতা), কারণ তুমিই হব্যাদির বহনকারী ।।৫।।

আ জুহোতা দুবস্যতাঽগ্নিং প্রযত্যধ্বরে। বৃণীধ্বং হব্যবাহনম্ ॥৬॥

অগ্নিকে আবাহন কর এবং পরিচর্যা কর যখন যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠিত হতে থাকে; হব্যসকলের বাহকরূপে তাঁকেই নির্বাচন কর ।।৬।।

(সূক্ত-২৯)

ইন্দ্র, কিন্তু নবম ঋকের চরণের দেবতা উশনা হতে পারে। শক্তি জোত্রজ গৌরিবীতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৫।

ত্র্যর্যমা[১] মনুষো দেবতাতা ত্রী রোচনা দিব্যা ধারয়ন্ত।
অর্চন্তি ত্বা মরুতঃ পূতদক্ষাস্ত্বমেষামৃষিরিন্দ্রাসি ধীরঃ ॥১॥

মানবের দেবপরিচর্যায় তিন প্রকার বিধি (দিনগত তিনবার সোমসবন) বর্তমান এবং তিন প্রকার স্বর্গীয় সমুজ্জ্বল তেজ স্থাপিত হয়। পবিত্র অথবা উন্নত নৈপুণ্য সমন্বিত মরুৎগণ তোমাকে স্তুতি করেন, হে ইন্দ্র, তুমিই ইহাদের সর্বজ্ঞ কবি ।।১।।

১. ত্র্যর্যমা— সায়ণভাষ্য অনুসারে তিন মহান জ্যোতি; ত্রি রোচনা দিব্যা— সায়ণ মতে— বায়ু, অগ্নি এবং সূর্য।

অনু যদীং মরুতো মন্দ্রসানমার্চন্নিন্দ্রং পপিবাংসং সুতস্য।
আদত্ত বজ্রমভি যদহিং হন্নপো যহ্বীরসৃজৎ সর্তবা উ ॥২॥

তিনি অভিষুত সোমরস পান করার পরে, হর্ষোৎফুল্ল সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণ যখন বন্দনা করলেন, তিনি বজ্রকে ধারণ করলেন। যখন তিনি সর্পকে হনন করেছিলেন, তিনি চঞ্চল জলরাশিকে প্রবাহিত হয়ে যাওয়ার জন্য মুক্ত করেছিলেন ।।২।।

উত ব্রহ্মাণো মরুতো মে অস্যেন্দ্রঃ সোমস্য সুষুতস্য পেয়াঃ।
তদ্ধি হব্যং মনুষে গা অবিন্দদহন্নহিং পপিবাঁ ইন্দ্রো অস্য ॥৩॥

এবং হে ব্রহ্মণগণ, (তোমরা) মরুৎগণ- ইন্দ্র যেন আমার এই সুষ্ঠুভাবে অভিষুত সোমরস পান করেন। কারণ, এই হব্য তাঁরই জন্য; তিনি মনুর জন্য গাভীসকল অন্বেষণ করে এনেছেন, এই (সোম) পান করে, অহিকে বিনাশ করেছেন ।।৩।।

আদ্ রোদসী বিতরং বি স্কভায়ৎ সংবিব্যানশ্চিদ্ ভিয়সে মৃগং[১] কঃ।
জিগর্তিমিন্দ্রো অপজর্গুরাণঃ প্রতি শ্বসন্তমব দানবং হন্ ॥৪॥

(সোমপান) অনন্তর তিনি দ্যুলোক ও ভূলোককে বিশদভাবে পৃথগ্‌ভূতরূপে ধারণ করেছিলেন। এই সকল (কর্মে) সংযুক্ত হয়েও তিনি সেই পশুকে ভীত করেছিলেন। সেই আগ্রাসকের প্রতি বারংবার আঘাত করতে করতে, (ঘোর) নিঃশ্বাসরত দানবকে ইন্দ্র বিনাশ করেছিলেন ।।৪।।

১. মৃগ— বৃত্র; আগ্রাসক— বৃত্র যে জলরাশিকে আচ্ছাদন করে রেখেছিল।

অধ ক্রত্বা মঘবন্ তুভ্যং দেবা অনু বিশ্বে অদদুঃ সোমপেয়ম্।
যৎ সূর্যস্য হরিতঃ পতন্তীঃ পুরঃ সতীরুপরা এতশে[১] কঃ ।।৫।।

অনন্তর সকল দেবতা, হে মঘবন্, তোমার উদ্দেশে স্বেচ্ছানুসারে সোমরস দান করেছিলেন, যখন তুমি এতশের জন্য সম্মুখে আগমনরতা সূর্যের স্বর্ণাভ ঘোটকীদ্বয়কে পশ্চাতে স্থাপন করেছিলে ।।৫।।

১. এতশ— একজন ইন্দ্রভক্ত ঋষি। তাঁর ও সূর্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ে ইন্দ্র এতশকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশে সূর্য এবং তাঁর রথকে পূর্বদিকে প্রেরণ করেছিলেন। যার অর্থ দিবসের পুনরাবৃত্তি।

নব যদস্য নবতিং চ ভোগান্ৎসাকং বজ্রেণ মঘবা বিবৃশ্চৎ।
অর্চন্তীন্দ্রং মরুতঃ সধস্থে ত্রৈষ্টুভেন বচসা ৰাধত দ্যাম্[১] ।।৬।।

যখন সেই ধনবান ইন্দ্র তাঁর বজ্রের আঘাতে তার (বৃত্রের) নব নবতি পুরীকে যুগপৎ বিধ্বস্ত করেছিলেন, মরুৎগণ সম্মেলনস্থলে ইন্দ্রকে স্তুতি করেছিলেন; ত্রিষ্টুভ(ছন্দ) রচিত বাক্যাবলীর মাধ্যমে তিনি স্বর্গকে আঘাত করেছিলেন ।।৬।।

১. বাধত দ্যাম্— স্তুতির উচ্চ শব্দ স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

সখা সখ্যে অপচৎ তূয়মগ্নিরস্য ক্রত্বা মহিষা ত্রী শতানি।
ত্রী সাকমিন্দ্রো মনুষঃ সরাংসি সুতং পিৰদ্ বৃত্রহত্যায় সোমম্ ।।৭।।

বন্ধুভূত অগ্নি বন্ধুর (ইন্দ্রের) জন্য তিনশত মহিষ তাঁরই ইচ্ছানুসারে ক্ষিপ্র রন্ধন করেছিলেন। ইন্দ্র মানবের অভিষুত সোমরসের তিনটি সরোবর একই সঙ্গে বৃত্রহননের কারণে পান করেছিলেন ।।৭।।

টীকা—ত্রী সরাংসি— সায়ণ— বৃহৎ পাত্রসকল

ত্রী যচ্ছতা মহিষাণামঘো মাস্ত্রী সরাংসি মঘবা সোম্যাপাঃ।
কারং ন বিশ্বে অহ্বন্ত দেবা ভরমিন্দ্রায় যদহিং জঘান ।।৮।।

যখন তুমি, হে মঘবন্ (ধনবান ইন্দ্র) তিনশত মহিষের মাংস ভক্ষণ করেছ এবং তিনটি সোমজাত সরোবর পান করেছ তখন সকল দেবগণ ইন্দ্রের প্রশস্তির জন্য যেন জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন যেহেতু তিনি অহিকে বিনাশ করেছেন ।।৮।।

উশনা[১] যৎ সহস্যৈরয়াতং গৃহমিন্দ্র জূজুবানেভিরশ্বৈঃ।
বন্বানো অত্র সরথং যয়াথ কুৎসেন দেবৈরবনোর্হ শুষ্ণম্ ।।৯।।

যখন তুমি বলবান, দ্রুতগতি অশ্ব সমূহের সঙ্গে, হে ইন্দ্র, উশনার গৃহে আগমন করেছিলে তখন তুমি যুদ্ধজয় করতে করতে একই রথে কুৎসের সঙ্গে ও দেবগণের সঙ্গে সঙ্গে আগমন করেছিলে। শুষ্ণকে তুমি পরাজিত করেছিলে ।।৯।।

১. উশনস্— ইন্দ্রের মিত্র।

প্রান্যচ্চক্রমবৃহঃ সূর্যস্য কুৎসায়ান্যদ্ বরিবো যাতবেহকঃ।
অনাসো দস্যূঁরমৃণো বধেন নি দুর্যোণ আবৃণঙ্ মৃধ্রবাচঃ ।।১০।।

সূর্যের (রথের) একটি চক্র তুমি কুৎসের কারণে সম্মুখের দিকে আবর্তিত করেছিলে এবং অপরটিকে গমনের জন্য বিস্তারিত স্থানে স্থাপন করেছিলে। হন্তারক (অস্ত্র-) যোগে নাসা অথবা মুখহীন দস্যুগণকে বধ করেছিলে এবং অপবাদকারীগণকে দুর্গতিজনক গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করেছিলে ।।১০।।

টীকা—অন্যৎ চক্রম্— সম্ভবতঃ সূর্যগ্রহণের ইঙ্গিত করা হয়েছে। অনাসঃ— খর্বনাসিকা সম্পন্ন বর্বর জাতি অথবা সায়ণ অন্-আসঃ মুখহীন- কণ্ঠস্বরহীন— অযথাবাদী ইত্যর্থ।

স্তোমাসস্ত্বা গৌরিবীতেরবর্ধন্নরন্ধয়ো বৈদথিনায়[১] পিপ্রুম্।
আ ত্বামৃজিশ্বা সখ্যায় চক্রে পচন্ পক্তীরপিৰঃ সোমমস্য ।।১১।।

গৌরীবীতিকৃত স্তোত্রসকল তোমাকে সমৃদ্ধ করেছে। তুমি বিদথিনের পুত্রের জন্য পিপ্রুকে অধীন করেছিলে। ঋজিশ্বন মৈত্রীর জন্য রন্ধনযোগ্য (হব্যাদি) রন্ধন করে তোমাকে অনুকূল করেছিলেন, এবং তাঁর সোমরসও তুমি পান করেছিলে ।।১১।।

১. বৈদথিন— ঋজিশ্বন্, ইন্দ্রের প্রিয়।

নবগ্বাসঃ[1] সুতসোমাস ইন্দ্রং দশগ্বাসো[2] অভ্যর্চন্ত্যর্কৈঃ।
গব্যং চিদূর্বমপিধানবন্তং তং চিন্নরঃ শশমানা[3] অপ ব্রন্ ॥১২॥

নবগ্ব ও দশগ্ব (অঙ্গিরস)গণ সোমরস সবন করে অনন্তর স্তোত্রের মাধ্যমে ইন্দ্রের প্রশস্তি গান করেন। সেই গাভীগণের আবাসস্থল, দৃঢ়রূপে আচ্ছাদিত হলেও তাকে অবশ্যই মানুষেরা যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করতে করতে উদ্ঘাটিত করেছেন ।।১২।।

১. নবগ্ব— যাঁরা নয়মাস কালের মধ্যে সত্রযাগ সম্পন্ন করেন।
২. দশগ্ব— যাঁরা দশমাস কালের মধ্যে সত্রযাগ সম্পাদন করেন, উভয়েই অঙ্গিরস বংশীয়দের সঙ্গে সম্পর্কিত গোষ্ঠী।
৩. শশমানাঃ— সায়ণ—স্তুতিরত।

কথো নু তে পরি চরাণি বিদ্বান্ বীর্যা মঘবন্ যা চকর্থ।
যা চো নু নব্যা কৃণবঃ শবিষ্ঠ প্রেদু তা তে বিদথেষু ব্রবাম ॥১৩॥

কেমনভাবে আমি তোমার অনুষ্ঠিত বীরকর্মসকল জ্ঞাত হয়ে তোমাকে সেবা করব, হে মঘবন্ (ধনবান), এবং হে বলবত্তম, যেসকল নূতন কর্ম তুমি সম্পাদন করবে, তোমার সেইসকল (কর্মের) কথা আমরা যজ্ঞস্থলসমূহে ঘোষণা করব ।।১৩।।

এতা বিশ্বা চকৃবাঁ ইন্দ্র ভূর্যপরীতো জনুষা বীর্যেণ।
যা চিন্নু বজ্রিন্ কৃণবো দধৃষ্বান্ ন তে বর্তা তবিষ্যা অস্তি তস্যাঃ ॥১৪॥

এই সমস্ত অনেক কর্ম তুমি অনুষ্ঠিত করেছ, হে ইন্দ্র, জন্মগত শৌর্যের কারণে তুমি অপ্রতিহত; হে বজ্রধারিন্, তুমি তোমার দুর্ধর্ষতার কারণে ইদানীং কী করবে? তোমার এই শক্তিকে বাধা দেবার জন্য অপর কেউ বিদ্যমান নয় ।।১৪।।

ইন্দ্র ব্রহ্ম ক্রিয়মাণা জুষস্ব যা তে শবিষ্ঠ নব্যা অকর্ম।
বস্ত্রেব ভদ্রা সুকৃতা বসূয়ূ রথং ন ধীরঃ স্বপা অতক্ষম্ ॥১৫॥

হে ইন্দ্র, ইদানীং যেসকল স্তোত্র নিবেদিত হচ্ছে সেগুলি উপভোগ কর। হে বলবত্তম! আমাদের কৃত নবতর (স্তোত্র উপভোগ কর)। সুন্দর এবং সুষ্ঠু নির্মিত বস্ত্র সকলের অনুরূপ, এই, ধনকামী দক্ষ কারিকর দ্বারা নির্মিত রথের অনুরূপভাবে আমি এই সকল নির্মাণ করেছি ।।১৫।।

(সূক্ত-৩০)

ইন্দ্র, কোন কোন স্থলে ঋণঞ্চয় রাজা দেবতা। বভ্রু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৫।

কস্য বীরঃ কো অপশ্যদিন্দ্রং সুখরথমীয়মানং হরিভ্যাম্।
যো রায়া বজ্রী সুতসোমমিচ্ছন্ তদোকো গন্তা পুরুহূত উতী ॥১॥

সেই বীর কোথায়? সুষ্ঠু(ভাবে) নীত রথে, পিঙ্গল অশ্বদ্বয়ের সংযোগে গমনরত ইন্দ্রকে কে দর্শন করেছেন? সেই বজ্রধারী যিনি সোমসবনরত (যজমানকে) কামনা করে বারংবার আহূত হয়ে, সম্পদের সঙ্গে, সুরক্ষার সঙ্গে সেই গৃহে আসেন ।।১।।

অবাচচক্ষং পদমস্য সস্বরুগ্রং [1]নিধাতুরন্বায়মিচ্ছন্।
অপৃচ্ছমন্যাঁ উত তে ম আহুরিন্দ্রং নরো বুবুধানা অশেম ॥২॥

আমি অন্বেষণ করে তাঁর সুরক্ষিত, গোপন বাসস্থান জেনেছি, সেই সংস্থাপকের অনুসরণ করেছি তাঁকে (প্রাপ্তির) ইচ্ছায়; অন্যদের আমি প্রশ্ন করেছিলাম তাঁরা আমাকে উত্তরে বলেছেন যেন আমরা জাগরণশীল অবস্থায় ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হতে পারি ।।২।।

১. নিধাতুঃ— জগৎসংস্থাপক ইন্দ্র

প্র নু বয়ং সুতে যা তে কৃতানীন্দ্র ব্রবাম যানি নো জুজোষঃ।
বেদদবিদ্বাঞ্ছৃণবচ্চ বিদ্বান্ বহতেঽয়ং মঘবা সর্বসেনঃ ॥৩॥

আমরা সোমসবনকালে, হে ইন্দ্র, তোমার কৃত কর্মসমূহের কথা ঘোষণা করব, আমাদের জন্য যেসকল কর্ম তুমি উপভোগ করেছ। যে অজ্ঞ সে অবগত হবে, যে জ্ঞানবান সে শ্রবণ করবে, 'এই ধনবান তাঁর সকল সেনা সহ এই স্থানে গমন করছেন' ।।৩।।

স্থিরং মনশ্চকৃষে জাত ইন্দ্র বেষীদেকো যুধয়ে ভূয়সশ্চিৎ।
অশ্মানং চিচ্ছবসা দিদ্যুতো বি বিদো গবামূর্বমুস্রিয়াণাম্ ॥৪॥

জন্মক্ষণেই তুমি স্থিতধী ছিলে, হে ইন্দ্র! মাত্র তুমিই একাকী বহুজনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবেশ করে থাক। তোমার শক্তিতে তুমি পর্বতখণ্ডকেও কম্পিত করতে সক্ষম, এবং সমুজ্জ্বল গাভীকুলের আবাসকে তুমি সন্ধান করেছ ।।৪।।

পরো যৎ ত্বং পরম আজনিষ্ঠাঃ পরাবতি শ্রুত্যং নাম বিভ্রৎ।
অতশ্চিদিন্দ্রাদভয়ন্ত দেবা বিশ্বা অপো অজয়দ্ দাসপত্নীঃ[১] ॥৫॥

যখন শ্রেষ্ঠ তুমি বহুদূরে জন্মগ্রহণ করেছিলে, বহুদূর দেশে দেশে প্রখ্যাত নামধারণ করে, সেই সময় হতেই সকল দেবতা ইন্দ্রের ভয়ভীত; তিনি সকল জলরাশিকে যা দাসের সেবায় রত ছিল (সেইসব) জয় করেছিলেন ॥৫॥

১. দাসপত্নীঃ— বৃত্রের অধীন।

তুভ্যেদেতে মরুতঃ সুশেবা অর্চন্ত্যর্কং সুন্বন্ত্যন্ধঃ।
অহিমোহানমপ আশয়ানং প্র মায়াভির্মায়িনং সক্ষদিন্দ্রঃ ॥৬॥

মাত্র তোমারই জন্য এই মিত্রতাপন্ন মরুৎগণ স্তোত্র দ্বারা বন্দনা করেন, সোমলতা সবন (পেষণ) করেন; সেই সর্প যে সুপ্ত অবস্থায় জলের উপর শায়িত সেই মায়াধারীকে ইন্দ্র তাঁর অত্যদ্ভুত ক্ষমতার মাধ্যমে পরাভূত করবেন ॥৬॥

বি ষূ মৃধো জনুষা দানমিন্বন্নহন্ গবা মঘবন্ ৎসচকানঃ।
অত্রা দাসস্য নমুচেঃ শিরো যদবর্তয়ো মনবে গাতুমিচ্ছন্ ॥৭॥

হে মঘবন, জন্মমাত্রেই তুমি, বিরোধীগণকে বিধ্বস্ত করেছ, গাভীগণের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করার সময় দানকার্যকে অনুপ্রেরিত করে; যখন তুমি মানবের সমৃদ্ধির অভিলাষে দাস নমুচির মস্তক (ছিন্ন করে) আবর্তিত করেছিলে ॥৭॥

যুজং হি মামকৃথা আদিদিন্দ্র শিরো দাসস্য নমুচের্মথায়ন্।
অশ্মানং চিৎ স্বর্যং বর্তমানং প্র চক্রিয়েব রোদসী মরুদ্ভ্যঃ ॥৮॥

আমাকেও তুমি তোমার সঙ্গী করেছ, ইন্দ্র, নমুচির মস্তক বিচূর্ণ করার পরে, এবং স্বর্গে অবস্থিত সেই বিঘূর্ণিত প্রস্তরখণ্ড যেন দ্যাবাপৃথিবীকে দুটি চক্রের ন্যায় মরুৎগণের প্রতি আনয়ন করেছিল ॥৮॥

টীকা—বর্তমানম্ অশ্মানম্— সূর্য? অথবা বজ্র?

স্ত্রিয়ো হি দাস আয়ুধানি চক্রে কিং মা করন্নবলা অস্য সেনাঃ।
অন্তর্হ্যখ্যদুভে অস্য ধেনে অথোপ প্রৈদ্ যুধয়ে দস্যুমিন্দ্রঃ ॥৯॥

যখন নারীগণকে দাস তার অস্ত্র করেছে তখন তার দুর্বল সেনানী আমার কী (ক্ষতি) করবে? যখন তিনি (ইন্দ্র) যথাযথ ভাবে তার (দাসের) দুই কণ্ঠস্বরকে নিরূপণ করেছেন তখন ইন্দ্র দস্যুর সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েছেন ॥৯॥

টীকা—উভে ধেনে= সম্ভবতঃ নমুচি এবং নারীবাহিনীর কণ্ঠস্বর। সায়ণভাষ্য— ইন্দ্র তাঁর দুই প্রিয় নারীকে গৃহমধ্যে স্থাপন করেছিলেন।

সমত্র গাবোঽভিতোঽনবন্তেহেহ বৎসৈর্বিয়ুতা যদাসন্।
সং তা ইন্দ্রো অসৃজদস্য শাকৈর্[১]যদীং সোমাসঃ সুষুতা অমন্দন্ ॥১০॥

বৎসগুলি হতে বিযুক্ত হবার কারণে গাভীগুলি একত্রিত ভাবে সর্বত্র রেভণ করেছিল, এখানে, সেখানে চতুর্দিকে; ইন্দ্র তাঁর সহায়কগণের সাহায্যে তাদের পুনরায় সম্মিলিত করেছিলেন যখন সেই সম্যক অভিষুত সোমরস তাঁকে উৎফুল্ল করেছিল ॥১০॥

১. শকৈঃ— মরুৎগণ।

যদীং সোমা বভ্রুধূতা অমন্দন্নরোরবীদ্ বৃষভঃ সাদনেষু।
পুরংদরঃ পপিবাঁ ইন্দ্রো অস্য পুনর্গবামদদাদুস্রিয়াণাম্ ॥১১॥

যখন বভ্রু কর্তৃক অভিষুত সোমরস তাঁকে হৃষ্ট করেছিল, সেই কাম্যফলবর্ষক বলবান তখন তাঁর বাসস্থানগুলিতে গর্জন করেছিলেন। সেই পুরবিধ্বংসী ইন্দ্র, এই রস পান করেছিলেন এবং পরিবর্তে রক্তিম গাভীযূথ দান করেছিলেন ॥১১॥

ভদ্রমিদং রুশমা অগ্নে অক্রন্ গবাং চত্বারি দদতঃ সহস্রা।
ঋণংচয়স্য প্রযতা মঘানি প্রত্যগ্রভীষ্ম নৃতমস্য নৃণাম্ ॥১২॥

এই মঙ্গলকর কার্য রুশম (দেশের) জনগণ সম্পাদন করেছিলেন। হে অগ্নি! চতুঃসহস্র গাভী তাঁরা দান করেছিলেন। ঋণঞ্চয় নামে (রাজার), মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানবের, প্রদত্ত ধনরাশি আমরা স্বীকার করেছি ॥১২॥

সুপেশসং মাব সৃজন্ত্যস্তং গবাং সহস্রৈ রুশমাসো অগ্নে।
তীব্রা ইন্দ্রমমন্দুঃ সুতাসো হক্তোর্ব্যুষ্টৌ পরিতক্ম্যায়াঃ ॥১৩॥

রুশমগণ, হে অগ্নি! আমাকে শোভনপরিচ্ছদযুক্ত করে এবং সহস্র সহস্র গাভীর সঙ্গে গৃহাভিমুখে প্রেরণ করেছে। উত্তেজক অভিষুত (সোম) ইন্দ্রকে হৃষ্ট করেছে যে সময়ে অবসিত-প্রায়া রাত্রি প্রত্যূষে উদ্ভাসিত হয়েছিল ॥১৩॥

ঔচ্ছৎ সা রাত্রী পরিতক্ম্যা যাঁ ঋণংচয়ে রাজনি রুশমানাম্।
অত্যো ন বাজী রঘুরজ্যমানো বভ্রুশ্চত্বার্যসনৎ সহস্রা ॥১৪॥

সেই রাত্রি অবসানকালে উদ্ভাসিতা হয়েছিল ঋণঞ্চয়ের, রুশমগণের রাজার আগমনে; প্রতিদ্বন্দ্বিতাকালে ক্ষিপ্রগতি অশ্বের অনুরূপে অগ্রসর হয়ে বভ্রু চতুঃসহস্র গাভী জয় করেছিলেন ॥১৪॥

চতুঃসহস্রং গব্যস্য পশ্বঃ প্রত্যগ্রভীষ্ম রুশমেষ্বগ্নে।
ঘর্মশ্চিৎ তপ্তঃ প্রবৃজে য আসীদয়স্ময়স্তম্বাদাম বিপ্রাঃ ॥১৫॥

আমরা রুশমগণের নিকট হতে চতুঃসহস্র গাভীরূপ পশু গ্রহণ করেছি, হে অগ্নি! এবং আমরা, কবিগণ, প্রবর্গ্য যাগের জন্য তপ্তীকৃত তাম্র নির্মিত যে ঘর্ম পাত্র তাকেও গ্রহণ করেছি ॥১৫॥

(সূক্ত-৩১)

ইন্দ্র দেবতা। অত্রির অপত্য অবস্যু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৩।

ইন্দ্রো রথায় প্রবতং কৃণোতি যমধ্যস্থান্মঘবা বাজয়ন্তম্।
যূথেব পশ্বো ব্যুনোতি গোপা[1] অরিষ্টো যাতি প্রথমঃ সিষাসন্ ॥১॥

মঘবা (ধনবান) ইন্দ্র যে শক্তিব্যঞ্জক (ধনান্বেষক) রথে আরোহণ করেছেন তার জন্য পথকে নিম্নগামী (সুগম) করেছেন। গোপালক যেমন পশুর দলকে পরিচালনা করে সেইভাবে তিনি গমন করছেন; অজেয় তিনিই ধন জয় করার জন্য প্রথম (গমন করেন) ॥১॥

১. পশ্বো ব্যুনোতি গোপা— সায়ণভাষ্য— ইন্দ্র তাঁর আগে আগে শত্রুদের তাড়না করে নিয়ে যান।

আ প্র দ্রব হরিবো মা বি বেনঃ[1] পিশঙ্গরাতে[2] অভি নঃ সচস্ব।
নহি ত্বদিন্দ্র বস্যো অন্যদস্ত্যমেনাঁশ্চিজ্জনিবতশ্চকর্থ ॥২॥

এই স্থানের অভিমুখে ধাবন কর, হে পিঙ্গল অশ্বের অধিপতি, যেন অপ্রসন্ন হয়ে না থাক। স্বর্ণাভ হব্যের প্রতি অনুরক্ত তুমি যেন আমাদের সঙ্গে থাক। তোমার অপেক্ষায় অন্য কিছুই শ্রেয়তর নয়, হে ইন্দ্র; তুমি এমনকী পত্নীহীনদেরও সপত্নীক করেছ ॥২॥

১. মা বি বেনঃ— পথভ্রষ্ট যেন না হও-Jamison.
২. পিশঙ্গরাতেঃ— স্বর্ণাভ সোমরসের।

উদ্যৎ সহঃ সহস আজনিষ্ট দেদিষ্ট ইন্দ্র ইন্দ্রিয়াণি বিশ্বা।
প্রাচোদয়ৎ সুদুঘা বব্রে অন্তর্বি জ্যোতিষা সংববৃত্বৎ তমোহবঃ ॥৩॥

যখন তিনি শক্তি হতে উৎপন্ন শক্তির ন্যায় জন্ম নিয়েছিলেন, ইন্দ্র তার সকল ইন্দ্রোচিত ক্ষমতা প্রকট করেছিলেন, তিনি গুহাস্থিত সুষ্ঠু দোহনযোগ্যা (গাভীদের) প্রেরিত করেছিলেন এবং আলোকের সাহায্যে অন্ধকারকে অপসারিত করেছিলেন ॥৩॥

[1]অনবস্তে রথমশ্বায় তক্ষন্ ত্বষ্টা বজ্রং পুরুহূত দ্যুমন্তম্।
ব্রহ্মাণ ইন্দ্রং মহয়ন্তো অর্কৈরবর্ধয়ন্নহয়ে হন্তবা উ ॥৪॥

অনু(নামক) জনগণ তোমার অশ্বের জন্য একটি রথ নির্মাণ করেছিলেন; ত্বষ্টা (নির্মাণ করেছিলেন) জ্যোতিষ্মান বজ্র, হে বহুজনের আহূত (ইন্দ্র)! ব্রহ্মণ (ঋত্বিগ্)গণ তাঁদের স্তোত্রের মাধ্যমে ইন্দ্রের মহিমা জ্ঞাপন করতে করতে, সর্পবধের জন্য তাঁকে বলবত্তর করে তুলেছিলেন ॥৪॥

১. অনবঃ— ভৃগুবংশ?

বৃষ্ণে যৎ তে বৃষণো অর্কমর্চানিন্দ্র গ্রাবাণো অদিতিঃ সজোষাঃ।
অনশ্বাসো যে পবয়োঽরথা ইন্দ্রেষিতা অভ্যবর্তন্ত দস্যূন্ ॥৫॥

যখন বলবান তোমার জন্য, হে ইন্দ্র, বলিষ্ঠ (মরুৎগণ?)গণ, (সবনকার্যের) প্রস্তরখণ্ড এবং অদিতির সঙ্গে সমবেতভাবে স্তোত্র পাঠ করবেন, তখন অশ্ব বা রথবিযুক্ত অবস্থাতেও যেন চক্র নেমি সকল (প্রস্তরখণ্ড?) ইন্দ্রের ইচ্ছানুসারে দস্যুগণকে অভিভূত করে ॥৫॥

প্র তে পূর্বাণি করণানি বোচং প্র নূতনা মঘবন্ যা চকর্থ।
শক্তীবো যদ্ বিভরা রোদসী উভে জয়ন্নপো মনবে দানুচিত্রাঃ ॥৬॥

আমি তোমার পূর্বতন কীর্তিসকল ঘোষণা করব, হে মঘবন্, তোমার নূতনতর কর্মসকলের (কথাও) ঘোষণা করব, যখন হে সামর্থ্যবান, তুমি উজ্জ্বল বিন্দু সমন্বিত জলরাশিকে মনুর জন্য জয় করে দ্যুলোক ও ভূলোককে বিযুক্ত করবে ॥৬॥

তদিন্নু তে করণং দস্ম বিপ্রাহিং যদ্ ঘ্নন্নোজো অত্রামিমীথাঃ।
শুষ্ণস্য চিৎ পরি মায়া অগৃভ্ণাঃ প্রপিত্বং যন্নপ দস্যূঁরসেধঃ ॥৭॥

হে আশ্চর্যজনক মেধাবিন্! এ কেবলমাত্র তোমারই কৃতি যে, অহিকে বধ করে তুমি তোমার শক্তি সেখানে প্রকাশ করেছিলে। এমনকী শুষ্ণের মায়াজালকেও তুমি প্রতিহত করেছিলে; সমীপে আগমন করে, তুমি দস্যুদের বাধা দিয়েছিলে ॥৭॥

ত্বমপো যদবে তুর্বশায়ারময়ঃ সুদুঘাঃ পার ইন্দ্র।
[১]উগ্রময়াতমবহো হ কুৎসং[২] সং হ যদ্ বামুশনারন্ত দেবাঃ ॥৮॥

তুমি জলরাশিকে, সুষ্ঠু দোহনীয়া সকলকে, যদু এবং তুর্বশের জন্য (নদী) তীরে স্থিতগতি করেছিলে। হে ইন্দ্র, তোমরা উভয়ে সেই ভয়ানকের প্রতি গমন করেছিলে— তুমি কুৎসকে বহন করেছিলে যখন দেবগণ ও উশনস যুগপৎ তোমাদের কাছে আগমন করেছিলেন ॥৮॥

১. উগ্রম্— শুষ্ণ— শোষক দানব।
২. অবহঃ কুৎসম্— তাঁর গৃহের প্রতি বহন করেছিলে।

ইন্দ্রাকুৎসা বহমানা রথেনা২২ বামত্যা অপি কর্ণে বহন্তু।
নিঃ ষীমদ্ভ্যো ধমথো নিঃ ষধস্থান্ মঘোনো হৃদো বরথস্তমাংসি ॥৯॥

[উশনাঃ]— হে ইন্দ্র এবং কুৎস, রথযোগে পরিবাহিত তোমাদের উভয়কে, যেন অশ্বগুলি এই স্থান অভিমুখে, শ্রবণযোগ্য-নৈকট্যে বহন করে আনে। তোমরা দুইজনে এই শুষ্ণকে জলমধ্য হতে, তার আবাস হতে নিঃশেষে আহত করেছ, তোমরা (এইভাবে) ধনবান (যজমানের) চিত্ত হতে অন্ধকার বিদূরিত করেছ ॥৯॥

বাতস্য যুক্তান্ৎসুযুজশ্চিদশ্বান্ কবিশ্চিদেষো অজগন্নবস্যুঃ।
বিশ্বে তে অত্র মরুতঃ সখায় ইন্দ্র ব্রহ্মাণি তবিষীমবর্ধন্ ॥১০॥

এই প্রাজ্ঞ (ইন্দ্র?) সহায়তার আকাঙ্ক্ষায় বায়ুর সুষ্ঠু যোজনীয় এবং সংযুক্ত অশ্বগুলির অভিমুখে আগমন করেছেন। হে ইন্দ্র, তখন সকল মরুৎ তোমার মিত্ররূপে অবস্থান করেছিলেন এবং ব্রহ্মাস্তোত্রসকল তোমার তেজ বর্ধিত করেছিল ॥১০॥

টীকা— সায়ণভাষ্য— অবস্যুঃ— ঋষিনাম।

সূরশ্চিদ্ রথং পরিতক্ম্যায়াং পূর্বং করদুপরং জূজুবাংসম্।
ভরচ্চক্রমেতশঃ সং রিণাতি পুরো দধৎ সনিষ্যতি ক্রতুং নঃ ॥১১॥

সূর্যের যে রথ সম্মুখে অবস্থান করে, রাত্রির অবসানকালে, দ্রুতগমনশীল (সেই রথকেও) তিনি পরে স্থাপিত করেছিলেন। এতশ তাঁর চক্রকে বহন করেছিল এবং দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছিল। তাকে অগ্রভাগে (পুনঃ) স্থাপিত করে তিনি আমাদের অভিনিবেশ জয় করবেন ॥১১॥

টীকা— প্রভাতসূর্যের বিলম্বিত উদয় বা সূর্যগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সায়ণ বলেছেন, পুরাকথা অনুসারে ইন্দ্র তাঁর অনুগত 'এতশ' ঋষির জন্য সূর্যের গতি ব্যাহত করেছিলেন।

আয়ং জনা অভিচক্ষে জগামেন্দ্রঃ সখায়ং সুতসোমমিচ্ছন্।
বদন্ গ্রাবাব বেদিং ভ্রিয়াতে যস্য জীরমধ্বর্যবশ্চরন্তি ॥১২॥

হে মানবগণ! এই ইন্দ্র এই স্থানে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে, সোমসবনকারী কোনও বন্ধুর অন্বেষণে আগমন করেছেন। শব্দরত প্রস্তরখণ্ডসকল (যজ্ঞীয়) বেদির প্রতি নীত হবে— যে সকল প্রস্তরকে অধ্বর্যুগণ দ্রুত ক্ষেপণ করেন ॥১২॥

যে চাকনন্ত চাকনন্ত নূ তে মর্তা অমৃত মো তে অংহ আরন্।
বাবন্ধি যজ্যূঁরুত তেষু ধেহ্যোজো জনেষু যেষু তে স্যাম ॥১৩॥

যে সকল মর্ত্যবাসীগণ আনন্দিত ছিলেন তাঁরা যেন আনন্দ উপভোগ করেন। হে অমৃতময়, যেন তাঁরা কোন বিদ্বেষ অনুভব না করেন। যাঁরা যজমান তাঁদের সমৃদ্ধি দান কর এবং সেই সকলজনের প্রতি শক্তি নিধান কর, আমরাও যাদের অন্তর্গত থাকব ॥১৩॥

(সূক্ত-৩২)

ইন্দ্র দেবতা। অত্রির অপত্য গাতু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১২।

অদর্দরুৎসমসৃজো বি খানি ত্বমর্ণবান্ বদ্বধানাঁ অরম্ণাঃ।
মহান্তমিন্দ্র পর্বতং বি যদ্ বঃ সৃজো বি ধারা অব দানবং হন্ ॥১॥

তুমি উৎসকে বিদারণ করেছিলে; প্রপাতসমূহকে অবারিত করেছিলে এবং আবদ্ধ জলরাশিকে প্রশমিত করেছিলে। যখন, ইন্দ্র, তুমি বিপুল পর্বতকে বিদীর্ণ করে, দানবকে বধ করে প্রস্রবণ সকলকে প্রবাহিত করে দিয়েছিলে ॥১॥

টীকা—উৎস— বর্ষার মেঘ; খানি— অন্তরিক্ষের জলধারা; পর্বত— মেঘপুঞ্জ

ত্বমুৎসাঁ ঋতুভির্বদ্বধানাঁ অরংহ উধঃ পর্বতস্য বজ্রিন্।
অহিং চিদুগ্র প্রযুতং শয়ানং জঘন্বাঁ ইন্দ্র তবিষীমধত্থাঃ ॥২॥

হে বজ্রধারিন্! যে সকল জলের উৎস বর্ষণকালে পর্বতের বক্ষদেশে কঠোরভাবে অব-বদ্ধ ছিল তুমি তাদের স্রাবিত করেছিলে। বলবান ইন্দ্র, সেই বিস্তৃতভাবে শায়িত সর্পকে বিনাশ করে তুমি তোমার ক্ষমতা প্রকটিত করেছিলে ॥২॥

ত্যস্য চিন্মহতো নির্মৃগস্য বধর্জঘান তবিষীভিরিন্দ্রঃ।
য এক ইদপ্রতির্মন্যমান আদস্মাদন্যো অজনিষ্ট তব্যান্ ॥৩॥

তাঁর শক্তির মাধ্যমে ইন্দ্র সেই বিপুল বন্য পশুরও অস্ত্রকে বিনষ্ট করেছিলেন, যে (পশু) একমাত্র নিজেকেই অদম্য রূপে চিন্তা করেছিল কিন্তু তার অপেক্ষা বলবত্তর অপর কেউ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ॥৩॥

ত্যং চিদেষাং স্বধয়া মদন্তং মিহো নপাতং সুবৃধং তমোগাম্।
বৃষপ্রভর্মা দানবস্য ভামং বজ্রেণ বজ্রী নি জঘান শুষ্ণম্ ॥৪॥

তাকে, নিজ শক্তির দ্বারা যে মত্ত, যে এই সকলের (দানবের স্বজন), যে মেঘের সন্তান, বিপুলভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অন্ধকারাবৃত, সেই দানবগণের তেজোভূতকে— শুষ্ণকে বজ্রধারী (ইন্দ্র) তাঁর বজ্র দ্বারা বিধ্বস্ত করেছিলেন ॥৪॥

ত্যং চিদস্য ক্রতুভির্নিষত্তমমর্মণো বিদদিদস্য মর্ম।
যদীং সুক্ষত্র প্রভৃতা মদস্য যুযুৎসন্তং তমসি হর্ম্যে ধাঃ ॥৫॥

তাকে (তিনি আঘাত করেছিলেন), তাই সেই (বৃত্র) নিপতিত হয়ে পড়েছিল তাঁর(ইন্দ্রের) অভিপ্রায় অনুসারে। তিনি কেবলমাত্র (যে নিজেকে) অজেয় (মনে করেছিল) তাঁর (অরক্ষিত) শক্তিকেন্দ্রকে খুঁজে পেয়েছিলেন। যখন উত্তেজক (সোমরস) আহুতির পরে, হে বীর্যবান সেই যুদ্ধাভিলাষীকে তুমি অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিলে ॥৫॥

ত্যং চিদিত্থা কৎপয়ং শয়ানমসূর্যে তমসি বাবৃধানম্।
তং চিন্মন্দানো বৃষভঃ সুতস্যোচ্চৈরিন্দ্রো অপগূর্যা জঘান ॥৬॥

সেই (দানবকে), এইভাবে ভয়ংকর ভাবে স্ফীত অবস্থায় শায়িতকে যে সূর্যহীন অন্ধকারে ক্রমবর্ধমান তাকেই কেবল, বীর ইন্দ্র, সোচ্চারে ভীতি প্রদর্শন করে সুতসোমজনিত উৎফুল্লতার সঙ্গে হনন করেছিলেন ॥৬॥

উদ্ যদিন্দ্রো মহতে দানবায় বধর্যমিষ্ট সহো অপ্রতীতম্।
যদীং বজ্রস্য প্রভৃতৌ দদাভ বিশ্বস্য জন্তোরধমং চকার ॥৭॥

যখন সেই বিপুল দানবের প্রতি ইন্দ্র তাঁর অস্ত্র উদ্যত করেছিলেন, (যে অস্ত্র) অদম্য শক্তির অনুরূপ, যখন তাঁর বজ্রের বিঘূর্ণনে তিনি তাকে চূর্ণিত করেছিলেন, তখন (তাকে) সকল প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্টতম করে তুলেছিলেন ॥৭॥

ত্যং চিদর্ণং মধুপং শয়ানমসিন্বং বব্রং[১] মহ্যাদদুগ্রঃ।
অপাদমত্রং মহতা বধেন নি দুর্যোণ আবৃণঙ্ মৃধ্রবাচম্ ॥৮॥

সেই ঘোররূপ (ইন্দ্র) সবলে সেই মধুপানকারী, জলরাশিতে শায়িত, চির অতৃপ্ত বিপুল গহ্বরের ন্যায় (দানবকে) বন্দী করেছিলেন। সেই পাদহীন অপভাষীকে, শক্তিমান অস্ত্রের মাধ্যমে তারই বাসস্থানে তিনি বিনাশ করেছিলেন ॥৮॥

১. বব্র— আচ্ছাদন— সায়ণভাষ্য

কো অস্য শুষ্মং তবিষীং বরাত একো ধনা ভরতে অপ্রতীতঃ।
ইমে চিদস্য জ্রয়সো নু দেবী ইন্দ্রস্যৌজসো ভিয়সা জিহাতে ॥৯॥

কে তাঁর শক্তিকে, তাঁর প্রবলতাকে অবরুদ্ধ করতে পারে? অদম্য তিনি একাকী ধন আহরণ করেন। এমনকী এই দুই দেবী (দ্যাবাপৃথিবী) ইদানীং ইন্দ্রের ক্ষমতার ভয়ে তাঁর বিস্তারের (সীমা) হতে অপসরণ করেন ॥৯॥

ন্যস্মৈ দেবী স্বধিতির্জিহীত ইন্দ্রায় গাতুরুশতীব যেমে।
সং যদোজো যুবতে বিশ্বমাভিরনু স্বধাব্নে ক্ষিতয়ো নমন্ত ॥১০॥

তাঁর অভিমুখে দিব্য স্বতন্ত্রশক্তিও অবনত হয়; ইন্দ্রের প্রতি গাতু [কবিনাম/পৃথিবী] যেন কামনাযুক্তা (পত্নী)র ন্যায় আগমন করে। যখন তাঁর সম্পূর্ণ শক্তিকে এই সকল জনের প্রতি নিয়োগ করেন তখন মানবগণ সেই স্বরাটের অভিমুখে নত হয় ॥১০॥

একং নু ত্বা সৎপতিং পাঞ্চজন্যং জাতং শৃণোমি যশসং জনেষু।
তং মে জগৃভ্র আশসো নবিষ্ঠং দোষা বস্তোর্হবমানাস ইন্দ্রম্ ॥১১॥

আমি শুনেছি তুমি পঞ্চজন গোষ্ঠীর অদ্বিতীয় অধিপতি রূপে জাত হয়েছিল, মানবগণের মধ্যে তুমি প্রখ্যাত। আমার প্রার্থনাসমূহ (সর্বদা) তাঁকেই নূতনতরভাবে একান্ত আশ্রয় করেছে, প্রভাত ও সায়ংকালে ইন্দ্রকে আহ্বান করতে করতে ॥১১॥

টীকা— পঞ্চজন গোষ্ঠী—আর্যদের চতুবর্ণ এবং নিষাদ পঞ্চম গোষ্ঠী।

এবা হি ত্বামৃতুথা যাতয়ন্তং মঘা বিপ্রেভ্যো দদতং শৃণোমি।
কিং তে ব্রহ্মাণো গৃহতে সখায়ো যে ত্বায়া নিদধুঃ কামমিন্দ্র ॥১২॥

এইভাবে ঋতুর অনুক্রমে কর্মে প্রেরণাদাতা এবং কবিগণের প্রতি ধনদাতা তোমার কথা আমি শুনে থাকি। হে ইন্দ্র, তোমার মিত্রভূত যে সকল স্তোতা তোমার প্রতি তাঁদের প্রার্থনা উপন্যস্ত করেছেন তাঁরা কী প্রাপ্ত হয়েছেন? ॥১২॥

অনুবাক-৩

(সূক্ত-৩৩)

ইন্দ্র দেবতা। প্রজাপতির অপত্য সম্বরণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১০।

মহি মহে তবসে দীধ্যে নৃনিন্দ্রায়েত্থা তবসে অতব্যান্।
যো অস্মৈ সুমতিং বাজসাতৌ স্তুতো জনে সমর্যশ্চিকেত ॥১॥

সেই মহিমাময়ের জন্য, শ্রেষ্ঠ মানবগণের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিমানের, ইন্দ্রের জন্য আমি মহান স্তোত্র প্রকাশ করি এইভাবে যে (আমি) শক্তিহীন, (ইন্দ্র) অত্যন্ত শক্তিধর, তাঁর প্রতি স্তুতি প্রাপ্ত হয়ে (মানবগণের) এই শোভনবুদ্ধির প্রতি ধনজয়ের উদ্দেশে সংগ্রামের সময়ে যিনি তাঁর গণের সঙ্গে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন ॥১॥

স ত্বং ন ইন্দ্র ধিয়সানো অর্কৈর্হরীণাং বৃষন্ যোক্ত্রমশ্রেঃ।
যা ইত্থা মঘবন্ননু জোষং বক্ষো অভি প্রার্যঃ সক্ষি জনান্ ॥২॥

ইন্দ্র, তুমি আমাদের স্তুতিমন্ত্র সকল প্রণিধান করে, তোমার পিঙ্গল অশ্বসকলের রশনাকে সংযোজন কর, হে বলবান, মঘবন, তুমি স্বেচ্ছায় প্রসন্নতার সঙ্গে এই স্থানের অভিমুখে আগমন কর। তুমি আমাদের বিরোধী মানবগণকে পরাজিত করবে ॥২॥

ন তে ত ইন্দ্রাভ্য স্মদৃষ্বাহযুক্তাসো অব্রহ্মতা যদসন্।
তিষ্ঠা রথমধি তং বজ্রহস্তাঽঽ রশ্মিং দেব যমসে স্বশ্বঃ ॥৩॥

হে মহান ইন্দ্র! তারা সকলে আমাদের প্রতি অভিবর্তিত ছিল না, যখন স্তুতির অভাবে তারা অসংযুক্ত ছিল। সেই রথের উপরে আরোহণ কর, বজ্রধারী, এবং উত্তম অশ্বসকলের প্রভু, তুমি রশ্মি আকর্ষণ কর ॥৩॥

পুরূ যৎ ত ইন্দ্র সন্ত্যুকথা গবে চকর্থোর্বরাসু যুধ্যন্।
ততক্ষে সূর্যায় চিদোকসি স্বে বৃষা সমৎসু দাসস্য নাম চিৎ ॥৪॥

হে ইন্দ্র, যেহেতু তোমার জন্য বহু স্তোত্র(রচিত) আছে এবং গাভীগুলির জন্য ক্ষেত্রসমূহে যুদ্ধে তুমি সক্রিয় ছিলে, সূর্যের জন্য তার নিজ গৃহে, হে বীর, তুমি যুদ্ধকালে দাসেরও নাম নির্মাণ করেছ ।।৪।।

টীকা— Griffith মনে করেন এখানে সূর্যগ্রহণের কথা বলা হয়েছে, যে সূর্যকে ইন্দ্র দাসের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ করে তোলেন।

বয়ং তে ত ইন্দ্র যে চ নরঃ শর্ধো জজ্ঞানা যাতাশ্চ রথাঃ।
আস্মাঞ্জগম্যাদহিশুষ্ম সত্বা ভগো ন হব্যঃ প্রভৃথেষু চারুঃ ।।৫।।

আমরা তোমার (অধীন), হে ইন্দ্র! যেমন তোমার (অধীন) সেই শ্রেষ্ঠ নরগণ (মরুৎ?) যাঁরা শক্তি বিষয়ে সচেতন (আজন্ম দলবদ্ধ), এবং যাঁদের রথগুলি গতিশীল; সেই সুদক্ষ যোদ্ধা (ইন্দ্র) আমাদের অভিমুখে এই স্থানে যেন আগমন করেন, ওহে অহির ন্যায় বলবান! সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অনুকূল (ইন্দ্রকে) ভগের ন্যায় আহ্বান করা উচিৎ ।।৫।।

পপৃক্ষেণ্যমিন্দ্র ত্বে হ্যোজো নৃম্ণানি চ নৃতমানো অমর্তঃ।
স ন এনীং বসবানো রয়িং দাঃ প্রার্যঃ স্তুষে তুবিমঘস্য দানম্ ।।৬।।

একান্তভাবে কাম্য ও মানবোচিত শক্তি তোমার মধ্যে বিদ্যমান, ইন্দ্র; নৃত্যরত অমরণধর্মা তুমি বিচিত্র ধন আমাদের প্রতি দান কর, হে সম্পদবিজেতা; যাঁর ধন শক্তিশালী সেই মিত্রের বদান্যতাকে আমি প্রশংসা করি ।।৬।।

টীকা— নৃতমানঃ—যুদ্ধকে নৃত্য বলা হচ্ছে।

এবা ন ইন্দ্রোতিভিরব পাহি গৃণতঃ শূর কারূন্।
উত ত্বচং দদতো বাজসাতৌ পিপ্রীহি মধ্বঃ সুষুতস্য চারোঃ ।।৭।।

অতএব, ইন্দ্র তোমার রক্ষণসকল যোগে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, হে বীর, এই স্তোতৃবৃন্দকে, কবিদের রক্ষা কর। এবং সম্পদবিজয়ের কালে যারা রমণীয় এবং সম্যক অভিষুত সোমের ত্বক প্রদান করে তাদের প্রতি অনুকূল হয়ে থাক ।।৭।।

উত ত্যে মা পৌরুকুৎস্যস্য সূরেস্ত্রসদস্যোর্হিরণিনো ররাণাঃ।
বহন্তু মা দশ শ্যেতাসো অস্য গৈরিক্ষিতস্য[১] ক্রতুভির্নু সশ্চে ।।৮।।

এবং এই দশটি অশ্ব, যা আমাকে পুরুকুৎসের পুত্র, স্বর্ণ সম্পদে সমৃদ্ধ রাজা ত্রসদস্যু দান করেছেন, সেই সমুজ্জ্বলবর্ণ (অশ্ব) সকল যেন আমাকে বহন করে নিয়ে যায়। গৌরিক্ষিতের এই অভিলাষ অনুসারে আমি শীঘ্র আনীত হয়েছি ।।৮।।

১. গৌরিক্ষিত— ত্রসদস্যুর পুত্র।

উত ত্যে মা মারুতাশ্বস্য শোণাঃ ক্রত্বামঘাসো বিদথস্য রাতৌ।
সহস্রা মে চ্যবতানো দদান আনূকমর্যো বপুষে নার্চৎ ।।৯।।

এবং সেই সকল (আমাকে যেন বহন করে) মারুতাশ্বের রক্তাভ (অশ্বগুলি) যারা তাঁর ইচ্ছানুসারে যজ্ঞের দানরূপে প্রদত্ত, এবং চ্যবতান তাঁর স্বকীয় সহস্র (ধন) আমাকে প্রদান করছিলেন, প্রাচুর্যের সঙ্গে আমার অলংকরণের জন্য যা দান করেছিলেন ।।৯।।

টীকা—শ্লোকার্থ অস্বচ্ছ

উত ত্যে মা ধ্বন্যস্য জুষ্টা লক্ষ্মণ্যস্য সুরুচো যতানাঃ।
মহ্না রায়ঃ সংস্বরণস্য ঋষের্ব্রজং ন গাবঃ প্রযতা অপি গ্মন্ ।।১০।।

এবং এই সকল কাম্য অশ্ব, যারা উজ্জ্বল এবং সক্রিয়, লক্ষ্মণের পুত্র ধন্য উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর সম্পদের মহিমাবশে এই (অশ্বগুলি) আগমন করেছিল যেন ঋষি সংবরণের গোষ্ঠের প্রতি গাভীবৃন্দ ।।১০।।

(সূক্ত-৩৪)

ইন্দ্র দেবতা। সম্বরণ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

অজাতশত্রুমজরা স্বর্বত্যনু স্বধামিতা দস্মমীয়তে।
সুনোতন পচত ব্রহ্মবাহসে পুরুষ্টুতায় প্রতরং দধাতন ।।১।।

স্বাধীন যে শক্তি, যা ক্ষয়হীন, স্বর্গীয় এবং অপরিসীম, তাঁর প্রতি গমন করে, যিনি অদ্ভুতকর্মা এবং যাঁর শত্রু জন্মগ্রহণই করেনি। সবন কার্য সম্পাদন কর, সেই স্তোত্র সমূহের বাহকের জন্য (হব্য) রন্ধন কর; বহুজনের দ্বারা স্তুত (ইন্দ্রের) প্রতি অধিকতর (আহুতি) প্রদান কর ।।১।।

আ যঃ সোমেন জঠরমপিপ্রতামন্দত মঘবা মধ্বো অন্ধসঃ।
যদীং মৃগায়[1] হন্তবে মহাবধঃ সহস্রভৃষ্টিমুশনা বধং যমৎ ॥২॥

যিনি সোমরসের দ্বারা উদরকে পরিপূর্ণ করেছিলেন, সেই ধনবান মধুর সোমের পানের কারণে উত্তেজিত হয়েছিলেন যখন উশনা এই বন্য পশুকে বধ করার জন্য সেই ভয়ংকর হননকারী সহস্রশল্যযুক্ত অস্ত্র (তাঁকে) দিয়েছিলেন ॥২॥

১. মৃগায়— বৃত্র অথবা অহি; সায়ণভাষ্যে মৃগ নামে দানব উশনা— কাব্য উশনস্, ইন্দ্রের প্রিয় বন্ধু; ঋ- ১.১২১.১২ অনুসারে তিনি ইন্দ্রকে তাঁর বজ্র দিয়েছিলেন।

যো অস্মৈ ঘ্রংস উত বা য ঊধনি সোমং সুনোতি ভবতি দ্যুমাঁ অহ।
অপাপ শক্রস্ততনুষ্টিমূহতি তনূশুভ্রং মঘবা যঃ কবাসখঃ ॥৩॥

তাঁর জন্য যিনি সোম পেষণ করেন, (দিনের) তাপে অথবা যিনি (মেঘবৃষ্টির) শৈত্যে, তিনি অবশ্যই খ্যাতিমান হয়ে থাকেন। সেই শক্তিমান ইন্দ্র মঘবন, যিনি কবির বন্ধু, তাঁর শরীরের সমুজ্জ্বল বিস্তৃতিকে ক্রমে ক্রমে বর্ধিত করেন ॥৩॥

টীকা— কবি— কাব্য উশনস্

অপাপঃ শক্রঃ... সায়ণভাষ্য অনুসারে যে মানব তার সন্ততিদের বিষয়ে গর্বিত এবং স্বয়ং অলংকারশোভিত এবং যিনি ধনবান হয়েও অপকৃষ্ট পুরুষের (যাগহীনের) বন্ধু তাকে ইন্দ্র পরিত্যাগ করেন।

যস্যাবধীৎ পিতরং যস্য মাতরং যস্য শক্রো ভ্রাতরং নাত ঈষতে।
বেতীদ্বস্য প্রযতা যতঙ্করো ন কিল্বিষাদীষতে বস্ব আকরঃ ॥৪॥

সেই বলবান (ইন্দ্র) যার পিতাকে বধ করেছেন, যার মাতাকে, যার ভ্রাতাকে— তার থেকেও (ভীত হয়ে) পলায়ন করেন না, অপিচ তিনি যথাযথভাবে তাঁর হব্যাদি গ্রহণ করেন; সেই দণ্ডদাতা, তাঁর (কৃত)পাপের কারণে ভীত হয়ে থাকেন না, তিনি সম্পদের উৎসস্বরূপ ॥৪॥

টীকা—যার অর্থাৎ যাগহীনের পিতা ইত্যাদিকে বধ করেছেন, তাদের শাস্তি দিয়েছেন। সেই কারণে ইন্দ্র ভীত থাকেন না।

ন পঞ্চভির্দশভির্বষ্ট্যারভং নাসুন্বতা সচতে পুষ্যতা চন।
জিনাতি বেদমুয়া হন্তি বা ধুনিরা[1] দেবয়ুং ভজতি গোমতি ব্রজে ॥৫॥

তিনি পঞ্চ বা দশের সাহায্যে (হব্যাদি) গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন না; যে সোম অভিষবন করে না সেরূপ ব্যক্তি সমৃদ্ধিশালী হলেও তার সঙ্গে থাকেন না। সেই উগ্র, তাকে এই ভাবে অথবা ঐ ভাবে জয় করেন অথবা (তাকে) হনন করেন। এবং দেবতা অভিলাষীকে তিনি গাভীসমৃদ্ধ গোষ্ঠ দান করে থাকেন ॥৫॥

১. ধুনিঃ— সায়ণভাষ্য— যিনি শত্রুদের কম্পিত করেন।

বিত্বক্ষণঃ সমৃতৌ চক্রমাসজো ঽসুন্বতো বিষুণঃ সুন্বতো বৃধঃ।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য দমিতা বিভীষণো যথাবশং নয়তি দাসমার্যঃ ॥৬॥

সংঘর্ষে বিশেষ দক্ষ তিনি, চক্রকে (রথের সঙ্গে) দৃঢ়বদ্ধ করে সবনহীন মানবের বিরোধিতা করেন এবং সবনকারীকে সমৃদ্ধ করে থাকেন। ইন্দ্র সকল মানবের শাসক, তিনি ভয়ংকর; সেই আর্য তাঁরই ইচ্ছানুসারে দাসকে পরিচালিত করেন ॥৬॥

সমীং পণেরজতি ভোজনং মুষে বি দাশুষে ভজতি সূনরং বসু।
দুর্গে চন ধ্রিয়তে বিশ্ব আ পুরু জনো যো অস্য তবিষীমচুক্রুধৎ ॥৭॥

তিনি সকল বণিক (বিদেশী পণি) গণের আহার্যকে একত্রিত করে থাকেন হরণ করার উদ্দেশে; কিন্তু হবির্দাতা (যজমানকে) উত্তম সম্পদ প্রদান করেন। অতিদুর্গম স্থানে সেই সকল মানুষ প্রত্যেকে দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ থাকে যারা এই ইন্দ্রের তেজকে সংক্ষোভিত করেছে ॥৭॥

সং যজ্জনৌ সুধনৌ বিশ্বশর্ধসাববেদিন্দ্রো মঘবা গোষু শুভ্রিষু।
যুজং হ্যন্যমকৃত প্রবেপন্যুদীং গব্যং সৃজতে সত্বভির্ধুনিঃ ॥৮॥

যখন দুই ধনবান ব্যক্তি তাদের সকল বাহিনী সহ পরস্পর (দ্বন্দ্বে) একত্রিত হয় তখন মঘবন ইন্দ্র শোভনগাভীযূথের জন্য তাদের সংঘর্ষ (বিষয়ে) জ্ঞাত থাকেন। (সকলকে) প্রকম্পিতকারী তিনি তাদের অন্যতমকে সহযোগী করে থাকেন, তিনি, সেই আলোড়নকারী তাঁর সঙ্গীগণসহ নিজের প্রতি সেই পশুসম্পদকে পরিচালিত করেন ॥৮॥

সহস্রসামাগ্নিবেশিং গৃণীষে শত্রিমগ্ন উপমাং কেতুমর্যঃ।
তস্মা আপঃ সংযতঃ পীপয়ন্ত তস্মিন্ ক্ষত্রমমবৎ ত্বেষমস্তু ॥৯॥

হে অগ্নি! আমি সেই সহস্রবিজয়ী অগ্নিবেশিকে শত্রিকে, যিনি উদার যজমানের তুলনাস্বরূপ এবং প্রজ্ঞানচিহ্নস্বরূপ তাঁকে স্তুতি করব। তাঁর প্রতি যেন জলরাশি নিয়ত বিস্ফারিত হয়ে থাকে; শক্তিময় এবং প্রদীপ্ত ভূমির অধিকার যেন তিনি লাভ করেন ।।৯।।

টীকা—অগ্নিবেশি— শত্রি, অগ্নিবেশের পুত্র। তস্মিন্ ক্ষত্রম্— ইত্যাদি— যেন আধিপত্যময় এবং তেজোদীপ্ত ক্ষমতা তিনি লাভ করেন— Jamison.

(সূক্ত-৩৫)

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার অপত্য প্রমূবসু ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।

যস্তে সাধিষ্ঠোঽবস ইন্দ্র ক্রতুষ্টমা ভর।
অস্মভ্যং চর্ষণীসহং সস্নিং বাজেষু দুষ্টরম্ ॥১॥

তোমার শ্রেষ্ঠ সুফলদায়ক ক্ষমতাকে আমাদের সহায়তার জন্য ইন্দ্র, এই স্থানের প্রতি আনয়ন কর। যা আমাদের জন্য মানবগোষ্ঠী সকলকে বিজয় করে, এবং যুদ্ধে দুর্ধষ হয়ে সম্পদ লাভ করে ।।১।।

যদিন্দ্র তে চতস্রো যচ্ছূর সন্তি তিস্রঃ।
যদ্ বা পঞ্চ ক্ষিতীনামবস্তৎ সু ন আ ভর ॥২॥

তোমার যতসংখ্যক সহায়তাই থাক, হে ইন্দ্র, চতুঃসংখ্যক অথবা ত্রি, হে বীর, অথবা পঞ্চ জনগোষ্ঠী সকলের— আমাদের প্রতি ইদানীং সেই সামগ্রিক সহায়তা আনয়ন কর ।।২।।

টীকা—সায়ণভাষ্য—চতুঃ— চারিবর্ণের প্রতি প্রদত্ত সহায়তা; ত্রি-ত্রিভুবন।

আ তেঽবো বরেণ্যং বৃষন্তমস্য হূমহে।
বৃষজূতির্হি জজ্ঞিষ আভূভিরিন্দ্র তুর্বণিঃ ॥৩॥

তোমার যে সহায়তা সর্বাধিক প্রার্থনীয়, সর্বাধিক শক্তিসম্পন্ন তাকেই আমাদের অভিমুখে আমরা আহ্বান করছি। কারণ, তুমি বীরোচিত (বৃষভোচিত) শক্তিসহ জন্ম নিয়েছিল ইন্দ্র, সদাপ্রস্তুত (সহায়কগণের) সঙ্গে বিজয়ী রূপে ।।৩।।

টীকা—সহায়ক— মরুৎগণ।

বৃষা হ্যসি রাধসে জজ্ঞিষে বৃষ্ণি তে শবঃ।
স্বক্ষত্রং তে ধৃষন্মনঃ সত্রাহমিন্দ্র পৌংস্যম্ ॥৪॥

তুমি অভীষ্ট ফলদায়ক; (আমাদের) সমৃদ্ধির জন্য তুমি জন্ম নিয়েছিলে; তোমার ক্ষমতা দুর্ধর্ষ। তোমার স্বকীয় শক্তিতে তোমার মন দৃঢ়। তোমার পৌরুষ সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করতে পারে ।।৪।।

ত্বং তমিন্দ্র মর্ত্যমমিত্রয়ন্তমদ্রিবঃ।
সর্বরথা শতক্রতো নি যাহি শবসম্পতে ॥৫॥

তুমি, ইন্দ্র, প্রস্তরের (বজ্রের) অধিপতি— বিপক্ষ আচরণকারীকে পরাভূত কর, তোমার রথের সকল শক্তি দ্বারা, হে বলের অধিপতি, শতকর্মের অনুষ্ঠাতা ।।৫।।

ত্বামিদ্ বৃত্রহন্তম জনাসো বৃক্তবর্হিষঃ।
উগ্রং পূর্বীষু পূর্ব্যং হবন্তে বাজসাতয়ে ॥৬॥

কারণ, তুমি সকল বাধার শ্রেষ্ঠ বিনাশক (অথবা শ্রেষ্ঠ বৃত্রহন্তারক), তোমাকে, ঘোররূপ, বহুজনের মধ্যে প্রধানকে, সম্পদজয়ের সংগ্রামকালে মানবগণ আহ্বান করে, যখন তারা কুশ ছেদন করে থাকে ।।৬।।

অস্মাকমিন্দ্র দুষ্টরং পুরোয়াবানমাজিষু।
সয়াবানং ধনেধনে বাজয়ন্তমবা রথম্ ॥৭॥

আমাদের রথকে, রক্ষা কর, হে ইন্দ্র, যা যুদ্ধকালে অগ্রে বিচরণ করে, যা দুর্দমনীয়, যা সর্বদা (তোমার?) সঙ্গে গমন করে এবং সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করে ।।৭।।

অস্মাকমিন্দ্রেহি নো রথমবা পুরংধ্যা।
বয়ং শবিষ্ঠ বার্যং দিবি শ্রবো দধীমহি দিবি স্তোমং মনামহে ॥৮॥

আমাদের অভিমুখে আগমন কর, ইন্দ্র, আমাদের রথকে প্রাচুর্যের সাহায্যে রক্ষা কর। আমরা আমাদের জন্য যেন, হে বলবত্তম! প্রত্যূষকালে (স্বর্গে) প্রার্থিত খ্যাতি প্রাপ্ত হতে পারি, এবং আমাদের স্তোত্রকে যেন উষাকালে (স্বর্গে) ধ্যান করতে পারি ।।৮।।

(সূক্ত-৩৬)

ইন্দ্র দেবতা। প্রভূবসু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

স আ গমদিন্দ্রো যো বসূনাং চিকেতদ্ দাতুং দামনো রয়ীণাম্।
ধন্বচরো ন বংসগস্তৃষাণশ্চকমানঃ পিবতু দুগ্ধমংশুম্ ॥১॥

যেন ইন্দ্র আমাদের প্রতি আগমন করেন; যিনি তাঁর সম্পদের (ভাণ্ডার) হতে ধন দান করার বিষয়ে যথাযথভাবে অবস্থিত থাকেন। পতিতক্ষেত্রে বিচরণরত তৃষিত মহিষের ন্যায় যেন তিনি সাগ্রহে অভিষুত সোমরস পান করেন ॥১॥

আ তে হনূ হরিবঃ শূর শিপ্রে রুহৎ সোমো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠে।
অনু ত্বা রাজন্নর্বতো ন হিন্বন্ গীর্ভির্মদেম পুরুহূত বিশ্বে ॥২॥

হে পিঙ্গল অশ্বদ্বয়ের অধীশ্বর, বীর! যেন সোমরস তোমার উভয় হনূতে তোমার গণ্ডদ্বয়ে আরোহণ করতে পারে, যেমনভাবে পর্বতের শিখরে (করে থাকে); হে বহুস্তুত রাজন! কোন অশ্বচালনারত ব্যক্তিকে যেরূপে (করা হয়) আমরা সকলে স্তুতিসমূহ-যোগে তোমাকে উল্লসিত করব ॥২॥

টীকা—সায়ণভাষ্য— যেমন অশ্বগুলিকে ভোজন যোগে করা হয় সেইরূপে আমরা সকলে... ইত্যাদি।

চক্রং ন বৃত্তং পুরুহূত বেপতে মনো ভিয়া মে অমতেরিদদ্রিবঃ।
রথাদধি ত্বা জরিতা সদাবৃধ কুবিন্নু স্তোষন্মঘবন্ পুরূবসুঃ[১] ॥৩॥

ঘূর্ণ্যমান চক্রের ন্যায় আমার হৃদয় দারিদ্রের অথবা অবহেলার ভয়ে কম্পমান। হে বহু(জনের) আহূত, প্রস্তর (বজ্র)ধারিন্! অবশ্যই যেন তোমার স্তোতা, পুরূবসু তোমার রথে আরোহণ করে তোমাকে প্রভূত প্রশস্তি করেন, হে সদাসমৃদ্ধিশীল মঘবন্ ॥৩॥

১. পুরূবসু— ঋষি নাম

এষ গ্রাবেব জরিতা ত ইন্দ্রেযর্তি বাচং বৃহদাশুষাণঃ।
প্র সব্যেন মঘবন্ যংসি রায়ঃ প্র দক্ষিণিদ্ধরিবো মা বি বেনঃ ॥৪॥

এই স্তোতা, (সবনরত) প্রস্তরের ন্যায়, তার কণ্ঠধ্বনি তোমার প্রতি প্রভূত আগ্রহে সোচ্চারে প্রেরণ করে থাকে, হে ইন্দ্র। হে ধনবান, হে পিঙ্গল অশ্বদ্বয়ের প্রভু! তোমার বামহস্ত দ্বারা ধনকে ধারণ কর এবং দক্ষিণ হস্তেও ধারণ কর; যেন নিরুদ্যম না হয়ে থাক ॥৪॥

বৃষা ত্বা বৃষণং বর্ধতু দ্যৌর্বৃষা বৃষভ্যাং বহসে হরিভ্যাম্।
স নো বৃষা বৃষরথঃ সুশিপ্র বৃষক্রতো বৃষা বজ্রিন্ ভরে ধাঃ ॥৫॥

যেন বলবান দ্যুলোক তোমার বলবৃদ্ধি করে থাকে, হে কাম্যফলবর্ষক; বলিষ্ঠ তুমি তোমার দুই বলিষ্ঠ পিঙ্গলঅশ্বদ্বারা বাহিত হয়ে থাকো। শোভনশিরস্ত্রাণধারী তুমি শক্তিমান রথযোগে, কাম্যফলবর্ষকরূপে, এবং দৃঢ় ইচ্ছাসম্পন্নরূপে, হে বজ্রধারিন্, বলবান তুমি আমাদের সংগ্রামকালে ধারণ (রক্ষা) কর ॥৫॥

যো রোহিতৌ বাজিনৌ বাজিনীবান্ ত্রিভিঃ শতৈঃ সচমানাবদিষ্ট।
যূনে সমস্মৈ ক্ষিতয়ো নমন্তাং শ্রুতরথায় মরুতো দুবোয়া ॥৬॥

ওহে মরুৎগণ, যেন সকল মানব আনুগত্যের সঙ্গে একত্রে এই তরুণ শ্রুতরথের সম্মুখে আনত হয়, যিনি প্রভূত অশ্বের অধিকারী এবং আমাকে দুটি বলবান গাঢ় বাদামী বর্ণের অশ্ব, তিনশত (গাভী) যোগে দান করেছিলেন ॥৬॥

(সূক্ত-৩৭)

ইন্দ্র দেবতা। অত্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

সং ভানুনা যততে সূর্যস্যাহজুহ্বানো ঘৃতপৃষ্ঠঃ স্বঞ্চাঃ।
তস্মা অমৃধ্রা উষসো ব্যুচ্ছান্ য ইন্দ্রায় সুনবামেত্যাহ ॥১॥

ঘৃতদ্বারা সিঞ্চিত, শোভনদর্শন তিনি সম্যক পূজিত হয়ে সূর্যের জ্যোতির প্রতি স্পর্ধা করে থাকেন। যেন অব্যাহতভাবে উষাসকল তাঁর (যজমানের) প্রতি আলোক বিতরণ করেন, যিনি বলেন আমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে সবন করব ॥১॥

সমিদ্ধাগ্নির্বনবৎ স্তীর্ণবর্হির্যুক্তগ্রাবা সুতসোমো জরাতে।
গ্রাবাণো যস্যেষিরং বদন্ত্যয়দধ্বর্যুর্হবিষাব সিন্ধুম্ ॥২॥

তিনি, যাঁর অগ্নি সম্যক প্রজ্বলিত হয়েছে, দর্ভ আস্তীর্ণ করা হয়েছে, তিনি জয় করে থাকেন; তাঁর সবনের প্রস্তরকে কর্মরত করে সোম অভিষবন করতে করতে তিনি স্তুতি করে থাকেন; যাঁর সবনের প্রস্তরখণ্ড উচ্চরব করতে থাকে সেই অধ্বর্যু হবিঃসহ নদীর উদ্দেশে গমন করেন ।।২।।

বধূরিয়ং পতিমিচ্ছন্ত্যেতি য ঈং বহাতে মহিষীমিষিরাম্।
আস্য শ্রবস্যাদ্ রথ আ চ ঘোষাৎ পুরূ সহস্রা পরি বর্তয়াতে ॥৩॥

এই বধূ স্বামীর সঙ্গ কামনায় নিকটে আগমন করছে, যে (স্বামী) তাকে প্রাণোচ্ছলা পত্নীরূপে নিজগৃহে নিয়ে যাবে, তার রথ এখানে খ্যাতির কামনা করে সর্বত্র উচ্চ নিনাদ করতে পারে; এবং (রথচক্র) বহু সহস্র বার আবর্তন করতে পারে ।।৩।।

টীকা—সায়ণভাষ্য- তার রথ এখানে বহু অন্ন বিতরণ করতে পারে।

ন স রাজা ব্যথতে যস্মিন্নিন্দ্রস্তীব্রং সোমং পিবতি গোসখায়ম্।
আ সত্বনৈরজতি হন্তি বৃত্রং ক্ষেতি ক্ষিতীঃ সুভগো নাম পুষ্যন্ ॥৪॥

সেই রাজা কখনোই বিপন্ন হতে পারে না যাঁর মাধ্যমে ইন্দ্র তীব্র (উত্তেজক) গোদুগ্ধ সংমিশ্রিত সোমরস পান করেন। বীরগণসহ তিনি নিকটে আগমন করেন। তিনি বৃত্রকে বিনাশ করেন; মঙ্গলময় রূপে, সেই নামকে বহন করে প্রজাদের রক্ষা করেন ।।৪।।

পুষ্যাৎ ক্ষেমে অভি যোগে ভবাত্যুভে বৃতৌ সংযতী সং জয়াতি।
প্রিয়ঃ সূর্যে প্রিয়ো অগ্না ভবাতি য ইন্দ্রায় সুতসোমো দদাশৎ ॥৫॥

যেন তিনি শান্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে থাকেন এবং যেন যুদ্ধকালে আধিপত্য লাভ করেন; উভয় বিরোধীপক্ষের যুগপৎ সংঘর্ষে তিনি সমূহ জয় প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। তিনি সূর্যের প্রিয়, অগ্নির প্রিয়, যিনি সোমরস সবন করে ইন্দ্রের পরিচর্যা করে থাকেন ।।৫।।

(সূক্ত-৩৮)

ইন্দ্র দেবতা। অত্রি ঋষি। অনুষ্টুপ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

উরোষ্ট ইন্দ্র রাধসো বিভ্বী রাতিঃ শতক্রতো।
অধা নো বিশ্বচর্ষণে দ্যুম্না সুক্ষত্র মংহয় ॥১॥

হে শতকর্মের অনুষ্ঠাতা ইন্দ্র, তোমার প্রভূত অনুগ্রহের বদান্যতা বিস্তৃত হয়ে থাকে, অতএব হে লোকসমূহের শোভন অধিপতি, সকল মানবের অধিশ্বর আমাদের প্রতি দীপ্তিময় (ধন) দান কর ।।১।।

যদীমিন্দ্র শ্রবায্যমিষং শবিষ্ঠ দধিষে।
পপ্রথে দীর্ঘশ্রুত্তমং হিরণ্যবর্ণ দুষ্টরম্ ॥২॥

হে বলবত্তম ইন্দ্র! যে প্রশংসনীয় অন্নকে তুমি ধারণ কর, সেই অন্ন সর্বাধিক খ্যাতিসহ পরিব্যাপ্ত এবং অজেয় হয়ে থাকে, হে স্বর্ণপ্রভ (দেবতা)! ।।২।।

শুষ্মাসো যে তে অদ্রিবো মেহনা কেতসাপঃ।
উভা[১] দেবাবভিষ্টয়ে দিবশ্চ গ্মশ্চ রাজথঃ ॥৩॥

হে বজ্রবান, তোমার যেসকল তেজ সমৃদ্ধ (ঝঞ্ঝা) প্রভূতভাবে তোমার ইচ্ছাকে মান্য করে, তোমরা দেবতাযুগল, পৃথিবী ও স্বর্গ এই দুই (লোককে) রক্ষা করার উদ্দেশে শাসন করে থাক ।।৩।।

১. উভা দেবৌ— ইন্দ্র ও মরুৎগণ—সায়ণভাষ্য

উতো নো অস্য কস্য চিদ্ দক্ষস্য তব বৃত্রহন্।
অস্মভ্যং নৃম্ণমা ভরাহস্মভ্যং নৃম্ণস্যসে ॥৪॥

এবং তোমার এই কোন একপ্রকার নৈপুণ্যের বশে হে বৃত্র-বিনাশক, আমাদের প্রতি এই স্থানে তুমি বীরোচিত শক্তি আনয়ন কর; আমাদের উদ্দেশে তুমি বীরোচিত সম্মান অনুভব কর ।।৪।।

নূ ত আভিরভিষ্টিভিস্তব শর্মঞ্ছতক্রতো।
ইন্দ্র স্যাম সুগোপাঃ শূর স্যাম সুগোপাঃ ॥৫॥

ইদানীং তোমার এই সকল কর্তৃত্বব্যঞ্জক শক্তির বশে (যেন আমরা) তোমার আশ্রয় লাভ করি; হে শত কর্মের সম্পাদক ইন্দ্র, যেন আমরা শোভন রক্ষক লাভ করি; হে বীর, যেন আমরা উত্তম রক্ষক লাভ করি ॥৫॥

(সূক্ত-৩৯)

ইন্দ্র দেবতা। অত্রি ঋষি। অনুষ্টুপ, পঙ্ক্তি ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

যদিন্দ্র চিত্র মেহনা হস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ।
রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়াহস্ত্যা ভর ॥১॥

হে প্রস্তরবান (বজ্রধারি), প্রদীপ্ত ইন্দ্র, প্রচুর পরিমাণে যা কিছু তুমি দান কর সেই দানশীলতা আমাদের প্রতি দুই হস্তপূর্ণ করে আনয়ন কর, হে সম্পদের অন্বেষক! ॥১॥

যন্মন্যসে বরেণ্যমিন্দ্র দ্যুক্ষং তদা ভর।
বিদ্যাম তস্য তে বয়মকূপারস্য দাবনে ॥২॥

তুমি যাকে নির্বাচনযোগ্য চিন্তা করে থাক, হে ইন্দ্র, সেই স্বর্গীয় বস্তুকে এই স্থানের প্রতি আনয়ন কর। যেন আমরা তোমার দানক্রিয়াকে সীমাহীন(রূপে) অবগত হতে পারি ॥২॥

যৎ তে দিৎসু প্ররাধ্যং মনো অস্তি শ্রুতং বৃহৎ।
তেন দৃলহা চিদদ্রিব আ বাজং দর্ষি সাতয়ে ॥৩॥

তোমার যে প্রখ্যাত ও মহনীয়, দানকর্মে আগ্রহী মন জয়লাভে তৎপর থাকে, তার মাধ্যমে তুমি দৃঢ়বদ্ধকেও বিদারণ করে থাক, হে প্রস্তরের (বজ্রের) অধিপতি! নিজের শক্তি অথবা ধন লাভের উদ্দেশে ॥৩॥

মংহিষ্ঠং বো মঘোনাং রাজানং চর্ষণীনাম্।
ইন্দ্রমুপ প্রশস্তয়ে পূর্বীভির্জুজুষে গিরঃ ॥৪॥

সকল ধনবানের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা ধনবান, যিনি মানবসকলের অধিপতি, সেই ইন্দ্রকে তোমাদের (অত্রিগণের?) জন্য নিকটে, স্তুতির উদ্দেশে (আহ্বান করি)। বহু স্তুতির মাধ্যমে স্তোতৃবৃন্দ তাঁকে পরিতৃপ্ত করেছেন ॥৪॥

অস্মা ইৎ কাব্যং বচ উক্থমিন্দ্রায় শংস্যম্।
তস্মা উ ব্রহ্মবাহসে গিরো বর্ধন্ত্যত্রয়ো গিরঃ শুম্ভন্ত্যত্রয়ঃ ॥৫॥

তাঁর জন্য, মাত্র ইন্দ্রের জন্যই কবির বাক্যাবলী (রচিত হয়েছে); স্তোত্র দ্বারা প্রশস্তি করণীয়; সেই ব্রহ্মস্তোত্রের বাহকের উদ্দেশে অত্রিগণ তাঁদের প্রার্থনাসমূহ বর্ধিত করেন, অত্রিগণ তাঁদের প্রার্থনাকে পরিমার্জনা করেন ॥৫॥

(সূক্ত-৪০)

প্রথম ৪ ঋকের ইন্দ্র, পঞ্চমের সূর্য, অবশিষ্ট ৮ ঋকের অত্রি দেবতা। অত্রি ঋষি। উষ্ণিক্, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

আ যাহ্যদ্রিভিঃ সুতং সোমং সোমপতে পিব। বৃষন্নিন্দ্র বৃষভির্বৃত্রহন্তম ॥১॥

ইন্দ্র, আগমন কর, প্রস্তর সমূহ দ্বারা সুত সোমরস পান কর, হে সোমের অধিপতি, হে বলিষ্ঠ ইন্দ্র, তুমি শ্রেষ্ঠ বৃত্রহন্তা অথবা বাধা নিবারণকারী। তোমার শক্তিমানগণের সঙ্গে (আগমন কর) ॥১॥

বৃষা গ্রাবা বৃষা মদো বৃষা সোমো অয়ং সুতঃ। বৃষন্নিন্দ্র বৃষভির্বৃত্রহন্তম ॥২॥

সবনকার্যের প্রস্তরসকল কঠিন, উত্তেজক (পানীয়) তীব্র, এই অভিষুত সোম উত্তেজনাকারী; হে বলিষ্ঠ ইন্দ্র, তুমি শ্রেষ্ঠ বৃত্রহন্তা অথবা বাধা নিবারণকারী। তোমার শক্তিমানগণের সঙ্গে (আগমন কর) ॥২॥

বৃষা ত্বা বৃষণং হুবে বজ্রিঞ্চিত্রাভিরূতিভিঃ। বৃষন্নিন্দ্র বৃষভির্বৃত্রহন্তম ॥৩॥

(সোমরস) বর্ষণকারী আমি তোমাকে, কাম্যফলবর্ষককে, আবাহন করি! হে বজ্রধারিন, তোমার বহুবিধ সহায়তার কারণে; হে বলিষ্ঠ ইন্দ্র, শ্রেষ্ঠ বৃত্রহন্তা অথবা বাধা নিবারণকারী; তোমার শক্তিমান গণের সঙ্গে (আগমন কর) ॥৩॥

ঋজীষী বজ্রী বৃষভস্তুরাষাট্‌ছুষ্মী রাজা বৃত্রহা সোমপাবা।
যুক্ত্বা হরিভ্যামুপ যাসদর্বাঙ্‌ মাধ্যংদিনে সবনে মৎসদিন্দ্রঃ ॥৪॥

দুর্বার, বজ্রধারী, কাম্যফলদাতা অথবা বলবান, শক্তিধরগণের পরাভবকারী, সামর্থ্যবান, রাজা, বৃত্রহন্তা এবং সোমপানকারী— সেই (ইন্দ্র) তাঁর পিঙ্গল অশ্বদ্বয়কে সংযোজিত করে এই স্থান অভিমুখে যেন আগমন করেন; যেন মাধ্যন্দিনসবনে ইন্দ্র মত্ততা অনুভব করেন ॥৪॥

টীকা—মাধ্যন্দিন সবন—সোমযাগে প্রত্যহ তিনবার সোমলতার রস নিষ্কাশন করা হয়। একে বলা হয় ত্রি-সবন। মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে করা হয়। একে বলা হয় দ্বি-সবন। মধ্যাহ্নে কৃত সবন কার্যকেই মাধ্যন্দিন সবন বলা হয়। এখানে ইন্দ্র দেবতা।

যৎ ত্বা সূর্য স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
অক্ষেত্রবিদ্ যথা মুগ্ধো ভুবনান্যদীধয়ুঃ ॥৫॥

যখন, হে সূর্য, অসুরবংশীয় স্বর্ভানু তোমাকে অন্ধকারের সাহায্যে বিদ্ধ করেছিল তখন সকল প্রাণীজগৎ বিভ্রান্ত অবস্থায় স্থানজ্ঞানহীন মানবের অনুরূপ অবলোকন করেছিল ॥৫॥

স্বর্ভানোরধ যদিন্দ্র মায়া অবো দিবো বর্তমানা অবাহন্।
গূল্‌হং সূর্যং তমসাপব্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণাবিন্দদত্রিঃ ॥৬॥

অনন্তর, হে ইন্দ্র, যখন তুমি স্বর্গ হতে অধোদেশে স্বর্ভানুর পরিবেষ্টনকারী ইন্দ্রজালসমূহকে বিধ্বস্ত করেছিলে, অত্রি তাঁর চতুর্থ স্তোত্রের সাহায্যে সূর্যকে, অন্ধকার দ্বারা ব্যাহতকর্মা, সংগুপ্ত অবস্থা হতে অন্বেষণ করে পেয়েছিলেন ॥৬॥

মা মামিমং তব সন্তমত্র ইরস্যা দ্রুগ্ধো ভিয়সা নি গারীৎ।
ত্বং মিত্রো অসি সত্যরাধাস্তৌ মেহাবতং বরুণশ্চ রাজা ॥৭॥

[সূর্যঃ], হে অত্রি, ঈর্ষ্যা এবং ভয়ের বশে যেন সেই দুষ্ট আমাকে, গ্রাস করতে না পারে, আমি তোমারই; তুমি যথার্থ কল্যাণসমূহের প্রেরক, মিত্র; তুমি এবং রাজা বরুণ উভয়ে যেন আমাকে সহায়তা কর ॥৭॥

গ্রাব্ণো ব্রহ্মা যুযুজানঃ সপর্যন্ কীরিণা দেবান্ নমসোপশিক্ষন্।
অত্রিঃ সূর্যস্য দিবি চক্ষুরাধাৎ স্বর্ভানোরপ মায়া অঘুক্ষৎ ॥৮॥

সেই ব্রহ্মণ্ অত্রি, (সবনকার্যের জন্য) প্রস্তরকে সমুদ্যত করে, প্রশস্তি ও শ্রদ্ধা যোগে দেবগণকে যথাসাধ্য পরিচর্যা করে, সূর্যের চক্ষুকে স্বর্গলোকে প্রতিস্থাপন করেছিলেন এবং স্বর্ভানুর মায়াজাল অপসারিত করেছিলেন ॥৮॥

যং বৈ সূর্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ। অত্রয়স্তমন্ববিন্দন্ নহ্যন্যে অশক্নুবন্ ॥৯॥

যে সূর্যকে অসুরপুত্র স্বর্ভানু অন্ধকারে বিদ্ধ করেছিল, অত্রিগণ তাকে অনুসন্ধান করে পেয়েছিলেন, অপর কেউ সক্ষম হয়নি ॥৯॥

(সূক্ত-৪১)

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অতিজগতী, একপদা ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-২০।

কো নু বাং মিত্রাবরুণাবৃতায়ন্ দিবো বা মহঃ পার্থিবস্য বা দে।
ঋতস্য বা সদসি ত্রাসীথাং নো যজ্ঞায়তে বা পশুষো ন বাজান্ ॥১॥

হে মিত্র ও বরুণ, কে তোমাদের সত্যনিষ্ঠ (যজমান), যাঁকে মহান স্বর্গ হতে অথবা পৃথিবীলোক হতে অথবা সত্যের আসন হতে দান করা হবে? তোমরা যেন আমাদের পরিত্রাণ কর। অথবা যজ্ঞকারীকে সেই শক্তি দান কর যা পশুসম্পদ জয় করে ॥১॥

টীকা—ঋতস্য সদসি—যজ্ঞস্থলে।

তে নো মিত্রো বরুণো অর্যমায়ুরিন্দ্র ঋভুক্ষা মরুতো জুষন্ত।
নমোভির্বা যে দধতে সুবৃক্তিং স্তোমং রুদ্রায় মীল্‌হুষে সজোষাঃ ॥২॥

তাঁরা, মিত্র, বরুণ, অর্যমন, আয়ু[১], ঋভুগণের দলপতি ইন্দ্র, এবং মরুৎগণ যেন আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকেন; অথবা (তাঁদের প্রতি) যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে সুষ্ঠু রচিত স্তোত্র উপস্থাপন করেন, সমচিত্ত হয়ে যাঁরা দানশীল রুদ্রের জন্য প্রশস্তি উপভোগ করেন ॥২॥

১. আয়ু— সায়ণভাষ্য অনুসারে বায়ু।

আ বাং যেষ্ঠাশ্বিনা হুবধ্যৈ বাতস্য পত্মন্ রথ্যস্য পুষ্টৌ।
উত বা দিবো অসুরায় মন্ম প্রান্ধাংসীব যজ্যবে ভরধ্বম্ ॥৩॥

তোমরা অশ্বিনদ্বয়, বায়ুর গমনবেগে দ্রুততম ভ্রমণ করতে করতে, তোমাদের রথসংক্রান্ত সমৃদ্ধির কারণে এই স্থান অভিমুখে আহূত হয়ে থাক। অথবা (হে ঋত্বিক্!) স্বর্গের প্রভুর জন্য, যজনীয়ের জন্য অনুপ্রেরিত প্রশস্তিকে হব্যের ন্যায় আনয়ন কর ।।৩।।

টীকা—রথ্যস্য পুষ্টৌ—রথের অশ্বগুলিকে ভোজন করাবার উদ্দেশে—Griffith.
অসুর— এখানে রুদ্র অথবা সূর্য— সায়ণ

প্র সক্ষণো দিব্যঃ কণ্বহোতা ত্রিতো[১] দিবঃ সজোষা বাতো অগ্নিঃ।
পূষা ভগঃ প্রভৃথে বিশ্বভোজা আজিং ন জগ্মুরাশ্বশ্বতমাঃ ॥৪॥

সেই স্বর্গের বিজেতা, যাঁর হোতা কণ্ব, (অর্থাৎ) স্বর্গ হতে ত্রিত এবং বায়ু ও অগ্নি সমান ভাবে প্রীত হয়ে, পূষণ ও সকলের অন্নদাতা ভগ এই আহুতির প্রতি আগমন করেছেন যেন কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে দ্রুততম অশ্বসহিত ব্যক্তিগণ ।।৪।।

১. ত্রিত— সায়ণভাষ্য অনুসারে ত্রিলোকব্যাপী বায়ুর বিশেষণ এবং দিবঃ অর্থ সূর্য।

প্র বো রয়িং যুক্তাশ্বং ভরধ্বং রায় এষেঽবসে দধীত ধীঃ।
সুশেব এবৈরৌশিজস্য হোতা যে ব এবা মরুতস্তুরাণাম্ ॥৫॥

তোমার অশ্ববাহিত সম্পদকে অগ্রভাগে আনয়ন কর; সম্পদের অন্বেষণে সহায়তার উদ্দেশে অনুপ্রেরিত মনীষার প্রয়োগ কর। ঔশিজের হোতা (অগ্নি) সুষ্ঠু পথসমূহের মাধ্যমে সম্যকভাবে স্থিত হয়েছেন। হে মরুৎগণ, শক্তিশালী তোমাদের জন্যও এই সকল পথ (নির্দিষ্ট আছে) ।।৫।।

প্র বো বায়ুং রথযুজং কৃণুধ্বং প্র দেবং বিপ্রং পনিতারমর্কৈঃ।
ইষুধ্যব ঋতসাপঃ পুরন্ধীর্বস্বীর্নো অত্র পত্নীরা ধিয়ে ধুঃ ॥৬॥

বায়ু, যিনি রথকে সংযোজিত করেন তাঁকে সম্মুখে স্থাপন কর; সেই দেবতাকে, অগ্রভাগে যিনি ধীমান এবং স্তোত্র সকল দ্বারা স্তুতি করেন। স্তুতিরত অবস্থায়, সত্যনিষ্ঠভাবে প্রাচুর্য দান করতে করতে যেন মহীয়সী (দেব) পত্নীগণ তাঁদের মনীষা দ্বারা আমাদের রক্ষা করেন ।।৬।।

উপ ব এষে বন্দ্যেভিঃ শূষৈঃ প্র যহ্বী দিবশ্চিতয়দ্ভিরর্কৈঃ।
উষাসানক্তা বিদুষীব বিশ্বমা হা বহতো মর্ত্যায় যজ্ঞম্ ॥৭॥

আমি স্বর্গের দুই তরুণী কন্যার অভিমুখে প্রশংসনীয় সমৃদ্ধি এবং যোগ্যসম্মান সূচক স্তুতিসহ দ্রুত উপস্থিত হয়ে থাকি; রাত্রি এবং দিবা, যেন সর্বজ্ঞা; তাঁরা মানবগণের প্রতি যজ্ঞকে বহন করেন ।।৭।।

অভি বো অর্চে পোষ্যাবতো নৄন্ বাস্তোষ্পতিং ত্বষ্টারং ররাণঃ।
ধন্যা সজোষা ধিষণা নমোভির্বনস্পতীঁরোষধী রায় এষে ॥৮॥

আমি তোমাদের প্রতি, মানবগণের সমৃদ্ধি বিধায়কদের প্রতি, বসতি সকলের প্রভুর প্রতি, এবং ত্বষ্টার প্রতি হব্যাদি দান করতে করতে স্তুতি করি। শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি বৃক্ষসকলের প্রতি, ওষধী সকল এবং যজ্ঞবেদীর প্রতি সম্পদের প্রার্থনায় (স্তুতি করি) ।।৮।।

তুজে নস্তনে পর্বতাঃ সন্তু স্বৈতবো যে বসবো ন বীরাঃ।
পনিত আপ্ত্যো যজতঃ সদা নো বর্ধান্নঃ শংসং নর্যো অভিষ্টৌ ॥৯॥

পর্বত গুলি[১] যেন (আমাদের) সন্তানদের প্রতি আত্মজনের ন্যায় স্বচ্ছন্দে অনুকূল থাকে— যারা উত্তম বীরগণের অনুরূপ; যেন পূজনীয় আপ্ত্য, সর্বদা যিনি যজ্ঞার্হ, মানবগণের মিত্র আমাদের স্তোত্রকে চিরদিন অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন করেন এবং (আমাদের) সমীপবর্তী থাকেন ।।৯।।

১. পর্বতাঃ— পর্বতবাসী গোষ্ঠীসকল। আপ্ত্য— ত্রিত আপ্ত।

বৃষ্ণো অস্তোষি ভূম্যস্য গর্ভং ত্রিতো[১] নপাতমপাং সুবৃক্তি।
গৃণীতে অগ্নিরেতরী ন শূষৈঃ শোচিষ্কেশো নি রিণাতি বনা ॥১০॥

ত্রিধাস্থিত তাকে (অগ্নিকে), পার্থিব বীরের ভ্রূণকে, জলরাশির সন্তানকে সুষ্ঠুরচিত স্তোত্র দ্বারা প্রশস্তি করি। ধাবমান অশ্বের ন্যায়, অগ্নি, সমৃদ্ধিকর (স্তোত্র দ্বারা) স্তুত হয়েছেন; প্রদীপ্ত কেশসমৃদ্ধ তিনি বনভূমিকে ধ্বংস করে থাকেন ।।১০।।

১. ত্রিত— ত্রি লোকে স্থিত। অথবা ত্রিত ঋষি অগ্নিকে স্তুতি করেছেন ইত্যাদি।

কথা মহে রুদ্রিয়ায় ব্রবাম কদ্ রায়ে চিকিতুষে ভগায়।
আপ ওষধীরুত নোঽবন্তু দ্যৌর্বনা গিরয়ো বৃক্ষকেশাঃ ॥১১॥

কেমন করে আমরা মহিমাময় রুদ্রীয় (মরুৎ) গণের সঙ্গে কথা বলব? কেমনভাবে সেই সর্বজ্ঞ ভগের প্রতি, সম্পদের জন্য কথা বলব? যেন জলরাশি, ওষধীসকল এবং আকাশ আমাদের রক্ষা করে এবং বনভূমি ও বৃক্ষরূপ কেশ শোভিত পর্বতগুলিও (রক্ষা করে) ॥১১॥

শৃণোতু ন উর্জাং পতির্গিরঃ স নভস্তরীয়াঁ ইষিরঃ পরিজ্মা।
শৃণ্বন্ত্বাপঃ পুরো ন শুভ্রাঃ পরি স্রুচো[১] ববৃহাণস্যাদ্রেঃ ॥১২॥

যেন তিনি আমাদের স্তুতিসকল শ্রবণ করেন— সেই পোষণের অধিপতি; তিনি (অগ্নি) প্রোৎসাহী পরিভ্রমণকারী, মেঘের অপেক্ষায় দ্রুতগামী। যেন সকলে তাঁরা শ্রবণ করেন— সেই জলরাশি দুর্গ সকলের ন্যায় সমুজ্জ্বল হয়ে যাঁরা সমুন্নত পর্বতশ্রেণী হতে প্রবাহিত হয়ে থাকেন (অথবা জলরাশি যা পার্বত্য দুর্গগুলির মতো উজ্জ্বল যা স্রুক্ সমূহকে বেষ্টন করে থাকে) ॥১২॥

১. স্রুচঃ— সায়ণভাষ্যে সরণশীল— অর্থাৎ যজ্ঞীয় পাত্রসকল যা প্রবাহিত করার জন্য অবনত।

বিদা চিন্নু মহান্তো যে ব এবা ব্রবাম দস্মা বার্যং দধানাঃ।
বয়শ্চন সুভ্ব আব যন্তি ক্ষুভা মর্তমনুয়তং বধস্নৈঃ ॥১৩॥

কেবলমাত্র (আমাদের) জ্ঞানের মাধ্যমে, হে মহিমাময়গণ! আমরা ঘোষণা করব যা তোমাদের (গমন)পথ, হে অদ্ভুতকর্মাগণ; যখন আমরা আকাঙ্ক্ষিত (সম্পদ) প্রাপ্ত হয়েছি। পক্ষীকুলের ন্যায়, সেই (মরুৎগণ) এই স্থানে আগমন করে সম্যক স্থিত অবস্থায় বিরোধী মানবগণকে তাঁদের অস্ত্রদ্বারা (ধ্বংস করার জন্য) উত্তেজনার সঙ্গে শীঘ্র অবতরণ করেন ॥১৩॥

আ দৈব্যানি পার্থিবানি জন্মাংপশ্চাচ্ছা সুমখায় বোচম্।
বর্ধন্তাং দ্যাবো গিরশ্চন্দ্রাগ্রা উদা বর্ধন্তামভিষাতা অর্ণাঃ ॥১৪॥

আমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে জাত প্রাণীকুলকে এবং জলরাশিকে সেই উদারদাতার (ইন্দ্রের) অভিমুখে আহ্বান করি। যেন সমুজ্জ্বল ঊষা সহযোগে দিবসসকল আমার স্তুতিগুলিকে সমৃদ্ধ করে এবং বিজিত জলধারাসমূহের জলভার বর্ধিত হয় ॥১৪॥

পদেপদে মে জরিমা নি ধায়ি বরূত্রী বা শক্রা যা পায়ুভিশ্চ।
সিষক্তু মাতা মহী রসা নঃ স্মৎ সূরিভির্ঋজুহস্ত ঋজুবনিঃ ॥১৫॥

ক্রমানুসারে আমার স্তুতি প্রত্যেকের প্রতি নিবেদিত হয়েছে, বরূত্রী যেন রক্ষণ শক্তির মাধ্যমে শক্তি লাভ করেন, যেন মহতী জননী রসা আমাদের সঙ্গে অনুকূলভাবে বিদ্যমানা থাকেন, বীরগণের সঙ্গে তিনি প্রসারিত হস্তা হয়ে অগ্রে বর্তমান থাকেন ॥১৫॥

টীকা—রসা—পুরাকথায় অভিহিতা নদী যা পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ ব্যাপ্ত করে প্রবাহিতা। এখানে দেবীরূপে তাকে কল্পনা করা হয়েছে। সায়ণভাষ্য অনুসারে—পৃথিবী।

কথা দাশেম নমসা সুদানূনেবয়া মরুতো অচ্ছোক্তৌ প্রশ্রবসো মরুতো অচ্ছোক্তৌ।
মা নোঽহির্বুধ্ন্যো রিষে ধাদস্মাকং ভূদুপমাতিবনিঃ ॥১৬॥

কেমনভাবে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিচর্যা করতে পারি সেই বদান্য দাতৃবর্গকে, মরুৎগণকে, আহ্বানের প্রতি ক্ষিপ্র আগমনকারীগণকে, বহুখ্যাত মরুৎগণকে আবাহনের অভিমুখে (আগতকে)? যেন অহিবুধ্ন্য আমাদের কোন ক্ষতি না করেন। আমাদের জন্য যেন বিজয় সম্ভাবিত হয় ॥১৬॥

টীকা—অহির্বুধ্ন্য— অন্তরিক্ষের সর্পদানব।

ইতি চিন্নু প্রজায়ৈ পশুমত্যৈ দেবাসো বনতে মর্ত্যো ব আ দেবাসো বনতে মর্ত্যো বঃ।
অত্রা শিবাং তন্বো ধাসিমস্যা জরাং চিন্মে নির্ঋতির্জগ্রসীত ॥১৭॥

এখন এই সকল প্রার্থনার মাধ্যমে, সন্ততি এবং পশুসম্পদ(প্রাপ্তির) জন্য মানবগণ তোমাদের, হে দেবতাসকল, আনুকূল্য জয় করার (চেষ্টা করে)। দেবগণ, মানবেরা (নিজেদের) অনুকূলে তোমাদের জয় করার (চেষ্টা করে)। অন্যথায়, নির্ঋতি[১], আমার শরীরের মঙ্গলকর পোষণ গ্রাস করতে পারে, আমার নিজের জরা রূপে ॥১৭॥

১. নির্ঋতি— ধ্বংসের দেবতা

তাং বো দেবাঃ সুমতিমূর্জয়ন্তীমিষমশ্যাম বসবঃ শসা গোঃ।
সা নঃ সুদানুর্মৃলয়ন্তী দেবী প্রতি দ্রবন্তী সুবিতায় গম্যাঃ ॥১৮॥

হে শ্রেষ্ঠ (বসু) দেবগণ, যেন আমরা তোমাদের নিকট প্রার্থনার মাধ্যমে, এই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই, গাভীগণ হতে বলকারক খাদ্য প্রাপ্ত হই, সেই শোভনদাত্রী দয়াময়ী দেবী যেন আমাদের কল্যাণের জন্য শীঘ্র আমাদের সমীপে আগমন করেন ।।১৮।।

অভি ন ইলা[১] যূথস্য মাতা স্মন্নদীভিরুর্বশী বা গৃণাতু।
উর্বশী[২] বা বৃহদ্দিবা গৃণানাঽভ্যূর্ণ্বানা প্রভৃথস্যায়োঃ।
সিষক্তু ন উর্জব্যস্য পুষ্টেঃ ॥১৯॥

যেন, (পশু)কুলের জননীস্বরূপিণী ইলা এবং সকল নদী সহিতা উর্বশী আমাদের (অনুকূল) বচন বলেন। অথবা উর্ধ্ব স্বর্গে (স্থিতা) উর্বশী, স্তুত হতে হতে (অনুকূল থাকেন), যিনি জীবিত (মানবগণের) হব্যাদি গ্রহণ করে আচ্ছাদিত থাকেন। উর্জব্যের(সেই নামে রাজা অথবা পোষক) সমৃদ্ধির জন্য তিনি যেন আমাদের সাহচর্য দান করেন ।।১৯।।

১. ইলা— পৃথিবী;
২. উর্বশী— উদ্যমের দেবী রূপে কল্পিতা।

(সূক্ত-৪২)

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, ১৭-একনদা ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৮।

প্র শংতমা বরুণং দীধিতী গীর্মিত্রং ভগমদিতিং নূনমশ্যাঃ।
পৃষদ্যোনিঃ পঞ্চহোতা শৃণোত্বতূর্তপন্থা অসুরো ময়োভুঃ ॥১॥

যেন সর্বাধিক মঙ্গলময়ী প্রার্থনা এখন তার অনুপ্রেরিত মনীষাসহ বরুণের নিকট উপস্থিত হয়; যেন মিত্র, ভগ ও অদিতির নিকট উপস্থিত হতে পারে। যেন বিচিত্রবর্ণ উৎস হতে জাত সেই পঞ্চহোতার প্রভু[১], যাঁর পথ (সদা) অপ্রতিহত সেই আনন্দসম্ভূত এই (প্রার্থনা) শ্রবণ করেন ।।১।।

১. পঞ্চ হোতার প্রভু—সায়ণভাষ্যে বায়ু।
পৃষৎ যোনিঃ—সায়ণ—বিচিত্রবর্ণ অন্তরিক্ষ হতে জাত। Jamison—বিচিত্রবর্ণ গাভী অথবা ঘৃত হতে উৎপন্ন।

প্রতি মে স্তোমমদিতির্জগৃভ্যাৎ সূনুং ন মাতা হৃদ্যং সুশেবম্।
ব্রহ্ম প্রিয়ং দেবহিতং যদস্ত্যহং মিত্রে বরুণে যন্ময়োভু ॥২॥

যেন অদিতি আমার স্তুতিকে পরিগ্রহণ করেন যেমন করে মাতা তাঁর অন্তরের প্রিয় পুত্রকে গ্রহণ করেন। যে প্রিয় ব্রহ্মস্তোত্র দেবগণের মাধ্যমে বিহিত হয়েছে তা স্বয়ং মিত্র ও বরুণের প্রীতিকর, সেই স্তোত্র যেন আমি (নিবেদন করতে পারি) ।।২।।

উদীরয় কবিতমং কবীনামুনত্তৈনমভি মধ্বা ঘৃতেন।
স নো বসূনি প্রযতা হিতানি চন্দ্রাণি দেবঃ সবিতা সুবাতি ॥৩॥

সেই কবিগণের কবিকে উদ্দীপিত কর; ঘৃত মধু দ্বারা তাঁকে অভিষিক্ত কর। যেন তিনি— সেই সবিতৃদেব আমাদের প্রতি সর্বোত্তম এবং সম্যক স্থাপিত, আনন্দকর সম্পদ সকল প্রদান করেন ।।৩।।

সমিন্দ্র ণো মনসা নেষি গোভিঃ সং সূরিভির্হরিবঃ সং স্বস্তি।
সং ব্রহ্মণা দেবহিতং যদস্তি সং দেবানাং সুমত্যা যজ্ঞিয়ানাম্ ॥৪॥

আগ্রহীচিত্তে, হে ইন্দ্র, যেন আমাদের সঙ্গে গাভী সহ, বীরগণ সহ, কল্যাণ সহ সম্মিলিত হয়ে থাক, হে পিঙ্গল অশ্বগুলির অধিপতি। এবং দেবগণের নির্দেশিত যে ব্রহ্মস্তোত্র তার সঙ্গে, যজনীয় দেবগণের আনুকূল্যের সঙ্গে (যেন সম্মিলিত থাক) ।।৪।।

দেবো ভগঃ সবিতা রায়ো অংশ ইন্দ্রো বৃত্রস্য সংজিতো ধনানাম্।
ঋভুক্ষা বাজ উত বা পুরন্ধিরবন্তু নো অমৃতাসস্তুরাসঃ ॥৫॥

দেব ভগ, সবিতা যিনি সম্পদের অংশ বিভাজন করেন (অংশ=ত্বষ্টা), ইন্দ্র যিনি বৃত্রের এবং ধনসম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট বিজেতা, ঋভুগণের অধিপতি, বাজ (একজন ঋভু, এবং পুরন্ধি— প্রাচুর্যের অধিপতি) শক্তিমান ও অমরণধর্মা এঁরা সকলে যেন আমাদের রক্ষা করেন ।।৫।।

মরুত্বতো অপ্রতীতস্য জিষ্ণোরজূর্যতঃ প্র ব্রবামা কৃতানি।
ন তে পূর্বে মঘবন্ নাপরাসো ন বীর্যং নূতনঃ কশ্চনাপ ।।৬।।

আমরা সকলে তার কীর্তিসমূহ প্রকথন করব যিনি মরুৎগণের সহচর, অপ্রতিরোধ্য, জয়শীল এবং জরাবিহীন; হে ধনবান (মঘবন), অতীত কালের কেউ, পরবর্তী কালের কেউ অথবা অধুনাতন কেউ কোন ব্যক্তিই তোমার পৌরুষকে প্রাপ্ত হতে পারে না ।।৬।।

উপ স্তুহি প্রথমং রত্নধেয়ং বৃহস্পতিং সনিতারং ধনানাম্।
যঃ শংসতে স্তুবতে শংভবিষ্ঠঃ পুরুবসুরাগমজ্জোহুবানম্ ।।৭।।

সেই প্রধানকে স্তুতি কর যিনি রত্নসকল প্রদান করেন, বৃহস্পতি সম্পদ সকলের দাতা; যিনি স্তোতার প্রতি, প্রশস্তিকারীর প্রতি সর্বাধিক অনুকূল; তিনি অপর্যাপ্ত ধনের সঙ্গে তাঁর আহ্বানকারীর অভিমুখে আগমন করেন ।।৭।।

তবোতিভিঃ সচমানা অরিষ্টা বৃহস্পতে মঘবানঃ সুবীরাঃ।
যে অশ্বদা উত বা সন্তি গোদা যে বস্ত্রদাঃ সুভগাস্তেষু রায়ঃ ।।৮।।

হে বৃহস্পতি, তোমার রক্ষণসমূহের সংযোগে ধনবানগণ অদম্য এবং শোভনবীরগণ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছেন। যাঁরা অশ্বদান করেন বা গাভীদান করেন, যাঁরা বস্ত্র দান করেন তাঁদের প্রতি কল্যাণকর ধন (দান কর) ।।৮।।

বিসর্মাণং কৃণুহি বিত্তমেষাং যে ভুঞ্জতে অপৃণন্তো ন উক্থৈঃ।
অপব্রতান্ প্রসবে বাবৃধানান্ ব্রহ্মদ্বিষঃ সূর্যাদ্ যাবয়স্ব ।।৯।।

তাদের সম্পদ অপসারিত কর যারা দান না করেই আমাদের স্তোত্রসকল দ্বারা (প্রাপ্তি) উপভোগ করে। যারা ন্যায়বিধিকে অবমাননা করে, নিজ উদ্যোগেই সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে এবং দেববিদ্বেষী তাদের সূর্য হতে দূরে রাখ ।।৯।।

য ওহতে রক্ষসো দেববীতাবচক্রেভিস্তং মরুতো নি যাত।
যো বঃ শমীং শশমানস্য নিন্দাৎ তুচ্ছ্যান্ কামান্ করতে সিষ্বিদানঃ ।।১০।।

যে কেউ দেবগণের আহ্বানের কালে দানবকে স্তুতি করে থাকে, হে মরুৎগণ, চক্রহীন (রথ) দ্বারা তাদের অবনমিত কর। যে তোমার জন্য শ্রমনিরত তার শ্রমকে যে অমর্যাদা করে সে স্বয়ং ঘর্মসিক্ত হলেও তার কামনাসকল ব্যর্থ হবে ।।১০।।

তমু ষ্টুহি যঃ স্বিষুঃ সুধন্বা যো বিশ্বস্য ক্ষয়তি ভেষজস্য।
যক্ষ্বা মহে সৌমনসায় রুদ্রং নমোভির্দেবমসুরং দুবস্য ।।১১।।

তাকে প্রশংসা কর যার ধনুক ও বাণ উভয় শোভন, যে প্রত্যেক ওষধীর প্রভু। প্রভূত অনুগ্রহের জন্য রুদ্রকে যজনা কর, শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই দেবকে, প্রভুকে পরিচর্যা কর ।।১১।।

দমূনসো অপসো যে সুহস্তা বৃষ্ণঃ পত্নীর্নদ্যো বিভ্বতষ্টাঃ।
সরস্বতী বৃহদ্দিবোত রাকা দশস্যন্তীর্বরিবস্যন্তু শুভ্রাঃ ।।১২।।

গৃহস্বামীগণ, সুদক্ষ শিল্পীগণ, যেন বর্ষণকারীর (ইন্দ্রের?) পত্নীগণ এবং প্রসারের জন্য নির্মিত নদীসকল, সরস্বতী, বৃহদ্দিবা ও রাকা—যেন এই সকল সমুজ্জ্বলরূপিণীগণ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদানে ইচ্ছুক হয়ে বিস্তারিত হয়ে থাকেন ।।১২।।

প্র সূ মহে সুশরণায় মেধাং গিরং ভরে নব্যসীং জায়মানাম্।
য আহনা [১]দুহিতুর্বক্ষণাসু রূপা মিনানো অকৃণোদিদং নঃ ।।১৩।।

যিনি সুষ্ঠুশরণ্য সেই মহিমাময়ের উদ্দেশে আমি নূতন রূপে আমার মনে নির্মীয়মান ধী (সম্পন্ন)স্তুতি নিবেদন করি, তাঁর উদ্দেশে যিনি তাঁর কন্যার অভ্যন্তরে সানুগ্রহে বিবিধ রূপ বিন্যাস করতে করতে আমাদের জন্য এই সকল নির্মাণ করেছেন ।।১৩।

১. দুহিতুঃ— পৃথিবীর

প্র সুষ্টুতিঃ স্তনয়ন্তং রুবন্তমিলস্পতিং জরিতর্নূনমশ্যাঃ।
যো অব্দিমাঁ উদনিমাঁ ইয়র্তি প্র বিদ্যুতা রোদসী উক্ষমাণঃ ।।১৪।।

যেন আমাদের শোভন প্রশস্তি এখন সেই গর্জনরত, নিনাদরত পোষণের (অন্নোদকের) অধিপতির[১] নিকট উপস্থিত হতে পারে, হে স্তোতা—তাঁর নিকট, যিনি মেঘভারে সমৃদ্ধ, জলভারে সমৃদ্ধ হয়ে তাঁর বিদ্যুতের মাধ্যমে জলসেচন করতে করতে দ্যাবাপৃথিবীকে গতিময় করে তোলেন ।।১৪।।

১. পোষণের অধিপতি— পর্জন্য।

এষঃ স্তোমো মারুতং শর্ধো অচ্ছা রুদ্রস্য সূনূঁর্যুবন্যূঁরুদশ্যাঃ।
কামো রায়ে হবতে মা স্বস্ত্যুপ স্তুহি পৃষদশ্বাঁ অয়াসঃ ॥১৫॥

যেন এই স্তোত্র সেই মরুৎ সংঘের, রুদ্রের তারুণ্যদীপ্ত পুত্রদের অভিমুখে উপস্থিত হতে পারে; আমার আকাঙ্খা আমাকে সম্পদ ও কল্যাণের প্রতি আহ্বান করে; সেই বিচিত্রবর্ণ ক্লান্তিহীন অশ্বারোহীগণকে স্তুতি কর ॥১৫॥

প্রৈষ স্তোমঃ পৃথিবীমন্তরিক্ষং বনস্পতীঁরোষধী রায়ে অশ্যাঃ।
দেবোদেবঃ সুহবো ভূতু মহ্যং মা নো মাতা পৃথিবী দুর্মতৌ ধাৎ ॥১৬॥

যেন এই স্তুতি পৃথিবী, অন্তরিক্ষলোক, বৃক্ষসকল, ওষধীসকলের প্রতি সম্পদের প্রার্থনায় উপস্থিত হতে পারে। যেন প্রত্যেক দেবতা আমার প্রতি সহজে আহ্বানের উপযোগী হয়ে থাকেন; যেন জননী পৃথিবী আমাদের প্রতি কোনরূপ বিরূপতা না পোষণ করেন ॥১৬॥

উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম ॥১৭॥

হে দেবগণ, যেন আমরা বাধারহিত সুবিস্তৃত (পরিসরে) বাস করতে পারি ॥১৭॥

সমশ্বিনোরবসা নূতনেন ময়োভুবা সুপ্রণীতী গমেম।
আ নো রয়িং বহতমোত বীরানা বিশ্বান্যমৃতা সৌভগানি ॥১৮॥

যেন আমরা অশ্বিনদ্বয়ের নূতনতম সহায়তা, যা কল্যাণকর এবং যথাযথ পথ নির্ণায়ক তার সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারি, এই স্থানে আমাদের প্রতি সম্পদ বহন করে আনো, এই স্থানে বীরগণকে, এবং এই স্থানের প্রতি সকল সৌভাগ্যের মূলকে (প্রদান কর), হে অমর দেবদ্বয়! ॥১৮॥

যেন গাভীযূথ, অভীষ্ট সাধনে যারা ক্ষিপ্রভাবে রত, অনাহতভাবে আমাদের সমীপে এই স্থানে সুমিষ্ট জলভারের (দুগ্ধের) সঙ্গে আগমন করে। প্রভূত সম্পদের জন্য কবি স্তোতা আনন্দস্বরূপিণী সপ্ত মহতীকে (গাভী? নদী?) আবাহন করতে থাকেন ॥১॥

টীকা—সপ্ত নদী— পঞ্চ নদ, সরস্বতী ও কুভা।

আ সুষ্টুতী নমসা বর্তয়ধ্যৈ দ্যাবা বাজায় পৃথিবী অমৃধ্রে।
পিতা মাতা মধুবচাঃ সুহস্তা ভরেভরে নো যশসাববিষ্টাম্ ॥২॥

সুষ্ঠু স্তুতি যোগে, প্রণতি যোগে অক্লিষ্ট দ্যুলোক ও ভূলোককে এই স্থান অভিমুখে আমি শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে আবর্তিত করব। সেই পিতা ও মাতা যাঁরা মধুরভাষী এবং কল্যাণ হস্তযুক্ত—যেন প্রতি সংঘর্ষে সেই বহুখ্যাত যুগল আমাদের সহায়তা করেন ॥২॥

অধ্বর্যবশ্চকৃবাংসো মধূনি প্র বায়বে ভরত চারু শুক্রম্।
হোতেব নঃ প্রথমঃ পাহ্যস্য দেব মধ্বো ররিমা তে মদায় ॥৩॥

ওহে অধ্বর্যুগণ! সুমিষ্ট (হব্য অথবা পানীয়) প্রস্তুত করে বায়ুর উদ্দেশে সেই মনোহর উজ্জ্বল (সোম) আনয়ন কর। হোতার অনুরূপভাবে, আমাদের এই (পানীয়কে) প্রথম পান কর। হে দেবতা, তোমাকে এই মধু আমরা উৎফুল্ল করার জন্য নিবেদন করেছি ॥৩॥

দশ ক্ষিপো যুঞ্জতে বাহূ অদ্রিং সোমস্য যা শমিতারা সুহস্তা।
মধ্বো রসং সুগভস্তিগিরিষ্ঠাং চনিশ্চদদ্ দুদুহে শুক্রমংশুঃ ॥৪॥

দুই বাহু—শোভন হস্তদ্বয়ের সঙ্গে যারা সোমের নিষ্পেষণ (অভিষবন) করে থাকে এবং দশ অঙ্গুলি সকল সবনের প্রস্তরখণ্ডকে (কর্মে) নিযুক্ত করে। সেই লতা, সুষ্ঠু প্রসারিত শাখাগুলির সঙ্গে, মধুর রসকে ক্ষরিত করেছে, যে রস পর্বতসমূহকে আশ্রয় করে থাকে, যা সমুজ্জ্বল ও পবিত্র ॥৪॥

শমিতারা—প্রস্তুত-কারক। গভস্তিভিঃ— সায়ণ— অঙ্গুলিযুক্ত অধ্বর্যুগণ দ্বারা।

অসাবি তে জুজুষাণায় সোমঃ ক্রত্বে দক্ষায় বৃহতে মদায়।
হরী রথে সুধুরা যোগে অর্বাগিন্দ্র প্রিয়া কৃণুহি হূয়মানঃ ॥৫॥

উপভোগকারী তোমার জন্য সোম অভিষুত হয়েছে, তোমাকে শক্তি ও নিপুণতা দেবার জন্য, প্রভূত মাদকতার জন্য। হে ইন্দ্র, আহ্বান প্রাপ্ত হতে হতে তোমার সুষ্ঠু রথাগ্রভাগে সংযোজিত দুই প্রিয় পিঙ্গল অশ্বকে এবং রথকে সমীপে আনয়ন কর ।।৫।।

আ নো মহীমরমতিং সজোষা গ্নাং দেবীং নমসা রাতহব্যাম্।
মধোর্মদায় বৃহতীমৃতজ্ঞামাগ্নে বহ পথিভির্দেবযানৈঃ ।।৬।।

এই স্থানে আমাদের অভিমুখে, অনুকূলমনস্কা, দেবী মহিমাময়ী অরমতি কে আনয়ন কর, যাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভরে হব্যসকল আহুতি দেওয়া হয়; সেই মহতী দেবী, যিনি সত্যের বিধিসকল অবগত আছেন, তাঁকে উত্তেজক সুমিষ্ট পানীয়ের জন্য দেবতাসকলের গমনপথের মাধ্যমে এই স্থানে আনয়ন কর, হে অগ্নি! ।।৬।।

অঞ্জন্তি যং প্রথয়ন্তো ন বিপ্রা বপাবন্তং নাগ্নিনা তপন্তঃ।
পিতুর্ন পুত্র উপসি প্রেষ্ঠ আ ঘর্মো অগ্নিমৃতয়ন্নসাদি ।।৭।।

পিতার ক্রোড়দেশে তার প্রিয় পুত্রের অনুরূপ এই পবিত্র ঘর্ম (পাত্র) অগ্নির উপরে এই স্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে; যাকে মেধাবী স্তোতাগণ অনুলেপন করছেন, যেন (বর্হির ন্যায়) বিস্তারিত করছেন এবং অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত করছেন যেন মেদসমৃদ্ধ (পশু আহুতি দানের) অনুরূপ ।।৭।।

অচ্ছা মহী বৃহতী শন্তমা গীর্দূতো ন গন্তশ্বিনা হুবধ্যৈ।
ময়োভুবা সরথা যাতমর্বাগ্নন্তং নিধিং ধুরমাণির্ন নাভিম্ ।।৮।।

যেন সেই মহতী, পবিত্রা, অতি কল্যাণী স্তুতি কোন দূতের অনুরূপভাবে অশ্বিনদ্বয়কে আবাহনের জন্য অভিমুখে আগমন করে। হে আনন্দদায়ক অশ্বিনদ্বয়, একই রথে সমীপে আগমন কর। (সোমরসের)সঞ্চয়ের প্রতি গমন কর যেন ভারবাহী চক্রের কেন্দ্রস্থলবর্তী কীলকের অনুরূপ ।।৮।।

প্র তব্যসো নমউক্তিং তুরস্যাংহং পূষ্ণ উত বায়োরদিক্ষি।
যা রাধসা চোদিতারা মতীনাং যা বাজস্য দ্রবিণোদা উত ত্মন্ ।।৯।।

যাঁরা তাঁদের প্রভূত বদান্যতার কারণে এবং ধীকে অনুপ্রেরিত করে থাকেন এবং নিজ স্বভাবেই শক্তিরূপ সম্পদ দান করেন। সেই অত্যন্ত বলশালী পূষণ এবং জয়শীল বায়ুর উদ্দেশে আমি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক বাক্যাবলী প্রকথন করেছি ।।৯।।

আ নামভির্মরুতো বক্ষি বিশ্বানা রূপেভির্জাতবেদো হুবানঃ।
যজ্ঞং গিরো জরিতুঃ সুষ্টুতিং চ বিশ্বে গন্ত মরুতো বিশ্ব উতী ।।১০।।

হে জাতবেদস্ (অগ্নি)! আমাদের আহূতি প্রাপ্ত হতে হতে এই স্থান অভিমুখে মরুৎগণকে সকলের নাম ও রূপ অনুসারে বহন করে আন। এই যজ্ঞ, স্তোত্র সকল এবং স্তোতার সুষ্ঠু প্রশস্তি সমূহ—হে মরুৎগণ, তোমাদের সকল সহায়তাসহ সকলে এই অভিমুখে আগমন কর ।।১০।।

আ নো দিবো বৃহতঃ পর্বতাদা সরস্বতী যজতা গন্ত যজ্ঞম্।
হবং দেবী জুজুষাণা ঘৃতাচী শগ্মাং নো বাচমুশতী শৃণোতু ।।১১।।

ঊর্ধ্ব আকাশ হতে, উচ্চ পর্বত হতে যেন আরাধ্যা সরস্বতী আমাদের প্রতি যজ্ঞস্থলে আগমন করেন। যেন সেই দেবী আমাদের আহ্বান উপভোগ করতে করতে, ঘৃতবিলিপ্তা হয়ে, সাগ্রহে আমাদের ফলপ্রদ বাক্যাবলী অথবা প্রার্থনা শ্রবণ করেন ।।১১।।

আ বেধসং নীলপৃষ্ঠং বৃহন্তং বৃহস্পতিং সদনে সাদয়ধ্বম্।
সাদদ্যোনিং দম আ দীদিবাংসং হিরণ্যবর্ণমরুষং সপেম ।।১২।।

এই আসনে তাঁকে সেই বিধানকর্তা কৃষ্ণবর্ণ পৃষ্ঠদেশ মহিমাময় বৃহস্পতিকে সমাসীন কর। সেই উৎসস্থানে সন্নিবেশিত, রক্তাভ, স্বর্ণকান্তি সর্বতঃ প্রদীপ্তকে আমরা যেন পরিচর্যা করতে পারি ।।১২।।

টীকা—সায়ণভাষ্য—নীলপৃষ্ঠ—স্নিগ্ধ অঙ্গ যাঁর।

আ ধর্ণসিবৃহদ্দিবো ররাণো বিশ্বেভির্গন্ত্বোমভির্হুবানঃ।
গ্না বসান ওষধীরমৃধ্রস্ত্রিধাতুশৃঙ্গো[১] বৃষভো বয়োধাঃ ।।১৩।।

যেন সেই ধারয়িতা (বলবান) ঊর্ধ্ব দ্যুলোক হতে সেই বদান্য দাতা, আহ্বান প্রাপ্ত হয়ে এই স্থান অভিমুখে তাঁর সকল আনুকূল্যসহ আগমন করেন—দিব্য পত্নীগণের সহিত যিনি বাস করেন, অম্লান ওষধী সকলের সঙ্গে (বাস করেন), সেই ত্রিধা শৃঙ্গ সমন্বিত অভীষ্ট ফলদায়ক (অগ্নি) জীবন দান করে থাকেন ।।১৩।।

১. ত্রিধাতু শৃঙ্গ—সায়ণভাষ্য— রক্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণ এই তিন বর্ণের শিখাসমন্বিত।

মাতুস্পদে পরমে[১] শুক্র আয়োর্বিপন্যবো রাস্পিরাসো[২] অগ্মন্।
সুশেব্যং নমসা রাতহব্যাঃ শিশুং মৃজন্ত্যায়বো ন বাসে ॥১৪॥

জীবিত মানবগণের (যজমানের) অনুগত বাক্‌পটু ঋত্বিগ্‌ গণ জননী (পৃথিবীর) শ্রেষ্ঠ ও দীপ্তিময় বিচরণস্থানে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে সমর্পিত তাঁদের হব্যসকল সহ তাঁরা সেই অতি মঙ্গলময় শিশুকে (অগ্নিকে) সজ্জিত করেন, যেমন মনুষ্যগণ (শিশুকে) বস্ত্রের জন্য (সজ্জিত করেন) ॥১৪॥

১. পরমে পদে— সায়ণভাষ্য— যজ্ঞবেদিতে।
২. রাস্পিরাসঃ— সায়ণভাষ্য— যজ্ঞীয় পাত্র ধারক।

বৃহদ্ বয়ো বৃহতে তুভ্যমগ্নে ধিয়াজুরো মিথুনাসঃ সচন্ত।
দেবোদেবঃ সুহবো ভূতু মহ্যং মা নো মাতা পৃথিবী দুর্মতৌ ধাৎ ॥১৫॥

হে অগ্নি, মহান তোমার জন্য, এই সকল (ঋত্বিক) যুগল, বুদ্ধির প্রয়োগ করতে করতে জরায় উপনীত হয়ে প্রভূত শক্তির প্রার্থনা করেন। যেন প্রত্যেক দেবতা আমার প্রতি সহজে আহ্বানের উপযোগী হয়ে থাকেন; যেন জননী পৃথিবী আমাদের প্রতি কোনরূপ বিরূপতা না পোষণ করেন ॥১৫॥

উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম ॥১৬॥

হে দেবগণ, যেন আমরা বাধারহিত সুবিস্তৃত (পরিসরে) বাস করতে পারি ॥১৬॥

সমশ্বিনোরবসা নূতনেন ময়োভুবা সুপ্রণীতী গমেম।
আ নো রয়িং বহতমোত বীরানা বিশ্বান্যমৃতা সৌভগানি ॥১৭॥

যেন আমরা অশ্বিনদ্বয়ের নূতনতম সহায়তা, যা কল্যাণকর এবং যথাযথ পথনির্ণায়ক তার সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারি, এই স্থানে আমাদের প্রতি সম্পদ বহন করে আনো, এই স্থানে বীরগণকে, এবং এই স্থানের প্রতি সকল সৌভাগ্যের মূলকে (প্রদান কর), হে অমর দেবদ্বয়! ॥১৭॥

(সূক্ত-৪৪)

বিশ্বদেবগণ দেবতা। কশ্যপের অপত্য অবৎসার ঋষি।
জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৫।

তং প্রত্নথা পূর্বথা বিশ্বথেমথা জ্যেষ্ঠতাতিং বর্হিষদং স্বর্বিদম্।
প্রতীচীনং বৃজনং দোহসে[১] গিরা ২২শুং জয়ন্তমনু যাসু বর্ধসে ॥১॥

সেই পুরাকালের অনুরূপ, পূর্বকালের অনুরূপ রীতিতে, সর্বপ্রকারে, এই সময়ে এই স্থানে তাঁকে, সেই প্রধানকে, যিনি কুশাসনে আসীন এবং যিনি আলোককে অবগত আছেন, যিনি আমাদের অভিমুখী শক্তিকে স্তুতি যোগে আকর্ষণ করে থাকেন, যে সকল (ওষধী অথবা জলরাশির) মধ্যে সমৃদ্ধি লাভ করেন, ক্ষিপ্রভাবে সেই সকলকে অধিকার করেন (তাঁকে স্তুতি কর) ॥১॥

১. বৃজনং দোহসে— অগ্নীধ— যে ঋত্বিক অগ্নিপ্রজ্বালন করেন তিনি অরণি হতে ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি আকর্ষণ অথবা নিষ্কাষণ করেন।

শ্রিয়ে সুদৃশীরুপরস্য যাঃ স্বর্বিরোচমানঃ ককুভামচোদতে।
সুগোপা অসি ন দভায় সুক্রতো পরো মায়াভির্ঋত আস নাম তে ॥২॥

সৌন্দর্যের জন্য সেই সকল শৃঙ্গ (শিখা) শোভন দর্শন, যা অধোলোকের আলোকস্বরূপ; এবং তার জন্য দীপ্যমান যিনি কোনপ্রকার উদ্যম (প্রদর্শন) করেন না, (অবিচলিত থাকেন)। তুমি সুষ্ঠু রক্ষাকারী, এবং প্রাজ্ঞ, তোমার বিভ্রান্তি ঘটে না, মায়াজালকে অতিক্রম করে তোমার নাম সত্যের বিধানে বিদ্যমান ॥২॥

অত্যং[১] হবিঃ সচতে সচ্চ ধাতু চাংরিষ্টগাতুঃ স হোতা সহোভরিঃ।
প্রসর্স্রাণো অনু বর্হির্বৃষা শিশুর্মধ্যে যুবাজরো বিস্রুহা হিতঃ ॥৩॥

সেই অশ্ব হবির জন্য অপেক্ষায় থাকেন তার (সেই হবিঃর) উপকরণ সকলই সত্য। অব্যাহতগমন হোতা শক্তি অথবা বিজয় আনয়ন করেন। নিয়ত কুশাসনের উপর বিস্তার্যমান সেই বলিষ্ঠ শিশু, জরাহীন যুবক ওষধী সকলের মধ্যভাগে স্থাপিত হয়ে থাকেন ॥৩॥

১. অত্যম্—অগ্নি। এখানে 'অত্য' শব্দের অর্থ অশ্ব হওয়া উচিৎ। কিন্তু Griffith ও ludarg অর্থ করেছেন 'সত্য'।

প্র ব এতে সুযুজো[1] যামন্নিষ্টয়ে নীচীরমুষ্মৈ যম্য ঋতাবৃধঃ।
সুযন্তৃভিঃ সর্বশাসৈরভীশুভিঃ [2]ক্রিবির্নামানি প্রবণে মুষায়তি ॥৪॥

সুষ্ঠুভাবে সংযোজিত অবস্থায় তাঁরা উভয়ে যজ্ঞের অগ্রগতির জন্য তোমার প্রতি আগমন করেন; এরই জন্য যুগ্মজাত সত্যের প্রবর্ধকদ্বয় নিম্নদেশে আগমন করেন, সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ও সকলকে পরিচালনক্ষম প্রগ্রহসকলসহ। ক্রিবি (=অগ্নি অথবা সোম অথবা কবি?) নিম্নমুখী প্রদেশে তাদের নামগুলি হরণ করে রাখেন ॥৪॥

১. এতে সুযুজো—সম্ভবতঃ ঋত্বিগ্‌গণ, যাঁরা সোম সবনের কার্যে উপকরণ বহন করছেন।
২. ক্রিবি—মুষায়তি—সায়ণভাষ্য অনুসারে সূর্য নিম্ন প্রদেশে জলকে শোষণ করে থাকেন। অথবা অগ্নি আহুত হব্যাদি শিখা দ্বারা গ্রাস করেন। সায়ণের মতে, সম্পূর্ণ ঋকটি সূর্যের উদ্দেশে কৃত। ludurg এর মতে, ক্রিবি—সমুদ্র বা জলাশয়। সেখানে অর্থ হল, জলরাশি সমুদ্রে পতিত হয়ে নাম পরিত্যাগ করে।

সংজর্ভুরাণস্তরুভিঃ সুতেগৃভং বয়াকিনং চিত্তগর্ভাসু সুস্বরুঃ।
ধারবাকেম্বৃজুগাথ শোভসে বর্ধস্ব পত্নীরভি জীবো অধ্বরে ॥৫॥

তুমি, বিদিত গর্ভাদের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে বিচরণশীল অবস্থায় লতাশোভিত যে বৃক্ষগুলি অভিষুত রসকে গ্রহণ করে থাকে তাদের গ্রাস করতে থাক, যাঁরা (সোচ্চারে) বাক্যাবলী (স্তুতি) প্রকথন করেন, তাঁদের মধ্যে দীপ্যমান থাক, হে যথার্থ স্তোতা। তুমি পত্নীগণকে সমৃদ্ধ কর; তুমি যজ্ঞসমূহের মধ্যে প্রাণবন্ত (ভাবে বিরাজমান) ॥৫॥

টীকা—ঋকটি অগ্নির উদ্দেশে কৃত। চিত্তগর্ভাসু— জলরাশি? তরুভিঃ— জ্বলন্ত সমিধ; পত্নী— অগ্নিশিখা।

যাদৃগেব দদৃশে তাদৃগুচ্যতে সং ছায়য়া দধিরে সিধ্রয়াপ্স্বা।
মহীমস্মভ্যমুরুষামুরু জ্রয়ো বৃহৎ সুবীরমনপচ্যুতং সহঃ ॥৬॥

যেইরূপে দৃশ্যমান হয়ে থাকেন (তাঁকে) সেই ভাবেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে; ফলপ্রসূ ছায়ার (প্রভাবের) সঙ্গে একত্রে জলরাশির মধ্যে স্থাপন করা হয়। পৃথিবী আমাদের সুবিস্তৃত ও বিপুল পরিধি দান করেন, এবং অদম্য প্রভৃত শক্তি সহ উত্তম বীরগণকেও (দান করেন) ॥৬॥

বেত্যগ্রুর্জনিবান্ বা অতি স্পৃধঃ সমর্যতা মনসা সূর্যঃ কবিঃ।
ঘ্রংসং রক্ষন্তং পরি বিশ্বতো গয়মস্মাকং শর্ম বনবৎ স্বাবসুঃ ॥৭॥

অবিবাহিতের ন্যায় তিনি গমন করেন; সেই মনীষী, সূর্য, যখন সপত্নীক তখন যুদ্ধাভিলাষী চিত্তে (সকল) প্রতিদ্বন্দ্বীকে অভিভূত করে থাকেন। যেন স্বয়ং শ্রেষ্ঠ সেই (সূর্য) আমাদের প্রতি সুখকর আশ্রয় প্রদান করেন, যে গৃহ আমাদের সর্বদিকে ভয়ঙ্কর উত্তাপ হতে রক্ষা করবে ॥৭॥

টীকা—অগ্রুঃ বা—যেন অবিবাহিতের ন্যায় চিন্তাহীন ভাবে বিচরণ করেন।

জ্যায়াংসমস্য[1] যতুনস্য কেতুন ঋষিস্বরং চরতি যাসু নাম তে।
যাদৃশ্মিন্ ধায়ি তমপস্যয়া বিদদ্ য উ স্বয়ং বহতে সো অরং করৎ ॥৮॥

আমাদের কৃত এই সকল স্তোত্রের মাধ্যমে ঋষিগণ কর্তৃক প্রগীত তোমার নাম, সেই মহান দেবতার অভিমুখে, এই দ্রুত সঞ্চরমাণের আলোক দ্বারা গমন করে; যে-কোনও (স্থানে) তাকে সন্নিবেশিত করা হয়, তাকে নিজ কর্মের মাধ্যমে তিনি জ্ঞাত হয়ে থাকেন, যিনি স্বয়ং সঞ্চরমান তিনি সফল হবেন ॥৮॥

১. জ্যায়াংসম্—সূর্য; যতুনস্য কেতুন— অগ্নির শিখাসকল, স্বয়ং বহতে— চঞ্চল অগ্নি।

সমুদ্রমাসামব তস্থে অগ্রিমা ন রিষ্যতি সবনং যস্মিন্নায়তা।
অত্রা ন হার্দি ক্রবণস্য রেজতে যত্রা মতির্বিদ্যতে পূতবন্ধনী ॥৯॥

এই সকলের যিনি প্রধানভূতা তিনি সমুদ্রমধ্যে অবতরণ করেছেন; যেখানে (প্রেরিত হয়ে তাকে আহুতি দেওয়া হয়) সেখানে সবন ব্যর্থ হয় না। স্তুতিনিরত (ঋত্বিকের) হৃদয় কম্পিত হয় না যখন অনুপ্রেরিত ধী পবিত্রতার সঙ্গে সংযুক্ত রূপে বিদ্যমান থাকে ॥৯॥

টীকা—আসাম্—স্তুতি সকলের, সমুদ্রম্—সোমরসের পাত্র। সায়ণভাষ্য— শ্রেষ্ঠ স্তুতি সূর্যের প্রতি গমন করে।

স হি ক্ষত্রস্য মনসস্য চিত্তিভিরেবাবদস্য যজতস্য সধ্রেঃ।
অবৎসারস্য স্পৃণবাম রণ্বভিঃ শবিষ্ঠং বাজং বিদুষা চিদর্ধ্যম্ ॥১০॥

কারণ তিনি, যে ব্যক্তি যজনার যোগ্য এবং যথার্থ বক্তা ও একই লক্ষ্যাভিলাষী, তাঁর মানসিক আধিপত্য ও মনীষার সঙ্গে যুক্ত। সেই নীরবকর্মা কর্তৃক (রচিত) আনন্দকর স্তুতিসকল দ্বারা আমরা বলবত্তম সম্পদ জয় করব, যা কেবলমাত্র জ্ঞানীগণের প্রাপ্য ॥১০॥

টীকা—সায়ণভাষ্য অনুসারে ক্ষত্র, মনস, যজত, সধ্রি, এবাবদ এবং অবৎসার—এগুলি ব্যক্তি নাম।

শ্যেন আসামদিতিঃ কক্ষ্যো মদো বিশ্ববারস্য যজতস্য মায়িনঃ।
সমন্যমন্যমর্থয়ন্ত্যেতবে বিদুর্বিষাণং পরিপানমন্তি তে ।।১১।।

ঈগলপক্ষী[১] (সোম) এই সকল (স্তুতি অথবা জলরাশির) সীমাহীন উৎসস্বরূপ; এই উত্তেজক পানীয় সেই যজনীয়ের জন্য, যিনি সকল কাঙ্খিত বস্তুর অধিপতি এবং কারুকৌশলে অভিজ্ঞ। তাঁরা নূতন নূতন (সোমবিন্দু) কামনা করেন, সেই কারণে যথাক্রমে আগমন করেন, (তাঁরা) তোমার বিরতির সময় ও আকণ্ঠপানের সময় কখন নিকটবর্তী সে বিষয়ে অবগত থাকেন ।।১১।।

১. ঈগলপক্ষী—সোমকে ঈগলপক্ষী স্বর্গ হতে আনয়ন করেছিল, দ্রঃ ৪/২৭।

সদাপৃণো যজতো বি দ্বিষো বধীদ্ বাহুবৃক্তঃ শ্রুতবিত্ তর্যো বঃ সচা।
উভা স বরা প্রত্যেতি ভাতি চ যদীং গণং ভজতে সুপ্রযাবভিঃ ।।১২।।

সর্বদা দানকারী, যজনীয় তিনি সকল বিরূপতাকে বিনাশ করেছেন। বাহুবৃক্ত, শ্রুতবিত্ত ও তর্য তোমার সঙ্গে মিলিত আছেন। তিনি উভয় লোকে তাঁর আকাঙ্খাসকল প্রাপ্ত হয়ে দীপ্তিমান থাকেন, যখন উত্তমগতিতে ধাবমান অশ্বসকল দ্বারা এই (দেব) গণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকেন ।।১২।।

টীকা—এখানে বিভিন্ন ঋষির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতংভরো যজমানস্য সৎপতির্বিশ্বাসামূধঃ স ধিয়ামুদঞ্চনঃ।
ভরদ্ ধেনূ রসবচ্ছিশ্রিয়ে পয়ো হনুব্রুবাণো অধ্যেতি ন স্বপন্ ।।১৩।।

যজমানের যজ্ঞনির্বাহক সুতম্ভর (নামে ঋষি), সকল সুমতির প্রবর্তক এবং উন্নতিবিধায়ক। তিনি গাভীদ্বয়কে আনয়ন করেছেন, সুমিষ্ট, রসসংযুক্ত দুগ্ধ সর্বত্র ক্ষরিত হয়েছে; যিনি আনুক্রমিক অধ্যয়ন করেন তিনি অবগত হয়ে থাকেন, যিনি নিদ্রিত তিনি নন ।।১৩।।

যো জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তে যো জাগার তমু সামানি যন্তি।
যো জাগার তময়ং সোম আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ ।।১৪।।

যিনি জাগ্রত থাকেন ঋক্‌সমূহ তাঁকেই কামনা করে, যিনি জাগ্রত থাকেন সামগীতিসকল তাঁর প্রতি গমন করে; যিনি জাগ্রত থাকেন তাঁকে এই সোম বলেন 'আমি নিয়ত তোমার মৈত্রীতে নিবাস করি' ।।১৪।।

অগ্নির্জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তে হগ্নির্জাগার তমু সামানি যন্তি।
অগ্নির্জাগার তময়ং সোম আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ ।।১৫।।

অগ্নি জাগ্রত থাকেন; তাঁকেই ঋক্‌সমূহ কামনা করে; অগ্নি জাগ্রত থাকেন তাঁর প্রতি সামগীতি সকল গমন করে। অগ্নি জাগ্রত থাকেন; তাঁকে এই সোম বলেন 'আমি নিয়ত তোমার মৈত্রীতে নিবাস করি' ।।১৫।।

টীকা—পণ্ডিতদের মতে এই সূক্তটি অত্যন্ত দুর্বোধ্য ও ব্যাখ্যা যোগ্য নয়।

অনুবাক-৪

(সূক্ত-৪৫)

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রিবংশীয় সদাপৃণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।

বিদা দিবো বিষ্যন্নদ্রিমুক্থৈরায়ত্যা উষসো অর্চিনো[১] গুঃ।
অপাবৃত ব্রজিনীরুৎ স্বর্গাদ্ বি দুরো মানুষীর্দেব আবঃ ।।১।।

সমাগতপ্রায়া উষার দীপ্তিময় প্রজ্ঞাপক অথবা স্তোতাসকল জ্ঞানের মাধ্যমে দ্যুলোকের পর্বতগুলিকে উদ্‌ঘাটন করার জন্য স্তোত্র সহ আগমন করেছেন। তিনি অবরোধ সকলের (দ্বারগুলি) বিমুক্ত করেছেন, সূর্য ঊর্ধ্বে গমন করেছেন, মানবের দ্বারসকল সেই দেবতা উদ্‌ঘাটিত করেছেন ।।১।।

১. অর্চিনঃ—অঙ্গিরসগণ; অদ্রিম্— যে মেঘের মধ্যে রশ্মি বা গাভীগুলি অবরুদ্ধ ছিল।

বি সূর্যো অমতিং ন শ্রিয়ং সাদোর্বাদ্ গবাং মাতা জানতী গাৎ।
ধন্বর্ণসো নদ্যঃ খাদোঅর্ণাঃ[১] স্থূণেব সুমিতা দৃংহত দ্যৌঃ ।।২।।

সূর্য তাঁর আলোকচ্ছটাকে রূপের ন্যায় বিস্তার করেছেন। গাভীকুলের মাতা (উষা), (পথকে) অবগত হয়ে গোষ্ঠ হতে এই স্থানের প্রতি আগমন করেন। নদীগুলি আগ্রাসী তরঙ্গ-ভঙ্গ সহ মরুর প্রতি প্রবাহিত হয়ে থাকে; এবং দৃঢ়বদ্ধ স্তম্ভের ন্যায় আকাশ যেন দৃঢ় অবস্থান করে ।।২।।

১. খাদঃ অর্ণা—নদীগুলি কূলকে ঢেউয়ে প্লাবিত করে।

অস্মা উক্‌থায় পর্বতস্য গর্ভো[১] মহীনাং জনুষে পূর্ব্যায়।
বি পর্বতো জিহীত [২]সাধত দ্যৌরাবিবাসন্তো দসয়ন্ত ভূম ॥৩॥

এই স্তুতির ফলস্বরূপ পর্বত সকলের অন্তঃস্থিত (সম্পদ বিমুক্ত হয়), প্রবল (জলরাশির) পূর্বকালীন উৎপত্তির জন্য। পর্বত বিদীর্ণ হয়ে থাকে, দ্যুলোক (কর্ম) সম্পাদন করে; ঋত্বিগ্ গণ নিয়ত পরিচর্যায় রত হয়ে পরিশ্রম অনুভব করে ॥৩॥

১. পর্বতস্য গর্ভঃ—মেঘের অভ্যন্তরে স্থিত জলরাশি।
২. সাধত দ্যৌঃ—বৃষ্টি কর্মে সহায়তা করে। ঋত্বিক্—অঙ্গিরস।
Jamison—জনুষে পূর্ব্যায়—মহতী (ঊষা সকলের) উৎপত্তির জন্য।

সূক্তেভির্বো বচোভির্দেবজুষ্টৈরিন্দ্রা ন্বগ্নী অবসে হুবধ্যৈ।
উক্থেভির্হি ষ্মা কবয়ঃ সুযজ্ঞা আবিবাসন্তো মরুতো যজন্তি ॥৪॥

দেবগণের উপভোগ্য সুকথিত বাক্যাবলীর দ্বারা, ইন্দ্রকে ও অগ্নিকে, তোমাদের উভয়কে এখন আমি অনুগ্রহের উদ্দেশে আবাহন করি। কারণ, স্তোত্র সকলের মাধ্যমে, সুষ্ঠু যজ্ঞ সম্পাদক ঋষি কবিগণ জয়ের অভিলাষে সর্বদা মরুৎগণকে যজনা করেন ॥৪॥

এতো ন্বদ্য সুধ্যো ভবাম প্র দুচ্ছুনা মিনবামা বরীয়ঃ।
আরে দ্বেষাংসি সনুতর্দধামাৎয়াম প্রাঞ্চো যজমানমচ্ছ ॥৫॥

ইদানীং আগমন কর! যেন আমরা শোভন ধীর অধিকারী হতে পারি; আমাদের নিকট হতে বহু দূরে যেন দুর্ভাগ্যকে বিতাড়িত করা যায়। যেন আমরা ঘৃণাকে দূরে রাখতে পারি, যেন যজমানের উদ্দেশে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারি ॥৫॥

এতা ধিয়ং কৃণবামা সখায়ো ২প যা মাতাঁ ঋণুত ব্রজং গোঃ।
যয়া মনুর্বিশিশিপ্রং জিগায় যয়া বণিগ্বঙ্কুরাপা পুরীষম্ ॥৬॥

সমাগত হও হে বন্ধুগণ! আমরা সেই স্তুতি নির্মাণ করি (অথবা সুমতি বহন করি) যার মাধ্যমে মাতা[১] গাভীযূথের গোষ্ঠকে অবারিত করে দিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে মনু [২]বিশিশিপ্রকে বিজয় করেছিলেন, যার মাধ্যমে সেই ভ্রাম্যমাণ বণিক (জলের অথবা সম্পদের?) উপচিত উৎসকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন ॥৬॥

১. মাতা—ঊষা;
২. বিশিশিপ্র—হনু/চিবুকহীন অথবা শির, ত্রাণ—হীন; সম্ভবতঃ পরাজিত অনার্যদের বোঝানো হয়েছে এবং মনু—ইন্দ্র বা বিজয়ী আর্য; সায়ণ মতে বিশিশিপ্র—বৃত্র।

অনূনোদত্র হস্তয়তো অদ্রিরার্চন্ যেন দশ মাসো নবগ্বাঃ।
ঋতং যতী সরমা গা অবিন্দদ্ বিশ্বানি সত্যাঙ্গিরাশ্চকার ॥৭॥

(সবনের) প্রস্তরখণ্ড, হস্ততাড়িত অবস্থায়, এই স্থানে সোচ্চারে নিনাদ করে থাকে, যার সাহায্যে নবগ্বগণ দশ মাস ব্যাপী অর্চনা করে থাকেন। সরমা যথার্থ (পথে) গমন পূর্বক গাভীগুলিকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন; অঙ্গিরসগণ তাদের সকল (পরিশ্রমকে) সার্থক করেছিলেন ॥৭॥

টীকা—নবগ্ব—দ্রঃ ৪/২৯/১২
দশগ্ব—ঐ
সরমা— ইন্দ্রের অর্থাৎ দেবলোকের কুক্কুরী। তার দুই সন্তান সারমেয়। মৃত্যু দেবতা যমের দুই কুক্কুর। পণি নামে দস্যুরা দেবতাদের গাভীগুলিকে অপহরণ করেছিল। সরমা এই শর্তে সেই হারানো গাভীগুলিকে খুঁজে দিতে রাজী হয়েছিলেন যে তাঁর শিশুসন্তানেরা গো-দুগ্ধের অধিকার পাবে। পদচিহ্নের অনুসরণ করে গুহা হতে গাভীগুলি সরমা উদ্ধার করেন। কাহিনীটি এই ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে সরমা হলেন প্রত্যূষ কাল। রাত্রিকর্তৃক অপহৃত আলোকরশ্মি সকলকে তিনি অনুসন্ধান করে উদ্ধার করেন।

বিশ্বে অস্যা ব্যুষি মাহিনাযাঃ সং যদ্ গোভিরঙ্গিরসো নবন্ত।
উৎস আসাং পরমে সধস্থ ঋতস্য পথা সরমা বিদদ্ গাঃ ॥৮॥

যখন এই মহিমাময়ী দেবীর (ঊষার) উদ্ভাসনকালে সকল অঙ্গিরসগণ গাভীগণের সঙ্গে সঙ্গে সোচ্চারে নিনাদ করেছিলেন—তাদের (গাভীগণের বা আলোকের) উৎসস্থলে[১], আকাশের ঊর্ধ্বতম সম্মেলনস্থানে—সরমা সত্যের পথকে অনুসরণ করেই গাভীসকলকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন ॥৮॥

১. উৎসস্থল—গাভীগুলি অথবা রশ্মিসকল?

আ সূর্যো যাতু সপ্তাশ্বঃ ক্ষেত্রং যদস্যোর্বিয়া দীর্ঘযাথে।
রঘুঃ শ্যেনঃ পতয়দন্ধো অচ্ছা [১]যুবা কবির্দীদয়দ্ গোষু গচ্ছন্ ॥৯॥

যেন সূর্য তাঁর সপ্ত অশ্বযোগে সেই সুবিস্তৃত স্থান অভিমুখে আগমন করেন যা তাঁর দীর্ঘ যাত্রাপথের জন্য (বিদ্যমান)। যেন সেই ক্ষিপ্র শ্যেনপক্ষী সোমলতার প্রতি ধাবিত হয়; সেই তরুণ কবি গাভীগণের মধ্যে গমনরত অবস্থায় প্রদীপ্ত হয়েছিলেন ॥৯॥

১. যুবা কবিঃ—প্রদীপ্ত ও চির নবীন, সূর্য। গো অথবা রশ্মি সকলের মধ্যে বিরাজমান।

আ সূর্যো অরুহচ্ছুক্রমর্ণো ৎযুক্ত যদ্ধরিতো বীতপৃষ্ঠাঃ।
উদ্না ন নাবমনয়ন্ত ধীরা আশৃণ্বতীরাপো অর্বাগতিষ্ঠন্ ॥১০॥

সূর্য সেই জ্যোতির্ময় জলরাশির উপরে আরোহণ করেছেন, যখন তিনি শোভন-পৃষ্ঠদেশযুক্ত পিঙ্গলবর্ণ অশ্বসকলকে সংযোজিত করেছেন। জ্ঞানীগণ তাঁকে জলমধ্যবর্তী নৌকার ন্যায় পরিচালনা করেছেন; জলরাশি অবহিত ভাবে, নিকটে অবস্থান করেছেন ॥১০॥

টীকা—শুক্রমর্ণো—জ্যোতির্ময় অন্তরিক্ষদেশ।

ধিয়ং বো অপ্সু দধিষে[১] স্বর্ষাং যযাতরন্ দশ মাসো নবগ্বাঃ।
অয়া ধিয়া স্যাম দেবগোপা অয়া ধিয়া তুতুর্যামাত্যংহঃ ॥১১॥

তোমাদের স্তুতি জলরাশির মধ্য দিয়ে আলোককে জয় করে। যার মাধ্যমে নবগ্বগণ দশমাস অতিবাহিত করে থাকেন, এই স্তুতির সাহায্যে যেন আমরা দেবগণের দ্বারা সুরক্ষিত হতে পারি। এই স্তুতির সাহায্যে যেন আমরা সকল বাধা অতিক্রম করতে পারি ॥১১॥

১. অপ্সু দধিরে—স্তুতিকে জলের প্রতি নিবেদন করি।

(সূক্ত-৪৬)

প্রথম ৩ ঋকের বিশ্বদেবগণ, শেষ ২ ঋকের দেবপত্নীগণ দেবতা। অত্রিবংশীয় প্রতিক্ষত্র ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।

হয়ো ন বিদ্বাঁ অযুজি স্বয়ং ধুরি তাং বহামি প্রতরণীমস্যুবম্।
নাস্যা বশ্মি বিমুচং নাবৃতং পুনর্বিদ্বান্ পথঃ পুর এত ঋজু নেষতি ॥১॥

আমি সম্যক জ্ঞাত হয়ে অশ্বের ন্যায় নিজেকে রথাগ্রভাগে সংযোজন করেছি। যা আমাদের প্রকৃষ্টভাবে উত্তরণ করায়, সহায়তা করে তাকেই আমি বহন করি। আমি কোনওরূপ মুক্তির কামনা করি না, পুনরায় প্রত্যাগমনেরও নয়। যে জ্ঞানবান অগ্রে গমন করছেন তিনিই সরল পথে পরিচালনা করবেন ॥১॥

টীকা—রথধুরা—প্রতীকী ভাবে যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে; বিদ্বান পথঃ—সায়ণভাষ্য—মার্গাভিজ্ঞঃ অন্তর্যামী দেবঃ।

অগ্ন ইন্দ্র বরুণ মিত্র দেবাঃ শর্ধঃ প্রযন্ত মারুতোত বিষ্ণো।
উভা নাসত্যা রুদ্রো অধ গ্নাঃ পূষা ভগঃ সরস্বতী জুষন্ত ॥২॥

হে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ ও মিত্র, হে দেবগণ, মরুৎসংঘ ও বিষ্ণু—প্রদান কর। যেন নাসত্যদ্বয়, রুদ্র, (দেব)পত্নীগণ, পূষণ, সরস্বতী ও ভগ (আমাদের স্তুতি) উপভোগ করেন ॥২॥

ইন্দ্রাগ্নী মিত্রাবরুণাদিতিং স্বঃ পৃথিবীং দ্যাম্ মরুতঃ পর্বতাঁ অপঃ।
হুবে বিষ্ণুং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিং ভগং নু শংসং সবিতারমূতয়ে ॥৩॥

ইন্দ্র এবং অগ্নি, মিত্র ও বরুণ, অদিতি, সূর্য, পৃথিবী, আকাশ, মরুৎগণ, পর্বতসমূহ এবং জলরাশি, আমি আহ্বান করি বিষ্ণুকে, পূষণ এবং ব্রহ্মণস্পতিকে ও সৌভাগ্য, প্রশস্তি এবং সবিতৃকে, সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে ॥৩॥

উত নো বিষ্ণুরত বাতো অস্রিধো দ্রবিণোদা উত সোমো ময়স্করৎ।
উত ঋভব উত রায়ে নো অশ্বিনোত ত্বষ্টোত বিভ্বা নু মংসতে ॥৪॥

এবং যেন বিষ্ণু ও বায়ু যাঁরা অভ্রান্ত (অথবা অহিংসক) এবং সম্পদদাতা সোম আমাদের আনন্দ প্রদান করেন, এবং যেন ঋভুগণ ও অশ্বিনদ্বয়, এবং ত্বষ্টা ও বিভ্বা আমাদের সম্পদলাভ অনুমোদন করেন ॥৪॥

উত ত্যন্নো মারুতং শর্ধ আ গমদ্দিবিক্ষয়ং যজতং বর্হিরাসদে।
বৃহস্পতিঃ শর্ম পূষোত নো যমদ্বরূথ্যং বরুণো মিত্রো অর্যমা ॥৫॥

অতএব যেন দ্যুলোকবাসী পূজনীয় মরুৎসংঘ কুশের উপরে আসন গ্রহণ করার উদ্দেশে আমাদের অভিমুখে আগমন করেন। যেন বৃহস্পতি ও পূষণ আমাদের রক্ষার জন্য আশ্রয় প্রদান করেন, বরুণ মিত্র ও অর্যমন সুরক্ষা প্রদান করেন ॥৫॥

উত ত্যে নঃ পর্বতাসঃ সুশস্তয়ঃ সুদীতয়ো নদ্যস্ত্রামণে ভুবন্।
ভগো বিভক্তা শবসাবসা গমদুরুব্যচা অদিতিঃ শ্রোতু মে হবম্ ॥৬॥

এবং যেন সেইসকল সুষ্ঠুভাবে স্তুত পর্বতসকল এবং অত্যুজ্জ্বল নদীগুলি আমাদের রক্ষণের জন্য (বিদ্যমান) থাকেন। যেন সৌভাগ্য, যিনি সম্পদ বিভাগ করেন, ক্ষমতা ও অনুগ্রহ সহ উপস্থিত হয়ে থাকেন। দূর বিস্তৃতা অদিতি যেন আমার আহ্বান শ্রবণ করেন ॥৬॥

দেবানাং পত্নীরশতীরবন্ত নঃ প্রাবন্ত নস্তুজয়ে বাজসাতয়ে।
যাঃ পার্থিবাসো যা অপামপি ব্রতে তা নো দেবীঃ সুহবাঃ শর্ম যচ্ছত ॥৭॥

দেবপত্নীগণ যেন সাগ্রহে আমাদের রক্ষা করেন; যেন আমাদের সন্তানলাভের জন্য, সংঘর্ষে সম্পদ বিজয়ের জন্য সাহায্য করেন। যাঁরা মর্ত্যবাসী, যাঁরা জলরাশির নিয়মনে বাস করেন সেই সকল দেবী সুষ্ঠু ভাবে আবাহন প্রাপ্ত হয়ে যেন আমাদের সুরক্ষা প্রদান করেন ॥৭॥

উত গ্না ব্যন্ত দেবপত্নীরিন্দ্রাণ্যগ্নায্যশ্বিনী রাট্।
আরোদসী বরুণানী শৃণোতু ব্যন্ত দেবীর্য ঋতুজনীনাম্ ॥৮॥

এবং সেই সকল নারীগণ, দেবপত্নীগণ আমাদের প্রদত্ত আহুতি উপভোগ করেন—ইন্দ্রপত্নী, অগ্নির পত্নী এবং অশ্বিনদ্বয়ের রাজ্ঞী। যেন রোদসী ও বরুণপত্নী আমাদের (স্তব) শ্রবণ করেন। এবং যেন দেবীগণ [1]জননীগণের নির্ধারিত কালকে উপভোগ করেন ॥৮॥

১. জননী—দেবপত্নী।

(সূক্ত-৪৭)

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রির অপত্য প্রতিরথ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।

প্রযুঞ্জতী দিব এতি ব্রুবাণা মহী মাতা দুহিতুর্বোধয়ন্তী।
আবিবাসন্তী যুবতির্মনীষা পিতৃভ্য আ সদনে জোহুবানা ॥১॥

(কর্মে) অনুপ্রেরিত হয়ে এবং স্তুতি প্রাপ্ত হতে হতে সেই স্বর্গের কন্যার মহতী জননী আগমন করেন সকলকে জাগরিত করতে করতে। তিনি, সেই সর্বত্র বিচরণশীলা ধীতরুণী অবিরত তাঁর আবাসে আহ্বান করতে করতে পিতৃগণের প্রতি (আগমন করেন) ॥১॥

টীকা—দিবং দুহিতুঃ—উষার; আ সদনে—যজ্ঞস্থানে।
মহী মাতা— prof Ludwig এর মতে, বাক্।

অজিরাসস্তদপ ঈয়মানা আতস্থিবাংসো অমৃতস্য নাভিম্[1]।
অনন্তাস উরবো বিশ্বতঃ সীং পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি পন্থাঃ[2] ॥২॥

দ্রুতগতি এবং স্ব স্ব কর্মের অভিমুখে ত্বরমাণ, অমৃতময় জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থিত হতে হতে সেই সীমাহীন, পরিব্যাপ্ত সকলে সর্বদিক হতে স্বর্গ ও মর্ত্যকে পরিব্যাপ্ত করে থাকেন, সেই পথসকল ॥২॥

১. অমৃতস্য নাভিম্—সূর্য
২. পন্থাঃ—দীর্ঘ আলোকরশ্মিসকল।

উক্ষা সমুদ্রো অরুষঃ সুপর্ণঃ পূর্বস্য যোনিং পিতুরা বিবেশ।
মধ্যে দিবো নিহিতঃ পৃশ্নিরশ্মা বি চক্রমে রজসস্পাত্যন্তৌ ॥৩॥

(তিনি) বৃষভ, সমুদ্র, শোভনপক্ষবিশিষ্ট রক্তবর্ণ (শ্যেন); তিনি পূর্বকালীন পিতৃপুরুষের আবাসস্থলে প্রবিষ্ট হয়েছেন। দ্যুলোকের মধ্যস্থলে বিচিত্রিত বর্ণের এক প্রস্তর সন্নিবেশিত রয়েছে। তিনি পরিক্রমণ করেছেন; তিনি অন্তরিক্ষের উভয় সীমাকে রক্ষা করেন ॥৩॥

টীকা—সূর্যের কথা বলা হয়েছে; পূর্বস্য পিতুঃ- স্বর্গের।

চত্বার[1] ঈং বিভ্রতি ক্ষেময়ন্তো দশ গর্ভং চরসে ধাপয়ন্তে।
ত্রিধাতবঃ পরমা অস্য গাবো দিবশ্চরন্তি পরি সদ্যো অন্তান্ ॥৪॥

তাঁকে বিশ্রাম দেবার উদ্দেশে চারজন ধারণ করেন; দশজন সেই শিশুকে সঞ্চরণ করার জন্য উজ্জীবিত করেন; তাঁর শ্রেষ্ঠ গাভীসকল ত্রিবিধ, তাঁরা তৎক্ষণেই স্বর্গের সীমান্তসকল পরিবেষ্টন করে বিচরণ করেন ॥৪॥

১. চত্বারঃ—সায়ণভাষ্য—চারজন ঋত্বিক্; Laduig—বরুণ, মিত্র, অর্যমন ও ভগ। দশঃ—দশদিক— সূর্য দশ দিক হতে জল শোষণ করেন। গাভী— রশ্মি; ত্রিধাতবঃ—তাপ (অভাবে) শৈত্য ও বৃষ্টি— এই তিন অবস্থা সম্পন্ন।

ইদং বপুর্নিবচনং[1] জনাসশ্চরন্তি যন্নদ্যস্তস্থুরাপঃ।
দ্বে যদীং বিভৃতো মাতুরন্যে ইহেহ জাতে যম্যা সবন্ধূ ॥৫॥

বিস্ময়কর এই প্রহেলিকা, ওহে জনগণ। যে যখন নদীগুলি সঞ্চলন করে। জল (কিন্তু) স্থির হয়ে থাকে। তাঁর জননী ব্যতীত সেই উভয়ে, তাঁকে ধারণ করেন—তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত অথবা এই বংশজাত এবং যুগ্ম, এই স্থানেই সমুদ্ভূত ॥৫॥

১. বপুনির্বচনম্—নদীগুলি প্রবাহিত হয় কিন্তু সমুদ্রের জলরাশি একই স্থানে অবস্থান করে। মাতুরন্যে—সূর্যের মাতা অদিতি কিন্তু তাঁকে ধারণ করেন দ্যাবাপৃথিবী—Luduig.

বি তন্বতে ধিয়ো অস্মা অপাংসি বস্ত্রা পুত্রায় মাতরো[১] বয়ন্তি।
উপপ্রক্ষে বৃষণো মোদমানা দিবস্পথা বধ্বো যন্ত্যচ্ছ ॥৬॥

তাঁরই জন্য তাঁরা (ঋত্বিগ্ যজমানগণ) তাঁদের প্রশস্তিসকল ও (যজ্ঞীয়) কর্মকে বিশেষ বিস্তারিত করেন। জননীগণ তাঁদের (সেই) সন্তানের জন্য বস্ত্রবয়ন করেন। বৃষের সঙ্গমে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে তাঁর সঙ্গিনীসকল তাঁরই উদ্দেশে স্বর্গের পথে গমন করেন ।।৬।।

১. মাতরঃ— উষাসকল অথবা দিক্‌সকল যাঁরা সূর্যকে রশ্মি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। সঙ্গিনী—সূর্যরশ্মি।

তদস্তু মিত্রাবরুণা তদগ্নে শং যোরস্মভ্যমিদমস্তু শস্তম্।
অশীমহি গাধমুত প্রতিষ্ঠাং[১] নমো দিবে বৃহতে সাদনায় ॥৭॥

হে মিত্রাবরুণ এই প্রশস্তি আমাদের হোক। হে অগ্নি এই (স্তুতি) যেন আমাদের প্রতি সৌভাগ্য ও স্বাস্থ্যপ্রদ হয়। যেন আমরা নিশ্চিত অবস্থান ও নিরাপদ আশ্রয়স্তল প্রাপ্ত হতে পারি; সেই মহৎ আশ্রয়ের প্রতি, দ্যুলোকের প্রতি প্রণাম জানাই ।।৭।।

১. গাধম্ উত প্রতিষ্ঠাম্—নিশ্চিত নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব—Wilson

(সূক্ত-৪৮)

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রির অপত্য প্রতিভানু ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

কদু প্রিয়ায় ধাম্নে মনামহে স্বক্ষত্রায় স্বযশসে মহে বয়ম্।
আমেন্যস্য রজসো যদভ্র আঁ অপো বৃণানা বিতনোতি মায়িনী ॥১॥

আমরা কোন (স্তুতি) রচনা করব সেই আকাঙ্খিত তেজের জন্য, যিনি স্বকীয় শক্তিতে শক্তিমান এবং স্বয়ং যশোদীপ্ত; ঐন্দ্রজালিক মায়ার ন্যায় যা জলরাশির সন্ধানে অপরিমেয় অন্তরিক্ষলোকের মেঘরাশিতেও বিস্তৃত হয়ে থাকে ।।১।।

তা অত্নত বয়ুনং বীরবক্ষণং সমান্যা বৃতয়া বিশ্বমা রজঃ।
অপো অপাচীরপরা অপেজতে প্র পূর্বাভিস্তিরতে দেবয়ুর্জনঃ ॥২॥

তাঁরা (উষাগণ) তাঁদের বীরগণের শক্তিবর্ধক বিদ্যাকে সমগ্র অন্তরিক্ষলোকের প্রতি একই রীতিতে প্রসারিত করেছেন। অপর (উষাগণ) তাঁদের পথকে বিপরীতমুখী করে পশ্চাতে অপসরণ করেন; দেবানুরাগী ব্যক্তি সম্মুখবর্তিনী (ভবিষ্য) (উষা) গণের সহায়তায় তাঁর জীবনকে দীর্ঘায়িত করেন ।।২।।

আ গ্রাবভিরহন্যেভিরক্তুভির্বরিষ্ঠং বজ্রমা জিঘর্তি মায়িনি।
শতং বা যস্য প্রচরন্ ৎস্বে দমে সংবর্তয়ন্তো বি চ বর্তয়ন্নহা ॥৩॥

সবনের প্রস্তরখণ্ডগুলির সাহায্যে দিবাভাগের উজ্জ্বল কিরণের সাহায্যে (অথবা দিবা ও রাত্রির সাহায্যে) তিনি কপটাচারীর উদ্দেশে তাঁর সর্বোত্তম বজ্রকে নিক্ষেপ করেন। যখন তাঁর নিজ গৃহে শতসংখ্যক (উষা? রশ্মি) বিচরণ করেন; দিবসগুলিকে দূরে আবর্তিত করে তারা পুনরায় প্রত্যাবর্তিত করে থাকেন ।।৩।।

টীকা—এখানে ইন্দ্র ও বৃত্রের কথা বলা হয়েছে।

তামস্য রীতিং পরশোরিব প্রত্যনীকমখ্যং ভুজে অস্য বর্পসঃ।
সচা যদি পিতুমন্তমিব ক্ষয়ং রত্নং দধাতি ভরহূতয়ে বিশে ॥৪॥

আমি তাঁর এই প্রকৃতিকে, এবং তাঁর এই ক্ষিপ্রতা যা কুঠারের (সঞ্চালনের সঙ্গে) তুলনীয় তাকে উপভোগ করেছি, তাঁর আকৃতিকে প্রত্যক্ষ করেছি; যে ব্যক্তি তাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করে তিনি তখন তাকে আহার্যপূর্ণ বাসস্থানের অনুরূপে সম্পদ দান করেন ।।৪।।

টীকা—এখানে অগ্নির কথা বলা হয়েছে।

স জিহ্বয়া[১] চতুরনীক ঋঞ্জতে চারু বসানো বরুণো যতন্নরিম্।
ন তস্য বিদ্ম পুরুষত্বতা বয়ং যতো ভগঃ সবিতা দাতি বার্যম্ ॥৫॥

সেই চতুর্মুখ এবং শোভনীয় বস্ত্রসজ্জিত বরুণ, যিনি ঋজুভাবে তাঁর জিহ্বাকে প্রসারিত করেন, তিনি অনুরাগীকে (কর্মে) প্রেরণা দিতে থাকেন, আমাদের মানবসুলভ স্বভাবের বশে আমরা তাঁকে যথাযথ জানি না, যাঁর নিকট হতে ভগ ও সবিতৃদেব বরণীয় দান করেন ।।৫।।

১. জিহ্বয়া—যজমান তাঁর (বরুণের) স্তুতি করেন।
সায়ণভাষ্য অনুসারে 'বরুণ' এখানে অগ্নির বিশেষণ।

(সূক্ত-৪৯)

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রির অপত্য প্রতিপ্রভ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

দেবাং বো অদ্য সবিতারমেষে ভগং চ রত্নং বিভজন্তমায়োঃ।
আ বাং নরা পুরুভুজা ববৃত্যাং দিবেদিবে চিদশ্বিনা সখীয়ন্ ॥১॥

আজ তোমাদের জন্য আমি সবিতৃদেবের নিকট শীঘ্র গমন করি, এবং মনুষ্যগণের সম্পদ বিভাজনকারী সেই ভগ (সৌভাগ্যের) প্রতি (গমন করি)। হে নরশ্রেষ্ঠদ্বয়, আমি তোমাদের অভিমুখেও আবর্তিত হই, হে অশ্বিনদ্বয়, বহু সম্পদে সমৃদ্ধ তোমাদের মৈত্রী কামনা করে প্রতি দিন (আগমন করি) ॥১॥

প্রতি প্রয়াণমসুরস্য বিদ্বান্ৎসূক্তৈর্দেবং সবিতারং দুবস্য।
উপ ব্রুবীত নমসা বিজানঞ্জ্যেষ্ঠং চ রত্নং বিভজন্তমায়োঃ ॥২॥

সেই অধিপতির আগমন বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত হয়ে, দেব সবিতাকে স্তোত্রসকল দ্বারা পরিচর্যা কর। যিনি বিশেষরূপে অবগত আছেন তিনি সশ্রদ্ধভাবে সেই অগ্রগণ্যের উদ্দেশে যেন স্তুতি করেন যিনি মনুষ্যগণের সম্পদ বিভাজন করেন ॥২॥

অদত্রয়া দয়তে বার্যাণি পূষা ভগো অদিতির্বস্ত উস্রঃ।
ইন্দ্রো বিষ্ণুর্বরুণো মিত্রো অগ্নিরহানি ভদ্রা জনয়ন্ত দস্মাঃ ॥৩॥

পূষণ, ভগ, অদিতি সকলেই সমুজ্জ্বল উষার প্রকাশকালে দানহীন ব্যক্তির প্রতিও প্রার্থনার যোগ্য সম্পদ প্রেরণ করেন। ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র, অগ্নি এই সকল অদ্ভুত কর্মা (দেবগণ) মঙ্গলময় দিবস সৃষ্ট করেন ॥৩॥

টীকা—সায়ণ বিকল্প অর্থ দিয়ে বলেছেন পূষণ—পোষক, ভগ—ভজনীয়, অদিতি—অখণ্ডনীয় এগুলি অগ্নির বিশেষণ।

তন্নো অনর্বা সবিতা বরূথং তৎ সিন্ধব ইষয়ন্তো অনু গ্মন্।
উপ যদ্ বোচে অধ্বরস্য হোতা রায়ঃ স্যাম পতয়ো বাজরত্নাঃ ॥৪॥

অনন্তর অপ্রতিহত সবিতা আমাদের প্রতি আশ্রয় (প্রদান করেন), এবং পোষণদায়িনী নদী সকল (তাঁর) অনুসরণ করে, যখন যজ্ঞের হোতারূপে আমি আহ্বান করি, যেন আমরা তখন সম্পদের অধীশ্বর হতে পারি এবং মূল্যবান ধন প্রাপ্ত হই ॥৪॥

প্র যে বসুভ্য ঈবদা নমো দুর্যে মিত্রে বরুণে সূক্তবাচঃ।
অবৈত্বভ্ব কৃণুতা বরীয়ো দিবস্পৃথিব্যোরবসা মদেম ॥৫॥

তাঁরা যাঁরা উত্তম (দেব) গণের প্রতি এইরূপ প্রভূত আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন, যাঁরা মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে শোভন স্তুতি করেছেন, বিপদ হতে দূরে তাঁদের প্রতি বিস্তৃত স্থান প্রদান কর, দ্যৌ ও পৃথিবীর সহায়তায় যেন আমরা আনন্দিত হতে পারি ॥৫॥

(সূক্ত-৫০)

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রির অপত্য স্বস্তি ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

বিশ্বো দেবস্য [১]নেতুর্মর্তো বুরীত সখ্যম্।
বিশ্বো রায় ইষুধ্যতি দ্যুম্নং বৃণীত পুষ্যসে ॥১॥

প্রত্যেক মানব যেন অধিনায়ক দেবতার মৈত্রীকে বরণ করেন, প্রত্যেকে সম্পদের অভিলাষ করেন এবং সমৃদ্ধির জন্য যশ কামনা করেন ॥১॥

১. নেতুঃ—সায়ণভাষ্যে সবিতার।

তে তে দেব নেতর্যে চেমাঁ অনুশসে।
তে রায়া তে হ্যাপৃচে সচেমহি সচথ্যৈঃ[১] ॥২॥

হে নায়ক, হে দেবতা, সেই সেই (জন) তোমারই (অনুগত) এবং এই (অপর) যাঁরা প্রশস্তি করার জন্য উদ্যত। এইভাবে যেন আমরা ধনলাভ করতে পারি এবং অন্যান্য আকাঙ্খিত বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারি ॥২॥

১. আপৃচে......সচথ্যৈঃ—যেন আমরা তোমার প্রতি পরিচর্যার সঙ্গে যুক্ত হতে পারি—griffith.

অতো ন আ নৃনতিথীনতঃ পত্নীর্দশস্যত।
আরে বিশ্বং পথেষ্ঠাং দ্বিষো যুযোতু যূয়ুবিঃ ॥৩॥

অতএব শ্রেষ্ঠ নর (অপর দেবতা) গণের প্রতি এবং তাঁদের পত্নীগণের প্রতি আমাদের অতিথিগণের ন্যায় আনুকূল্য প্রদর্শন কর। যেন সেই উৎসাদনকারী পথে অবস্থিত সকল বাধাকে এবং বিরোধকে বিদূরিত করেন ।।৩।।

যত্র বহ্নিরভিহিতো দুদ্রবদ্ দ্রোণ্যঃ পশুঃ।
নৃমণা বীরপস্ত্যো ঽর্ণা ধীরেব সনিতা ॥৪॥

যেখানে অগ্নি সুষ্ঠু স্থাপিত হয়েছেন এবং যূপে নিয়োগযোগ্য পশু দ্রুত ধাবন করেছে, সেখানে স্বগৃহে বীরগণকে সঙ্গে নিয়ে সেই মানবগণের সুহৃদ জ্ঞানবানের ন্যায় জলরাশিকে অধিকার করে থাকেন ।।৪।।

টীকা—ঋক্‌টি দুর্বোধ্য। দ্রোণ্যঃ পশুঃ—আক্ষরিক অনুবাদ পাত্রমধ্যে বাসকারী পশু অর্থাৎ সোমরস। Griffith মনে করেন মন্ত্রের অর্থ এই, যে মানব অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, সোমরসের আহুতি প্রস্তুত করেন তিনি বীর পুত্র ও ধনসম্পদ লাভ করেন।

এষ তে দেব নেতা রথস্পতিঃ শং রয়িঃ।
শং রায়ে শং স্বস্তয় ইষঃ স্তুতো মনামহে দেবস্তুতো মনামহে ॥৫॥

হে অধিনায়ক দেব! তোমার এই সকল সম্পদ, যা রথের আধিপত্য করে, যেন আমাদের অভিমুখে মঙ্গলকর হয়। তুমি আমাদের সম্পদের জন্য, কল্যাণের জন্য, সৌভাগ্য দান কর। আমরা যেন শক্তির জন্য স্তুতি রচনা করতে পারি, দেবগণের উদ্দেশে স্তুতি নির্মাণ করতে পারি ।।৫।।

(সূক্ত-৫১)

বিশ্বদেবগণ দেবতা। স্বস্তি ঋষি। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, জগতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৫।

অগ্নে সুতস্য পীতয়ে বিশ্বৈরূমেভিরা গহি। দেবেভির্হব্যদাতয়ে ॥১॥

হে অগ্নি, সকল সহায়কের সঙ্গে অভিষুত (সোম)রস পানের জন্য এই স্থানে আগমন কর। দেবগণের সঙ্গে আমাদের প্রদত্ত হবির উদ্দেশে ।।১।।

ঋতধীতয়া আ গত সত্যধর্মাণো অধ্বরম্। অগ্নেঃ পিবত জিহ্বয়া ॥২॥

হে দেবগণ, (তোমাদের) যাদের মনীষা সত্যস্বরূপ, যাদের বিধান যথার্থ (সেইরূপ তোমরা) এই যজ্ঞের অভিমুখে আগমন কর, অগ্নির জিহ্বাযোগে (সোম) পান কর ।।২।।

বিপ্রেভির্বিপ্র সন্ত্য প্রাতর্যাবভিরা গহি। দেবেভিঃ সোমপীতয়ে ॥৩॥

হে মেধাবিন্, কবিগণসহ প্রাতঃকালে বিচরণকারী দেবগণসহ সোমপানের জন্য আগমন কর, হে করুণাময় ।।৩।।

অয়ং সোমশ্চমূ সুতো ঽমত্রে পরি ষিচ্যতে। প্রিয় ইন্দ্রায় বায়বে ॥৪॥

এই যে সোম, অধিষবণ ফলকে নিষ্পেষিত হয়ে প্রিয় ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশে পাত্রে পরিপূরিত করা হয়েছে ।।৪।।

বায়বা যাহি বীতয়ে জুষাণো হব্যদাতয়ে। পিবা সুতস্যান্ধসো অভি প্রয়ঃ ॥৫॥

হে বায়ু, উপভোগরত হয়ে হব্য দানকে লক্ষ করে আগমন কর। অভিষুত সোমের (রস) পান কর, অন্নের প্রতি (আগমন কর) অথবা তৃপ্তিলাভ পর্যন্ত (পান কর) ।।৫।।

ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সুতানাং পীতিমর্হথঃ। তাঞ্জুষেথামরেপসাবভি প্রয়ঃ ॥৬॥

হে ইন্দ্র, হে বায়ু, এই অভিষুত সোমরস পান করা তোমাদের অধিকার। হে অনিন্দ্যযুগল, সেই রস পরিতোষ পর্যন্ত উপভোগ কর। (অথবা অন্নের প্রতি আগমন কর) ।।৬।।

সুতা ইন্দ্রায় বায়বে সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
নিম্নং ন যন্তি সিন্ধবোঽভি প্রয়ঃ ॥৭॥

এই অভিষুত সোমরসসকল ইন্দ্র ও বায়ুর জন্য দধিসংমিশ্রিত করা হয়েছে। নিম্নস্থানাভিমুখে নদীগুলির অনুরূপ তারা পরিতৃপ্তির অভিমুখে ধাবিত হয় ।।৭।।

সজূর্বিশ্বেভির্দেবেভিরশ্বিভ্যামুষসা সজূঃ।
আ যাহ্যগ্নে অত্রিবৎ সুতে রণ ॥৮॥

সকল দেবতার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে, অশ্বিনদ্বয় ও উষার সঙ্গে একত্রে এই স্থানে আগমন কর, হে অগ্নি, যেমন অত্রির সঙ্গে (অনুভব কর) সেইভাবে অভিষুত সোমের দ্বারা আনন্দ অনুভব কর ।।৮।।

১. অত্রিবৎ—অত্রির প্রদত্ত হবিতে যেমনভাবে....।

সজূর্মিত্রাবরুণাভ্যাং সজূঃ সোমেন বিষ্ণুনা।
আ যাহ্যগ্নে অত্রিবৎ সুতে রণ ॥৯॥

মিত্র ও বরুণের সঙ্গে মিলিতভাবে সোমের সঙ্গে, বিষ্ণুর সঙ্গে মিলিতভাবে এই স্থানে আগমন কর, হে অগ্নি, অত্রির সঙ্গে যেমনভাবে (অনুভব কর), সেইভাবে অভিষুত সোমে আনন্দ অনুভব কর ।।৯।।

সজূরাদিত্যৈর্বসুভিঃ সজূরিন্দ্রেণ বায়ুনা।
আ যাহ্যগ্নে অত্রিবৎ সুতে রণ ॥১০॥

আদিত্যগণ ও বসুগণের সঙ্গে একত্রে, ইন্দ্রের সঙ্গে বায়ুর সঙ্গে একত্রে এই স্থানে আগমন কর, হে অগ্নি, যেমনভাবে অত্রির সঙ্গে (অনুভব কর), সেইভাবে অভিষুত সোমে আনন্দ অনুভব কর ।।১০।।

স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্বণঃ।
স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা ॥১১॥

যেন অশ্বিনদ্বয় আমাদের কল্যাণ প্রদান করেন, ভগ (সৌভাগ্য) ও দেবী অদিতি যেন কল্যাণ করেন; যেন সেই অপ্রতিহত দেবতা (কল্যাণ করেন)। প্রভু পূষণ আমাদের জন্য যেন কল্যাণকে ধারণ করেন, যেন দ্যাবাপৃথিবী আনুকূল্যের সঙ্গে আমাদের মঙ্গল করেন ।।১১।।

টীকা— Geriffith বলেছেন, শ্লোক ১১-১৫ পর্যন্ত স্বস্তি শব্দের ভাবার্থ হবে স্বাস্থ্য ও সম্পদ।

স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ।
বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ ॥১২॥

কল্যাণের জন্য আমরা বায়ুকে স্তুতি করব, সমগ্র জগতের যিনি অধীশ্বর সেই সোমকেও মঙ্গলের জন্য স্তুতি করি, মঙ্গলের জন্য সর্বগণসহ বৃহস্পতির প্রতি (প্রার্থনা করি)। আদিত্যগণ যেন আমাদের কল্যাণের জন্য বিদ্যমান থাকেন ।।১২।।

বিশ্বে দেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে।
দেবা অবন্ত্বৃভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ ॥১৩॥

সকল দেবতা যেন আজ আমাদের কল্যাণের জন্য বিদ্যমান থাকেন; বৈশ্বানর (সকল মানবের দেবতা) বদান্য অগ্নি যেন কল্যাণের জন্য (বিদ্যমান থাকেন); যেন দেবগণ, ঋভুগণ কল্যাণের জন্য সহায়তা করেন, যেন রুদ্র মঙ্গল বিধান করেন ও বিপদ হতে রক্ষা করেন ।।১৩।।

স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি।
স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি ।।১৪।।

কল্যাণকর হে মিত্র ও বরুণ; কল্যাণকর হে সমৃদ্ধ পথ (দেবতা), আমাদের কল্যাণকর হে ইন্দ্র এবং অগ্নি, হে অদিতি আমাদের জন্য কল্যাণ বিধান কর ।।১৪।।

স্বস্তি পন্থামনু চরেম সূর্যাচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সং গমেমহি ।।১৫।।

আমরা যেন সূর্য ও চন্দ্রের অনুরূপ সমৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের পথ অনুসরণ করতে পারি, আমরা যেন তাঁর সঙ্গে একত্রিত হতে পারি, যিনি পুনরায় দান করেন (যিনি অভিপ্রেত), যিনি বিনাশ করেন না, যিনি সম্যক জ্ঞানবান ।।১৫।।

(সূক্ত-৫২)

মরুৎগণ দেবতা। অত্রির অপত্য শ্যাবাশ্ব ঋষি। অনুষ্টপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৭।

প্র শ্যাবাশ্ব ধৃষ্ণুয়া র্চা মরুদ্ভির্ঋক্বভিঃ।
যে অদ্রোঘমনুষ্বধং শ্রবো মদন্তি যজ্ঞিয়াঃ ।।১।।

হে শ্যাবাশ্ব, সোচ্চারে স্তুতি কর, স্তুতিপ্রাপ্ত তথা স্তুতিযোগ্য মরুৎগণের সঙ্গে, যাঁরা যজনীয় এবং নিজ-স্বভাব অনুসারে নির্বিরোধ খ্যাতির কারণে আনন্দিত হয়ে থাকেন ।।১।।

তে হি স্থিরস্য শবসঃ সখায়ঃ সন্তি ধৃষ্ণুয়া।
তে যামন্না ধৃষদ্বিনস্ত্মনা পান্তি শশ্বতঃ ॥২॥

সেই মরুৎগণ বিক্রমের কারণে অবিচলিত শক্তির সহচর হয়ে থাকেন। সেই দুর্দম স্বভাববিশিষ্ট (মরুৎ) গণ নিজ বিচরণপথে সকল মানবকে নিজ স্বভাবেই রক্ষা করেন ।।২।।

তে স্পন্দ্রাসো নোক্ষণো হতি স্কন্দন্তি শর্বরীঃ।
মরুতামধা মহো দিবি ক্ষমা চ মন্মহে ॥৩॥

তাঁরা দ্রুতগতিবিশিষ্ট বৃষগণের ন্যায় রাত্রিগুলিকে অতিক্রম করে ধাবিত হয়ে থাকেন এবং এইভাবে দ্যুলোকে ও ভূলোকে আমরা মরুৎগণের শক্তিকে অভিনন্দিত করি ।।৩।।

মরুৎসু বো দধীমহি স্তোমং যজ্ঞং চ ধৃষ্ণুয়া।
বিশ্বে যে মানুষা যুগা পান্তি মর্ত্যং রিষঃ ॥৪॥

মরুৎগণের অভিমুখে আমরা তোমাদের স্তুতি ও যজ্ঞকে সবলে ধারণ করি, যাঁরা সকলে যুগে যুগে মরণশীল মানবগণকে বিপদ হতে রক্ষা করেন ।।৪।।

অর্হন্তো যে সুদানবো নরো অসামিশবসঃ।
প্র যজ্ঞং যজ্ঞিয়েভ্যো দিবো অর্চা মরুদ্ভ্যঃ ॥৫॥

সেই প্রশস্তিযোগ্য, সুষ্ঠু দাতা, পূর্ণবল সেই নেতৃবৃন্দ, স্বর্গীয় মরুৎগণের উদ্দেশে, সেই যজনীয়গণের উদ্দেশে আমি যজ্ঞকে প্রশস্তি করব ।।৫।।

আ রুক্মৈরা যুধা নর ঋষ্বা ঋষ্টীরসৃক্ষত।
অন্বেনাঁ অহ বিদ্যুতো মরুতো জজ্ঝতীরিব ভানুরর্ত ত্মনা দিবঃ ॥৬॥

সেই মহান নায়কগণ তাঁদের তরবারিসকল এবং উজ্জ্বল সুবর্ণখচিত প্রদীপ্ত অস্ত্রসকল ক্ষেপণ করেছেন। তাঁদের অনুগমন করেছে বিদ্যুতের আলোক—মরুৎগণের অনুসরণকারিণী কলহাসিনী (কন্যা) গণের ন্যায়। স্বর্গের আলোকচ্ছটা স্বয়ং আগমন করেছেন ।।৬।।

যে বাবৃধন্ত পার্থিবা য উরাবন্তরিক্ষ আ।
বৃজনে বা নদীনাং সধস্থে বা মহো দিবঃ ॥৭॥

পৃথিবীসংবদ্ধ যাঁরা যাঁরা সমৃদ্ধিলাভ করেছেন, যাঁরা করেছেন বিস্তৃত অন্তরিক্ষলোকে, অথবা নদীসকলের নিকটবর্তী স্থানে, কিংবা মহান স্বর্গের আবাসস্থলে ।।৭।।

শর্ধো মারুতমচ্ছংস সত্যশবসমৃভ্বসম্।
উত স্ম তে শুভে নরঃ প্র স্পন্দ্রা যুজত ত্মনা ॥৮॥

মরুৎগণের সেই যথার্থ বলবান এবং অতিপরাক্রান্ত সংঘের উদ্দেশে প্রশস্তি গান কর। সেই নেতাগণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে স্বয়ং (বাহনকে) জয়লাভের উদ্দেশে সংযোজিত করেছেন ।।৮।।

উত স্ম তে [১]পরুষ্ণ্যামূর্ণা বসত শুন্ধ্যবঃ।
উত পব্যা রথানামদ্রিং ভিন্দন্ত্যোজসা ॥৯॥

এবং তাঁরা নিজেদের পশম-পরিচ্ছদে (কেশ) আচ্ছাদিত করেছেন পরুষ্ণী নদীর মধ্যে শুভ্রদীপ্তিময় (জলের সারস) পাখীর অনুরূপভাবে। তাঁদের রথসমূহের চক্রনেমির সাহায্যে তাঁরা সবলে প্রস্তর খণ্ড ভগ্ন করেন ।।৯।।

১. পরুষ্ণী— পাঞ্জাবের অন্যতম নদী রাবি অথবা ইরাবতী।

আপথয়ো বিপথয়ো হন্তস্পথা অনুপথাঃ।
এতেভির্মহ্যং নামভির্যজ্ঞং বিষ্টার ওহতে ॥১০॥

আমাদের অভিমুখী পথবর্তী হয়ে বা বিপরীত পথে বিচরণ করে, পথের মধ্যে বা পথকে অনুসরণ করে এইভাবে নানা নামে সেই বিস্তারশীল গণ আমার উদ্দেশে যজ্ঞকে সম্যক আনয়ন করেন ।।১০।।

অধা নরো ন্যাহতে হধা নিযুত ওহতে।
অধা পারাবতা[১] ইতি চিত্রা রূপাণি দর্শ্যা ॥১১॥

সেই বীরগণ সম্যকভাবে এই যজ্ঞের প্রতি উপস্থিত থাকেন, তাঁদের সংঘ সম্যক এই স্থানে উপস্থিত থাকেন, তাঁদের বিবিধ আকৃতিসকল দর্শনযোগ্য, তাঁরা দূর হতে আগত (পারাবত) ।।১১।।

১. পারাবতঃ—সম্ভবত পরুষ্ণীর তীরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী।

ছন্দঃস্তুভঃ কুভন্যব[১] উৎসমা কীরিণো নৃতুঃ।
তে মে কে চিন্ন তায়ব উমা আসন্ দৃশি ত্বিষে ॥১২॥

ছন্দের দ্বারা স্তুতিকারী, জলের সন্ধানী, সেই স্তোতৃবৃন্দ (জলের) উৎসের অভিমুখে নৃত্য সহ ধাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা আমার নিকট কিরূপে (প্রতিভাত ছিলেন?) তস্কর নয়, পরন্তু সহায়করূপে তাঁরা আমার দৃষ্টিতে উজ্জ্বলভাবে ধরা দিয়েছিলেন ।।১২।।

১. কুমন্যবঃ—সায়ণভাষ্য জলসন্ধানী; উৎস—মেঘ সায়ণের ভাষ্যে কূপ যা মরুৎগণ অলৌকিকভাবে তৃষ্ণার্ত গোতমার প্রতি আনয়ন করেছিলেন।

য ঋষ্বা ঋষ্টিবিদ্যুতঃ কবয়ঃ সন্তি বেধসঃ।
তমৃষে মারুতং গণং নমস্যা রময়া গিরা ।।১৩।।

সেই মহত্তমগণ বিদ্যুৎ যাঁদের তরবারি, তাঁরা ঋষি, কবি এবং ন্যায়ের বিধায়ক। হে ঋষি, সেই মরুৎসংঘের উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রকাশ কর এবং তোমার স্তোত্রযোগে তাঁদের প্রীত কর ।।১৩।।

টীকা—ঋষে—শ্যাবাশ্বের উদ্দেশে।

অচ্ছ ঋষে মারুতং গণং দানা মিত্রং ন যোষণা।
দিবো বা ধৃষ্ণব ওজসা স্তুতা ধীভিরিষণ্যত ।।১৪।।

হে ঋষি কবি, মরুৎগণের উদ্দেশে (হব্যাদি) দান (বহন কর), যেমনভাবে কন্যাকে দান করা হয় মিত্রের (পতির?) প্রতি। অথবা স্বর্গ হতে ও তোমরা, হে দুর্ধর্ষসকল, স্তুতির মাধ্যমে প্রীত হয়ে সবলে আগমন কর ।।১৪।।

নূ মন্বান এষাং দেবাঁ অচ্ছা ন বক্ষণা।
দানা সচেত সূরিভির্যামশ্রুতেভিরঞ্জিভিঃ ।।১৫।।

এই সকল চিন্তা করতে করতে তিনি যেন শীঘ্র দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে এই স্থান অভিমুখে আগমন করেন। তিনি দ্রুত পরিক্রমণের জন্য সুখ্যাত বীরগণের সঙ্গে ফলব্যঞ্জক দানের প্রতি আগমন করেন ।।১৫।।

প্র যে মে বন্ধ্বেষে গাং বোচন্ত সূরয়ঃ পৃশ্নিং বোচন্ত মাতরম্।
অধা পিতরমিষ্মিণং রুদ্রং বোচন্ত শিক্বসঃ ।।১৬।।

যে বীরগণ (তাঁদের) বন্ধুজনের বিষয়ে প্রশ্ন করার ফলে গাভির কথা বলেছিলেন, পৃশ্নিকে তাঁদের জননী বলেছিলেন এবং তারপরে বাণধারী রুদ্রকে তাঁরা, সেই বলবান (মরুৎ)গণ তাঁদের পিতা ঘোষণা করেছিলেন ।।১৬।।

সপ্ত মে সপ্ত শাকিন একমেকা শতা দদুঃ।
যমুনায়ামধি শ্রুতমুদ্ রাধো গব্যং মৃজে নি রাধো অশ্ব্যং মৃজে ।।১৭।।

সপ্তসংখ্যক সপ্তজন, সর্ব (বিষয়) পারঙ্গমগণ আমাকে প্রত্যেক জন শতসংখ্যক দান করেছিলেন। আমি যমুনাতে প্রসিদ্ধ গাভিবিষয়ক সম্পদ ও অশ্ব-সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছিলাম ।।১৭।।

টীকা—মরুৎদের সাতটি গণে প্রত্যেকটিতে সাতজন আছেন। তাই মরুৎগণের সংখ্যা উনপঞ্চাশ—সায়ণভাষ্য
যমুনা—যমুনা নদী।

(সূক্ত-৫৩)

মরুৎগণ দেবতা। অত্রির অপত্য শ্যাবাশ্ব ঋষি। ককুপ্, বৃহতী,অনুষ্টুপ্, পুরউষ্ণিক্, সত্যোবৃহতী, গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৬।

কো বেদ জানমেষাং কো বা পুরা সুম্নেষ্বাস মরুতাম্। যদ্ যুযুজ্রে কিলাস্যঃ ।।১।।

তাঁদের জন্মবৃত্তান্ত কে অবগত আছেন? অথবা অতীত কালে কে মরুৎগণের অনুগ্রহভাজন ছিলেন? কখন তাঁরা তাঁদের বিচিত্রবর্ণা (মৃগী) সংযোজন করেছিলেন? ।।১।।

ঐতান্ রথেষু তস্থুষঃ কঃ শুশ্রাব কথা যযুঃ।
কস্মৈ সস্রুঃ সুদাসে অন্বাপয় ইলাভির্বৃষ্টয়ঃ সহ ।।২।।

রথে আরূঢ় তাঁদের কে শ্রবণ করেছেন—কোন পথে তাঁরা গমন করেছিলেন? কোন উদার দাতার প্রতি, সখার (অনুরূপভাবে) তাঁরা বৃষ্টিধারার ন্যায় প্রবাহিত হয়েছিলেন যজ্ঞীয় হবিঃ সহ? ।।২।।

তে ম আহুর্য আযযুরূপ দ্যুভির্বিভির্মদে।
নরো মর্যা অরেপস ইমান্ পশ্যন্নিতি ষ্টুহি ।।৩।।

তাঁরা আমাকে বলেন—যাঁরা এই স্থানের অভিমুখে প্রদীপ্ত ও পক্ষযুক্ত (অশ্বগণ) সহ আগমন করেছেন (সোমপানজাত) হর্ষের জন্য, সেই নরগণ অনিদিত যুবাসকল যখন তাঁদের দর্শন করবে তাঁদের স্তুতি করবে ।।৩।।

যে অঞ্জিষু যে বাশীষু স্বভানবঃ স্রক্ষু রুক্মেষু খাদিষু। শ্রায়া রথেষু ধন্বসু ॥৪॥

যাঁরা অলঙ্কার ও অস্ত্র (কুঠার) যোগে তাঁদের মাল্য, বক্ষোভূষণ ও কবচ যোগে স্বয়ং দীপ্তিমান এবং ধনুসহ রথগুলিতে শ্রীর সঙ্গে (অধিষ্ঠিত) ॥৪॥

যুষ্মাকং স্মা রথাঁ অনু মুদে দধে মরুতো জীরদানবঃ। বৃষ্টী দ্যাবো যতীরিব ॥৫॥

তোমাদের রথসকলের উদ্দেশে আমি আনন্দের সঙ্গে অপেক্ষা করি, হে ক্ষিপ্র দানকারী মরুৎগণ! যেন বৃষ্টির সঙ্গে সমাগত দীপ্তির অনুরূপ (রথগুলি দৃশ্যমান হয়) ॥৫॥

আ যং নরঃ সুদানবো দদাশুষে দিবঃ কোশমচুচ্যবুঃ।
বি পর্জন্যং সৃজন্তি রোদসী অনু ধন্বনা যন্তি বৃষ্টয়ঃ ॥৬॥

সেই বদান্য দাতাগণ বীরগণ যখন হবির্দাতা (যজমানের) অভিমুখে স্বর্গের ভাণ্ডারকে প্রকম্পিত করেছেন, তখন তাঁরা (ঝড়ের) মেঘকে দ্যাবাপৃথিবীর প্রতি বিমুক্ত করে থাকেন এবং উষর স্থানগুলিতে বর্ষণ প্রেরণ করেন ॥৬॥

ততৃদানাঃ সিন্ধবঃ ক্ষোদসা রজঃ প্র সস্রুর্ধেনবো যথা।
স্যন্না অশ্বা ইবা ধ্বনো বিমোচনে বি যদ্ বর্তন্ত এন্যঃ ॥৭॥

নদীগুলি অন্তরিক্ষলোকের মধ্য দিয়ে জলধারায় প্লাবিত করে প্রবাহিত হতে থাকে যেন যূথবদ্ধ গাভি, যেমন বন্ধনমুক্ত হয়ে দ্রুতগামী অশ্বগুলি পথ হতে ছুটে যায়, সেইভাবে সর্বদিকে উজ্জ্বল (নির্মল) জলধারাসকল ধাবিত হয় ॥৭॥

আ যাত মরুতো দিব আন্তরিক্ষাদমাদুত। মাব স্থাত পরাবতঃ ॥৮॥

হে মরুৎগণ, স্বর্গ হতে, অন্তরিক্ষ হতে এবং নিকটবর্তী স্থান হতে এই স্থানের অভিমুখে আগমন কর, দূরবর্তী স্থানে অবস্থান কোর না ॥৮॥

মা বো রসানিতভা কুভা ক্রুমুর্মা বঃ সিন্ধুর্নি রীরমৎ।
মা বঃ পরি ষ্ঠাৎ সরযুঃ পুরীষিণ্যস্মে ইৎ সুম্নমস্তু বঃ ॥৯॥

রসা (নদী), অনিতভা, কুভা, ক্রুমু, যেন সিন্ধু তোমাকে বিরত না করে; উদ্বেলিত সরযূ তোমাকে যেন আবেষ্টিত করে না রাখে, কেবলমাত্র আমাদের প্রতি যেন তোমার আনুকূল্য বর্তমান থাকে ॥৯॥

টীকা—রসা ইত্যাদি সিন্ধুর হল বিভিন্ন উপনদী।

তং বঃ শর্ধং রথানাং ত্বেষং গণং মারুতং নব্যসীনাম্। অনু প্র যন্তি বৃষ্টয়ঃ ॥১০॥

তোমাদের সেই রথের সমষ্টি, তেজস্বী তারুণ্যদীপ্ত মরুৎগণের সংঘ, বর্ষণধারা তাঁদের অনুগমন করে ॥১০॥

শর্ধংশর্ধং ব এষাং ব্রাতংব্রাতং গণংগণং সুশস্তিভিঃ। অনু ক্রামেম ধীতিভিঃ ॥১১॥

এই সকল সমষ্টির প্রত্যেককে, প্রত্যেক সংঘ, প্রত্যেক দলকে যেন শোভন স্তুতিসহযোগে এবং সুমতির সঙ্গে আমরা অনুগমন করি ॥১১॥

কস্মা অদ্য সুজাতায় রাতহব্যায় প্র যযুঃ। এনা যামেন মরুতঃ ॥১২॥

কোন হব্যদাতা সদ্বংশজের উদ্দেশে মরুৎগণ আজ এই পথ দিয়ে যাত্রা করেছেন? ॥১২॥

যেন তোকায় তনয়ায় ধান্যং বীজং বহধ্বে অক্ষিতম্।
অস্মভ্যং তদ্ ধত্তন যদ্ ব ঈমহে রাধো বিশ্বায়ু সৌভগম্ ॥১৩॥

যার দ্বারা তোমরা সেই অক্ষয় ধান্যবীজ (শস্য) আমাদের সন্তান ও বংশধরগণের প্রতি বহন করে থাক, আমাদের জন্য সেই সম্পদ নিবেশিত কর, যা আমরা তোমাদের নিকট প্রার্থনা করি এবং সৌভাগ্য যা সমস্ত জীবনকে ব্যাপ্ত করে ॥১৩॥

অতীয়াম নিদস্তিরঃ স্বস্তিভির্হিত্বাবদ্যমরাতীঃ।
বৃষ্টী শং যোরাপ উস্রি ভেষজং স্যাম মরুতঃ সহ ॥১৪॥

আমরা যেন অপবাদকারীদের তোমাদের আশীঃযোগে অতিক্রম করি, অপমান ও হিংসাকে পশ্চাতে রেখে। যখন বর্ষণ হয় তখন জলধারা কল্যাণ আনে প্রত্যূষকালে ভেষজের (ন্যায়)। হে মরুৎগণ, আমরা যেন (তোমাদের) সঙ্গে বর্তমান থাকতে পারি ॥১৪॥

সুদেবঃ সমহাসতি সুবীরো নরো মরুতঃ স মর্ত্যঃ। যং ত্রায়ধ্বে স্যাম তে ॥১৫॥

হে বীরগণ, হে মরুৎগণ, সেই মানব দেবগণের অনুগ্রহভাজন এবং মহৎ পুত্রগণের অধিকারী হয়ে থাকেন, যাঁকে তোমরা রক্ষা কর। যেন আমরা সেইরূপ (মানব) হতে পারি ॥১৫॥

স্তুহি ভোজান্ৎস্তুবতো অস্য যামনি রণন্ গাবো ন যবসে।
যতঃ পূর্বাঁ ইব সখীঁরনু হ্বয় গিরা গৃণীহি কামিনঃ ॥১৬॥

স্তুতিকারীর প্রতি যাঁরা অনুকূল তাঁদের স্তুতি কর। এই হবির্দাতার যজ্ঞে তাঁরা শস্যক্ষেত্রে (বিচরণরত) গাভিযূথের ন্যায় আনন্দ করেন। অতএব পুরাকালীন বন্ধুগণের ন্যায় তাঁদের গমনের কালে আহ্বান কর, তাঁদের (প্রতি) স্তোত্রযোগে স্তুতি কর যারা (স্তোত্র) আকাঙ্খা করেন ॥১৬॥

(সূক্ত-৫৪)

মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৫।

প্র শর্ধায় মারুতায় স্বভানব ইমাং বাচমনজা পর্বতচ্যুতে।
ঘর্মস্তুভে দিব আ পৃষ্ঠযজ্বনে দ্যুম্নশ্রবসে মহি নৃম্ণমর্চত ॥১॥

স্বকীয় দীপ্তিতে প্রদীপ্ত মরুৎসংঘের উদ্দেশে আমি এই স্তোত্র প্রেরণ করি, যাঁরা পর্বতসকলকে বিচ্যুত করে থাকেন। তাঁদের প্রবল পৌরুষের স্তুতি কর যাঁরা ঘর্মযাগের স্তুতির কারণে অত্যুজ্জ্বল খ্যাতির অধিকারী এবং যাঁরা স্বর্গের উপরিতলে যজ্ঞানুষ্ঠান করে থাকেন ॥১॥

টীকা—পৃষ্ঠ ইত্যাদি—Wilson বলেছেন, যাঁরা পৃষ্ঠ্যযাগের অনুষ্ঠান করেন। পৃষ্ঠ শব্দটি অস্বচ্ছ—প্রদেশ বা শিখর বোঝাতে পারে, পৃষ্ঠ্য স্তোত্রকেও বোঝাতে পারে, সেইভাবে 'ঘর্ম' শব্দটি উত্তাপ/প্রবলতা বা উত্তপ্ত দুগ্ধ যে কোনও অর্থ বোঝাতে পারে।

প্র বো মরুতস্তবিষা উদন্যবো বয়োবৃধো অশ্বযুজঃ পরিজ্রয়ঃ।
সং বিদ্যুতা দধতি বাশতি ত্রিতঃ[1] স্বরন্ত্যাপোঽবনা পরিজ্রয়ঃ ॥২॥

হে মরুৎগণ তোমরা জলের জন্য ইচ্ছা কর, তোমাদের তেজোময় সংঘসকল, প্রাণশক্তিকে সমৃদ্ধ করে, (রথে) সংযোজিত অশ্বযোগে দূরস্থানে পরিভ্রমণ করে। তাঁরা বিদ্যুতের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকেন। ত্রিত গর্জন করেন এবং জলরাশি তাঁদের গতিপথে পরিভ্রমণ করতে করতে কলধ্বনি করে ॥২॥

১. ত্রিত— বৈদিক দেবতা, মরুৎগণের সঙ্গী, সায়ণের মতে তিন স্তরে অবস্থিত মেঘ।

বিদ্যুন্মহসো নরো অশ্মদিদ্যবো বাতত্বিষো মরুতঃ পর্বতচ্যুতঃ।
অব্দয়া চিন্মুহুরা হ্রাদুনীবৃতঃ স্তনয়দমা রভসা উদোজসঃ ॥৩॥

বিদ্যুৎ তাঁদের দীপ্তিকে প্রকাশ করে, সেই বীরগণ, প্রস্তর নিক্ষেপকারী, বায়ুর ন্যায় প্রবল সেই মরুৎগণ, তাঁরা পর্বতসকলকে প্রকম্পিত করে থাকেন। প্রায়শ বৃষ্টিদানের ইচ্ছায় তাঁরা ক্ষণমধ্যে করকাসকল বিঘূর্ণিত করে ক্ষেপণ করেন, সগর্জনে আক্রমণ করেন ভয়ংকরভাবে, প্রবল শক্তিতে ॥৩॥

ব্যক্তূন্ রুদ্রা ব্যহানি শিক্বসো ব্যন্তরিক্ষং বি রজাংসি ধূতয়ঃ।
বি যদজ্রাঁ অজথ নাব ঈং যথা বি দুর্গাণি মরুতো নাহ রিষ্যথ ॥৪॥

যখন হে শক্তিধর রুদ্রসকল, রাত্রিকালে এবং দিবাভাগসমূহে, যখন আকাশ-প্রদেশে এবং বায়ুলোকে সকলকে কম্পিতকারী তোমরা বিস্তৃত প্রদেশে নৌকার ন্যায় ধাবিত হতে থাক, তখন দুর্গম স্থানে গমন করেও হে মরুৎগণ, তোমাদের কোনও সংকট ঘটে না ॥৪॥

তদ্ বীর্যং বো মরুতো মহিত্বনং দীর্ঘং ততান সূর্যো ন যোজনম্।
এতা ন যামে অগৃভীতশোচিষো ঽনশ্বদাং যন্ন্যয়াতনা গিরিম্ ॥৫॥

এইরূপ তোমাদের বীরত্ব হে মরুৎগণ। তোমাদের মহিমা; তা সূর্যের ন্যায় দীর্ঘায়ত যোজনে বিস্তৃত হয়েছে। তোমাদের যাত্রাপথে (তোমরা) হরিণযূথের ন্যায় যাদের সৌন্দর্য অপরাভূত, যখন তোমরা সেই সকল পর্বতকে (মেঘকে) ধ্বস্ত কর যারা প্রভূত বর্ষণ দেয় ॥৫॥

টীকা—অথবা অনশ্বদাম্—ইত্যাদি সেই সকল পর্বতকে বিজয় কর যারা অশ্ব দিতে পারে না।

অভ্রাজি শর্ধো মরুতো যদর্ণসং মোষথা বৃক্ষং কপনেব বেধসঃ।
অধ স্মা নো অরমতিং সজোষসশ্চক্ষুরিব যন্তমনু নেষথা সুগম্ ॥৬॥

তোমাদের সংঘ দীপ্যমান হয়েছিল, হে মরুৎগণ, হে (ন্যায়) বিধায়কগণ তথা জ্ঞানবানগণ! যখন তোমরা কম্পমান বৃক্ষকে কীটদষ্টের ন্যায় নিপাতিত করেছিলে, তখন তোমরা আমাদের শোভন ধীকে একত্রিত ভাবে সহজপথে চালিত করেছ, যেমনভাবে পথিককে তার চক্ষুদ্বয় করে থাকে ।।৬।।

ন স জীয়তে মরুতো ন হন্যতে ন স্রেধতি ন ব্যথতে ন রিষ্যতি।
নাস্য রায় উপ দস্যন্তি নোতয় ঋষিং বা যং রাজানং বা সুষূদথ ॥৭॥

যে ঋষিকে অথবা যে রাজাকে তোমরা প্রেরণ করে থাক, কখনও তিনি পরাভূত হন না, হে মরুৎগণ, অথবা নিহত হন না। তিনি কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হন না, কখনো দুঃখগ্রস্ত অথবা বিপন্ন হন না। তাঁর ধনসম্পদ, তাঁর সুরক্ষা কখনও ক্ষীণ হয় না ।।৭।।

নিযুত্বন্তো গ্রামজিতো যথা নরো ঽর্যমণো ন মরুতঃ কবন্ধিনঃ।
পিন্বন্ত্যুৎসং যদিনাসো অস্বরন্ ব্যুন্দন্তি পৃথিবীং মধ্বো অন্ধসা ॥৮॥

সংযুক্ত (অশ্ব) দল সহ অনুকূল মরুৎগণ, গ্রামজয়কারী বীরগণের অনুরূপভাবে তাঁদের জলপাত্রসহ বর্তমান। তাঁরা উৎসকে প্রবাহিত করেন। যখন দুর্দম তাঁরা গর্জন করেন, (তখন) পৃথিবীকে মধুরসের প্লাবনে অভিষিক্ত করেন ।।৮।।

প্রবত্বতীয়ং পৃথিবী মরুদ্ভ্যঃ প্রবত্বতী দ্যৌর্ভবতি প্রযদ্ভ্যঃ।
[illegible]

[illegible]

যখন সূর্য উদিত হলে তোমরা আনন্দিত হয়ে থাক, হে ধনবান দীপ্তিমান মরুৎগণ, স্বর্গের বীরগণ! তোমাদের অশ্বগুলি তাদের গতি-পথে ক্লান্ত হয় না এবং অতি শীঘ্রই তোমরা সেই পথের সীমান্তে উপনীত হও ।।১০।।

অংসেষু ব ঋষ্টয়ঃ পৎসু খাদয়ো বক্ষঃসু রুক্মা মরুতো রথে শুভঃ।
অগ্নিভ্রাজসো বিদ্যুতো গভস্ত্যোঃ শিপ্রাঃ শীর্ষসু বিততা হিরণ্যয়ীঃ ॥১১॥

তোমাদের স্কন্ধে তরবারি (শোভিত), পদসকলে কটক, বক্ষস্থলে স্বর্ণালংকার [illegible] তোমাদের রথসমূহে কল্যাণ (শোভা পায়)। তোমাদের হস্তসমূহে অগ্নির দীপ্তি [illegible] (আলো দেয়), স্বর্ণময় শিরস্ত্রাণ তোমাদের মস্তকে বিন্যস্ত ।।১১।।

তং নাকমর্যো অগৃভীতশোচিষং রুশৎ পিপ্পলং মরুতো বি ধূনুথ।
সমচ্যন্ত বৃজনাতিত্বিষন্ত যৎ স্বরন্তি ঘোষং বিততমৃতায়বঃ ॥১২॥

যে স্বর্গের জ্যোতি অজেয়, তাকেও, হে মরুৎগণ, তোমরা তার সমুজ্জ্বল ফলের (বৃষ্টি) প্রাপ্তির উদ্দেশে প্রকম্পিত করে থাক। যখন তাঁরা (মরুৎগণ)তেজের সঙ্গে পরাক্রম প্রকাশ করেন, তখন (মানবগোষ্ঠী) সকলে সমবেত হয়। এবং যজ্ঞাভিলাষীগণ বহুদূর প্রসারী নিনাদ করেন ।।১২।।

যুষ্মাদত্তস্য মরুতো বিচেতসো রায়ঃ স্যাম রথ্যো বয়স্বতঃ।
[illegible]ন যো যুচ্ছতি তিষ্যো যথা দিবো ঽস্মে রারন্ত মরুতঃ সহস্রিণম্ ॥১৩॥

হে বিচক্ষণ মরুৎগণ! আমরা যেন তোমাদের প্রদত্ত প্রাণবন্ত সম্পদের সারথি হতে পারি। যা (আমাদের নিকট হতে) দূরে বিদ্যমান থাকে না। যেমন স্বর্গ হতে তিষ্য নক্ষত্র (দূরবর্তী নয়)। হে মরুৎগণ আমাদের সঙ্গে সহস্রসংখ্যক (সম্পদ দ্বারা) আনন্দ উপভোগ কর ।।১৩।।

যূয়ং রয়িং মরুত স্পার্হবীরং যূয়মৃষিমবথ সামবিপ্রম্।
যূয়মর্বন্তং ভরতায়[1] বাজং যূযং ধত্থ রাজানং শ্রুষ্টিমন্তম্ ॥১৪॥

হে মরুৎগণ, কাঙ্খিত বীরগণ সমৃদ্ধ সম্পদ প্রদান কর; তোমরা ঋষিকবিকে তাঁর সামগানে [illegible] দান কর। তোমরা ভরতের প্রতি, তাঁর শক্তিরূপে অশ্বপ্রদান কর; তোমরা শ্রবণে [illegible] রাজা প্রদান কর ।।১৪।।

[1] [illegible] কোন যোদ্ধা কিম্বা ভরতবংশীয়; সায়ণের ভাষ্যে বলা হয়েছে ভরত—শ্যাবাশ্ব।

তদ্ বো যামি দ্রবিণং সদ্য উতয়ো যেনা স্বর্ণ ততনাম নৃঁরভি।
ইদং সু মে মরুতো হর্যতা বচো যস্য তরেম তরসা শতং হিমাঃ ॥১৫॥

তোমাদের নিকট আমি সেই সম্পদ প্রার্থনা করি, যে তোমরা সহায়তা প্রদানে ত্বরমাণ, যে সম্পদের মাধ্যমে আমরা মানবগণের মধ্যে সূর্যের অনুরূপ প্রসারিত হতে পারব। হে মরুৎগণ, আমার এই ভাষণে আনন্দ উপভোগ কর, যার শক্তিতে আমরা শত শীতঋতু উত্তীর্ণ হতে পারি ।।১৫।।

(সূক্ত-৫৫)

মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১০।

প্রযজ্যবো মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ো বৃহদ্ বয়ো দধিরে রুক্মবক্ষসঃ।
ঈয়ন্তে অশ্বৈঃ সুযমেভিরাশুভিঃ শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত ॥১॥

মরুৎগণ, যজ্ঞের অগ্রভাগে পূজিত হয়ে থাকেন। তাঁরা প্রদীপ্ত আয়ুধ এবং বক্ষঃদেশে অলংকার শোভিত। তাঁরা প্রভূত জীবনীশক্তি ধারণ করেন। সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণযোগ্য ক্ষিপ্রগতি অশ্বসকলযোগে তাঁরা গমন করেন। শোভনভাবে গমনরত তাঁদের রথগুলি অগ্রগমন করতে থাকে ।।১।।

স্বয়ং দধিধ্বে তবিষীং যথা বিদ বৃহন্মহান্ত উর্বিয়া বি রাজথ।
উতান্তরিক্ষং মমিরে ব্যোজসা শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত ॥২॥

তোমরা স্বয়ং তোমাদের বল জ্ঞান অনুসারে সঞ্চিত করেছ, মহিমার সঙ্গে, হে বলবানগণ, তোমরা বিস্তৃতভাবে জ্যোতি বিকীরণ কর। এবং অন্তরিক্ষলোককে তাঁরা তেজের মাধ্যমে পরিমাপ (পরিব্যাপ্ত) করেছেন। শোভনভাবে......পূর্ব মন্ত্রে অনুদিত। ।।২।।

সাকং জাতাঃ সুভ্বঃ সাকমুক্ষিতাঃ শ্রিয়ে চিদা প্রতরং বাবৃধুর্নরঃ।
বিরোকিণঃ সূর্যস্যেব রশ্ময়ঃ শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত ॥৩॥

যুগপৎ সম্ভূত, মহান সেই বীরগণ, একই সঙ্গে তাঁরা সমৃদ্ধ হয়েছিলেন, মাত্র শোভা ও ঐশ্বর্যের জন্য তাঁরা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি পেয়েছিলেন। সূর্যের কিরণচ্ছটার ন্যায় দীপ্তিমান অবস্থায়—শোভনভাবে......পূর্ব মন্ত্রে অনূদিত। ।।৩।।

আভূষেণ্যং বো মরুতো মহিত্বনং দিদৃক্ষেণ্যং সূর্যস্যেব চক্ষণম্।
উতো অস্মাঁ অমৃতত্বে দধাতন শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত ॥৪॥

হে মরুৎগণ, তোমাদের মাহাত্ম্য বন্দনীয়। তোমাদের দর্শন সূর্যের দীপ্তির ন্যায় আকাঙ্খার যোগ্য। তাই আমাদের অমরত্বের প্রতি প্রেরণ কর—অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ। ।।৪।।

উদীরয়থা মরুতঃ সমুদ্রতো যূয়ং বৃষ্টিং বর্ষয়থা পুরীষিণঃ।
ন বো দস্রা উপ দস্যন্তি ধেনবঃ শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত ॥৫॥

হে মরুৎগণ, তোমরা সমুদ্র হতে বৃষ্টিকে উন্নীত কর এবং উদ্বেলিত (জলরাশির অধিপতি) সকল, (তোমরা বৃষ্টিকে) বর্ষিত কর। তোমাদের গাভিগুলি, হে অদ্ভুতকর্মা সকল, কখনই রিক্ত হয় না। শোভনভাবে...পূর্ব মন্ত্রে অনুদিত। ।।৫।।

যদশ্বান্ ধূর্ষু পৃষতীরযুগ্ধং হিরণ্যয়ান্ প্রত্যৎকাঁ অমুগ্ধম্।
বিশ্বা ইৎ স্পৃধো মরুতো ব্যস্যথ শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত ॥৬॥

যখন তোমরা তোমাদের বিচিত্রবর্ণা (মৃগী গুলিকে) অশ্বের ন্যায় রথাগ্রে সংযুক্ত করেছ এবং তোমাদের স্বর্ণময় পরিচ্ছদ পরিধান করেছ, তখন সকল প্রতিদ্বন্দ্বিকে তোমরা বিদূরিত করেছ, হে মরুৎগণ! শোভনভাবে...পূর্ব মন্ত্রে অনুদিত। ।।৬।।

ন পর্বতা ন নদ্যো বরন্ত বো যত্রাচিধ্বং মরুতো গচ্ছথেদু তৎ।
উত দ্যাবাপৃথিবী যাথনা পরি শুভং যাতামনু রথা অবৃসত ॥৭॥

কোন পর্বত বা কোন নদী তোমাদের বাধা দিতে পারে না। যেখানে তোমরা মনঃস্থির করেছ, হে মরুৎগণ, সেখানেই তোমরা গমন কর এবং দ্যুলোক ও ভূলোককে পরিব্যাপ্ত করে ভ্রমণ কর। শোভনভাবে...পূর্ব মন্ত্রে অনুদিত। ।।৭।।

যৎপূর্ব্যং মরতো যচ্চ নূতনং যদুদ্যতে বসবো যচ্চ শস্যতে।
বিশ্বস্য তস্য ভবথা নবেদসঃ শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত ॥৮॥

যা কিছু পুরাতন, হে মরুৎগণ, যা কিছু নূতন, যা কিছু উক্ত হয়, হে বসুগণ যা (স্তুতি) গীত হয়ে থাকে, সেই সর্ব বিষয়ে তোমরা অবগত হয়ে থাক। শোভনভাবে...পূর্ব মন্ত্রে অনূদিত ।।৮।।

মৃলত নো মরুতো মা বধিষ্টনাস্মভ্যং শর্ম বহুলং বি যন্তন।
অধি স্তোত্রস্য সখ্যস্য গাতন শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত ।।৯।।

আমাদের প্রতি সদয় হও, হে মরুৎগণ, বিনাশ কোর না। আমাদের প্রতি বহুপ্রকার আশ্রয় প্রসারিত কর। আমাদের কৃত প্রশস্তি ও মৈত্রীর প্রতি অনুকূল থাক। শোভনভাবে...পূর্ব মন্ত্রে অনূদিত। ।।৯।।

যূয়মস্মান্ নয়ত বস্যো অচ্ছা নিরংহতিভ্যো মরুতো গৃণানাঃ।
জুষধ্বং নো হব্যদাতিং যজত্রা বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ।।১০।।

তোমরা আমাদের স্তুতি প্রাপ্ত হতে হতে, হে মরুৎগণ, দুর্গতি হতে দূরে, উন্নততর সৌভাগ্যের প্রতি চালনা কর। হে যজনীয়গণ, আমাদের দ্বারা হবিঃ দানকে উপভোগ কর। যেন আমরা সকল সম্পদের অধীশ্বর হতে পারি ।।১০।।

(সূক্ত-৫৬)

মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। বৃহতী, সত্যেবৃহতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

অগ্নে শর্ধন্তমা গণং পিষ্টং রুক্মেভিরঞ্জিভিঃ।
বিশো অদ্য মরুতামব হ্বয়ে দিবশ্চিদ্ রোচনাদধি ।।১।।

হে অগ্নি, সেই দুর্বারগণ, যাঁরা প্রদীপ্ত আভরণ সকল দ্বারা সজ্জিত, সেই মরুৎ বৃন্দকে, আজ আমি স্বর্গের সমুজ্জ্বল লোক হতে এই স্থানে আবাহন করছি ।।১।।

যথা চিন্মন্যসে হৃদা তদিন্মে জগ্মুরাশসঃ।
যে তে নেদিষ্ঠং হবনান্যাগমন্ তান্ বর্ধ[১] ভীমসংদৃশঃ ।।২।।

ঠিক যেরূপ তুমি অন্তরে চিন্তন করে থাক, সেইরূপেই আমার প্রার্থনাসকল (সাফল্যের প্রতি) গমন করে। যারা তোমার আহ্বানহেতু সর্বাপেক্ষা নিকটে আগমন করে, সেই ঘোরদর্শনধারীদের সমৃদ্ধ কর ।।২।।

১. তান্ বর্ধ—মরুৎগণকে হব্যাদি দ্বারা বর্ধিত কর।

মীল্হুষ্মতীব পৃথিবী পরাহতা[১] মদন্ত্যেত্যস্মদা।
ঋক্ষো ন বো মরুতঃ শিমীবাঁ অমো দুধ্রো গৌরিব ভীময়ুঃ ।।৩।।

ধনবতী (প্রভূতপলদায়িনী) রমণীর ন্যায়, পৃথিবী অন্যের দ্বারা নির্জিতা হয়েও উৎফুল্ল চিত্তে আমাদের উদ্দেশে আগমন করেন। যেন কোন ভল্লুকের অনুরূপ, হে মরুৎগণ তোমাদের দুর্ধর্ষ গতি; কোন দুর্মদ বৃষভের ন্যায় ভীতিপ্রদ ।।৩।।

১. পরাহতা—বৃষ্টিধারায় আহত।

নি যে রিণন্ত্যোজসা বৃথা গাবো ন দুর্ধুরঃ।
অশ্মানং চিৎ স্বর্যং পর্বতং গিরিং প্র চ্যাবয়ন্তি যামভিঃ ।।৪।।

যাঁরা সবলে ধুরার প্রতি বিমুখ বৃষসকলের ন্যায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন, এমন কি দ্যুলোকে স্থিত প্রস্তর, পর্বত, শিখরদেশকেও তাঁরা যাত্রা-পথে আন্দোলিত করে থাকেন ।।৪।।

উৎ তিষ্ঠ নূনমেষাং স্তোমৈঃ সমুক্ষিতানাম্।
মরুতাং পুরুতমমপূর্ব্যং গবাং সর্গমিব হ্বয়ে ।।৫।।

উত্থিত হও (হে অগ্নি?), যাঁরা যুগপৎ বলসমৃদ্ধ হয়েছেন, ইদানীং তাঁদের জন্য স্তুতির মাধ্যমে (উত্থিত হও)। আমি মরুৎগণের (সংঘকে), বহু জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে, অনন্য-পূর্বকে যেন গাভিযূথের ন্যায় আবাহন করি ।।৫।।

যুঙ্ধ্বং হ্যরুষী রথে যুঙ্ধ্বং রথেষু রোহিতঃ।
যুঙ্ধ্বং হরী অজিরা ধুরি বোল্হবে বহিষ্ঠা ধুরি বোল্হবে ।।৬।।

সংযোজিত কর রক্তাভা তথা দীপ্যমানা অশ্বগুলিকে রথের সঙ্গে; সংযোজিত কর তোমাদের রথে রক্তবর্ণ (অশ্বগুলি)। রথাগ্রে সংযুক্ত কর দ্রুতগামী পিঙ্গল বর্ণের অশ্বযুগ্মকে, বহন করার জন্য—উভয় শ্রেষ্ঠ বাহককে রথাগ্রভাগে—বহন করার জন্য ।।৬।।

উত স্য বাজ্যরুষস্তুবিষ্বণিরিহ স্ম ধায়ি দর্শতঃ।
মা বো যামেষু মরুতশ্চিরং করৎ প্র তং রথেষু চোদত ॥৭॥

এবং এই সোচ্চারে নিনাদকারী উজ্জ্বল রক্তবর্ণ বলবান অশ্ব (অগ্নি) দর্শনযোগ্যভাবে এইস্থানে সন্নিবেশিত হয়েছেন, তোমাদের যাত্রাপথে, হে মরুৎগণ, তিনি যেন বিলম্ব না ঘটান, তাঁকে রথের উপরে প্রকৃষ্টভাবে প্রেরিত কর ॥৭॥

রথং নু মারুতং বয়ং শ্রবস্যুমা হুবামহে।
আ যস্মিন্ তস্থৌ সুরণানি বিভ্রতী সচা মরুৎসু রোদসী ॥৮॥

আমরা এই স্থানের প্রতি মরুৎগণের যশোকামী রথকে আহ্বান করি, যাঁর উপরে অত্যন্ত উৎফুল্লভাবে মরুৎগণের সঙ্গে রোদসী[১] অবস্থান করেন ॥৮॥

১. রোদসী—সায়ণভাষ্যে রুদ্রপত্নী মরুৎগণের জননী।

তং বঃ শর্ধং রথেশুভং ত্বেষং পনস্যুমা হুবে।
যস্মিন্‌ৎসুজাতা সুভগা মহীয়তে সচা মরুৎসু মীল্‌হুষী ॥৯॥

আমি তোমাদের সেই গণকে, যা কল্যাণের সঙ্গে রথে অধিষ্ঠিত থাকে, যা দীপ্যমান এবং স্তুতিযোগ্য, তাকে অভিমুখে আহ্বান করি। যেখানে প্রতি সুষ্ঠু জাতা, সৌভাগ্যবতী, প্রভূত ফলদায়িনী (রোদসী) মরুৎগণের সঙ্গে তাঁর মহিমা প্রকটিত করে থাকেন ॥৯॥

অনুবাক-৫

(সূক্ত-৫৭)

মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।

আ রুদ্রাস ইন্দ্রবন্তঃ সজোষসো হিরণ্যরথাঃ সুবিতায় গন্তন।
ইয়ং বো অস্মৎ প্রতি হর্যতে মতিস্তৃষ্ণজে ন দিব উৎসা[১] উদন্যবে ॥১॥

হে রুদ্রের পুত্রগণ! ইন্দ্রের সঙ্গে একত্রিতভাবে সমমনস্ক হয়ে সুবর্ণ রথযোগে এই স্থানের অভিমুখে শোভন সমৃদ্ধির জন্য আগমন কর। আমরা, তোমাদের প্রতি এই প্রশস্তি নিবেদন করছি, যেন তৃষ্ণার্ত জলসন্ধানী ব্যক্তির জন্য স্বর্গ হতে কূপ ॥১॥

১. উৎসাঃ—সায়ন বলছেন কূপের প্রতীক স্বরূপ মেঘ।

বাশীমন্ত ঋষ্টিমন্তো মনীষিণঃ সুধন্বান ইষুমন্তো নিষঙ্গিণঃ।
স্বশ্বাঃ স্থ সুরথাঃ পৃশ্নিমাতরঃ স্বায়ুধা মরুতো যাথনা শুভম্ ॥২॥

তোমরা তোমাদের কুঠার ও তরবারিসহ, জ্ঞানবান সকলে, তোমাদের উত্তম ধনুক ও বাণ সহযোগে তূণ ধারণ করে উত্তম অশ্ব ও উত্তম রথসকলের অধিপতি তোমরা হে পৃশ্নির পুত্রগণ! (পৃশ্নি যাদের মাতা), মরুৎগণ! শোভন অস্ত্রে সজ্জিত তোমরা সৌন্দর্যের সঙ্গে জয়ের পথে যাত্রা করে থাক ॥২॥

ধূনুথ দ্যাং পর্বতান্ দাশুষে বসু নি বো বনা জিহতে যামনো ভিয়া।
কোপয়থ পৃথিবীং পৃশ্নিমাতরঃ শুভে যদুগ্রাঃ পৃষতীরযুগ্ধ্বম্ ॥৩॥

তোমরা স্বর্গ এবং পর্বতসকল প্রকম্পিত কর (হবিঃ) দাতাকে ধন (দানের জন্য)। তোমাদের যাত্রাপথে ভীত হয়ে বৃক্ষগুলি অবনত হয়। তোমরা, যাদের জননী পৃশ্নি, পৃথিবীকে প্রকম্পিত করে থাক, যখন, হে ঘোররূপযুক্ত (মরুৎ)গণ। বিজয়ের উদ্দেশ্যে বিচিত্রবর্ণা (তোমাদের অশ্বগুলি) সংযোজিত কর ॥৩॥

বাতত্বিষো মরুতো বর্ষনির্ণিজো যমা ইব সুসদৃশঃ সুপেশসঃ।
পিশঙ্গাশ্বা অরুণাশ্বা অরেপসঃ প্রত্বক্ষসো মহিনা দ্যৌরিবোরবঃ ॥৪॥

বায়ুর (বিক্ষোভে) তেজোদীপ্ত মরুৎগণ বৃষ্টির পরিচ্ছদ পরিধান করেন, যেন যমক ভ্রাতৃগণের ন্যায় পরস্পরের সাদৃশ্যযুক্ত এবং সুরূপসম্পন্ন। সেই মরুৎগণ, পিঙ্গলবর্ণ ও রক্তবর্ণ অশ্বযুক্ত, অনিন্দিত, নিজের নিজের শক্তি প্রকাশ করেন এবং তাঁদের মহিমাবশত তাঁরা দ্যুলোকের ন্যায় বিস্তৃত ॥৪॥

পুরুদ্রপ্সা অঞ্জিমন্তঃ সুদানবস্ত্বেষসংদৃশো অনবভ্ররাধসঃ।
সুজাতাসো জনুষা রুক্মবক্ষসো দিবো অর্কা অমৃতং নাম ভেজিরে ॥৫॥

প্রভূত (জল) বিন্দুর অধিপতি এবং আভরণে সজ্জিত, বদান্য দাতা, জ্যোতির্ময় আকৃতিসম্পন্ন সেই মরুৎগণ যাদের প্রদত্ত সম্পদ চিরন্তন, যাঁদের জন্ম মহান, বক্ষ স্থলে স্বর্ণালংকার, দ্যুলোকের সেই স্তোতৃবৃন্দ অক্ষয় যশ অর্জন করেছেন ।।৫।।

ঋষ্টয়ো বো মরুতো অংসয়োরধি সহ ওজো বাহ্বোর্বো বলং হিতম্।
নৃম্ণা শীর্ষস্বায়ুধা রথেষু বো বিশ্বা বঃ শ্রীরধি তনূষু পিপিশে ।।৬।।

উভয় স্কন্ধের উপরে মরুৎগণ, তোমরা তরবারি বহন করে থাক। তোমাদের বাহুদ্বয়ে সাহস, তেজ ও শক্তি সন্নিবিষ্ট আছে, পৌরুষের শক্তি মস্তিষ্কে অবস্থিত। রথের উপরে তোমাদের অস্ত্রসমূহ। সকল মহনীয় সৌন্দর্য তোমাদের দেহগুলি আশ্রয় করে আছে ।।৬।।

গোমদশ্বাবদ্ রথবৎ সুবীরং চন্দ্রবদ্ রধো মরুতো দদা নঃ।
প্রশস্তিং নঃ কৃণুত রুদ্রিয়াসো ভক্ষীয় বোহবসো দৈব্যস্য ।।৭।।

বহু গাভি, অশ্ব, রথ, শোভন বীরগণ, এবং স্বর্ণসমৃদ্ধ ধন তোমরা আমাদের প্রদান কর, হে মরুৎগণ! হে রুদ্রের পুত্রগণ! আমাদের স্তোত্রকে গুণসমৃদ্ধ কর, আমরা যেন তোমাদের (প্রদত্ত) দৈব সহায়তার অংশভাগী হতে পারি ।।৭।।

হয়ে নরো মরুতো মৃলতা নস্তুবীমঘাসো অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
সত্যশ্রুতঃ কবয়ো যুবানো বৃহদ্গিরয়ো বৃহদুক্ষমাণাঃ ।।৮।।

ওহে মরুৎগণ! বীরনেতৃবৃন্দ! তোমরা, প্রভূত ধনসম্পন্নেরা, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। তোমরা অমর, ন্যায়বিদ্। হে সত্য শ্রবণকারী ঋষিকবিগণ। তোমরা নবীন এবং সুউচ্চ পর্বতে অধিষ্ঠিত, তোমরা প্রভূত বলে সমৃদ্ধ হতে হতে (অনুগ্রহ কর) ।।৮।।

(সূক্ত-৫৮)

মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।

তমু নূনং তবিষীমন্তমেষাং স্তুষে গণং মারুতং নব্যসীনাম্।
য আশ্বশ্বা অমবদ্ বহন্ত উতেশিরে অমৃতস্য[১] স্বরাজঃ ।।১।।

এখন আমি এই সকল তারুণ্যময় মরুৎগণের বলবান সংঘের প্রশংসা করি, যাঁরা ক্ষিপ্রগতি অশ্বসকলের দ্বারা উদ্দামভাবে বাহিত হয়ে থাকেন এবং যাঁরা স্বয়ং দীপ্তিমান হয়ে অমৃতের আধিপত্য করেন ।।১।।

১. অমৃতস্য—জীবনদায়ী বৃষ্টির।

ত্বেষং গণং তবসং খাদিহস্তং ধুনিব্রতং মায়িনং দাতিবারম্।
ময়োভুবো যে অমিতা মহিত্বা বন্দস্ব বিপ্র তুবিরাধসো নৄন্ ।।২।।

ওহে স্তোতাগণ— সেই দীপ্তিমান শক্তিমান (মরুৎ)বৃন্দ, যাঁদের হাতগুলি ভূষণশোভিত, যাঁদের কর্ম (অপরকে) কম্পিত করা, যাঁরা কৌশলী কর্মে দক্ষ এবং কল্যাণবর্ষণ করে থাকেন। আনন্দদায়ক, যাঁদের মহিমা অপরিমিত, সেই প্রভূত সম্পদশালী নরগণের স্তুতি কর ।।২।।

আ বো যন্ত্বুদবাহাসো অদ্য বৃষ্টিং যে বিশ্বে মরুতো জুনন্তি।
অয়ং যো অগ্নির্মরুতঃ সমিদ্ধ এতং জুষধ্বং কবয়ো যুবানঃ ।।৩।।

তোমাদের সেই বারি-বাহকগণ সকলে যেন আজ আমাদের প্রতি এইস্থানে আগমন করেন, সেই সকল মরুৎ যাঁরা বৃষ্টিধারাকে ত্বরান্বিত করেন; এই যে অগ্নি সম্যক প্রজ্জ্বলিত হয়েছেন, হে মরুৎগণ; নবীন ঋষিকবিগণ। এই অগ্নিকে উপভোগ কর ।।৩।।

যূয়ং রাজানমির্যং জনায় বিভ্বতষ্টং[১] জনয়থা যজত্রাঃ।
যুষ্মদেতি মুষ্টিহা[২] বাহুজূতো যুষ্মৎ সদশ্বো মরুতঃ সুবীরঃ ।।৪।।

তোমরা জনতার জন্য একজন কর্মদক্ষ রাজা সৃষ্টি করে থাক, হে পূজনীয়গণ, যাঁকে অত্যন্ত কুশল হস্তে নির্মাণ করা হয়েছে। তোমাদের (প্রেরিত) মুষ্টিযোদ্ধা, ক্ষিপ্র বাহু (প্রয়োগে অভ্যস্ত) সকলে আগমন করে এবং হে মরুৎগণ উত্তম অশ্বের অধিকারী শোভন বীরগণ আগমন করেন ।।৪।।

১. বিভ্বতষ্ট— সায়নের মতে বিভ্ব/মধ্যম ঋভুর দ্বারা নির্মিত

২. মুষ্টিহা— পদাতিক যোদ্ধা যারা হাতা হাতি যুদ্ধ করে।

অরাইবেদচরমা অহেব প্রপ্র জায়ন্তে অকবা মহোভিঃ।
পৃশ্নেঃ পুত্রা উপমাসো রভিষ্ঠাঃ স্বয়া মত্যা মরুতঃ সং মিমিক্ষুঃ ।।৫।।

চক্রশলাকাগুলির ন্যায় তাঁরা কেউই শেষতম নন। দিবসের অনুরূপ দীপ্তির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে তাঁরা ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হতে থাকেন। সেই পৃশ্নির পুত্রগণ, তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ, বলবত্তম। তাঁরা স্বকীয় মনীষার মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছেন ।।৫।।

যৎ প্রায়াসিষ্ট পৃষতীভিরশ্বৈর্বীলুপবিভির্মরুতো রথেভিঃ।
ক্ষোদন্ত আপো রিণতে বনান্যবোস্রিয়ো বৃষভঃ ক্রন্দতু দ্যৌঃ ।।৬।।

যখন তোমরা বিচিত্রবর্ণা (মৃগীদের) সাহায্যে আগমন করেছ, তোমাদের অশ্বগুলির দ্বারা এবং দৃঢ়চক্রনেমি-শোভিত রথগুলির দ্বারা, হে মরুৎগণ! (তখন) জলরাশি সংক্ষুব্ধ হয়, বনভূমি বিধ্বস্ত হয় সেই রক্তাভ বৃষ, দ্যুলোক যেন তাঁর বজ্রকে নিম্নমুখে প্রেরণ করেন (অর্থাৎ যেন নিম্নমুখে গর্জন করেন) ।।৬।।

প্রথিষ্ট যামন্ পৃথিবী চিদেষাং ভর্তেব গর্ভং স্বমিচ্ছবো ধুঃ।
বাতান্ হ্যশ্বান্ ধুর্যাযুযুজ্রে বর্ষং স্বেদং চক্রিরে রুদ্রিয়াসঃ ।।৭।।

এমন কি পৃথিবীও তাঁদের যাত্রাপথের জন্য নিজেকে প্রসারিতা করেন। এবং একজন স্বামীর অনুকরণে নিজেদের শক্তিকে (পৃথিবীতে) প্রোথিত করেছেন। নিশ্চিতভাবেই তাঁরা রথের অগ্র ভাগে অশ্বের স্থানে বায়ু সকলকে সংযুক্ত করেছেন; রুদ্রের এই পুত্রগণ নিজেদের ঘর্মকে বৃষ্টিবিন্দুতে পরিণত করেছেন ।।৭।।

হয়ে নরো মরুতো মৃলতা নস্তুবীমঘাসো অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
সত্যশ্রুতঃ কবয়ো যুবানো বৃহদ্‌গিরয়ো বৃহদুক্ষমাণাঃ ।।৮।।

ওহে মরুৎগণ! বীরনেতৃবৃন্দ! তোমরা, প্রভূত ধনসম্পন্নেরা, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। তোমরা অমর, ন্যায়বিদ্। হে সত্য শ্রবণকারী ঋষিকবিগণ। তোমরা নবীন এবং সুউচ্চ পর্বতে অধিষ্ঠিত, তোমরা প্রভূত বলে সমৃদ্ধ হতে হতে (অনুগ্রহ কর) ।।৮।।

(সূক্ত-৫৯)

মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।

প্র ¹বঃ স্পলক্রন্ৎসুবিতায় দাবনে ৼর্চা দিবে প্র পৃথিব্যা ঋতং ভরে।
উক্ষন্তে অশ্বান্ তরুষন্ত আ রজো ৼনু স্বং ভানুং শ্রথয়ন্তে অর্ণবৈঃ ।।১।।

তোমার অনুগামী সুষ্ঠু ধন প্রাপ্তির আশায় তোমার প্রতি স্তুতি করেছেন (অথবা অগ্রসর হয়েছেন)। আমি দ্যুলোকের প্রতি, ভূলোকের প্রতি স্তুতি করছি এবং যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন করছি। তাঁরা অশ্বগুলিকে সিক্ত (স্নাত?) করেন এবং অন্তরিক্ষ লোকের প্রতি সঞ্চরণ করেন। তাঁদের নিজেদের জ্যোতিকে জলরাশির অথবা মেঘরাশির মধ্য দিয়ে মৃদুভাবে বিস্তারিত করেন ।।১।।

১. বঃ স্পট্ —অগ্নি? সায়ণ বলেছেন স্প্রষ্টা —যিনি হব্যকে স্পর্শ করেন/হোতা।

অমাদেষাং ভিয়সা ভূমিরেজতি নৌর্ন পূর্ণা ক্ষরতি ব্যথির্য়তী।
দূরেদৃশো যে চিতয়ন্ত এমভিরন্তর্মহে বিদথে যেতিরে নরঃ ।।২।।

তাঁদের ক্ষিপ্র অগ্রগমনে ভয়ে পৃথিবী কম্পিতা হতে থাকেন; পরিপূর্ণা নৌকার ন্যায় কম্পমানা তিনি বিচলিতভাবে গমন করেন। যাঁরা দূর থেকে দৃষ্ট অবস্থায় যাত্রাপথে পরিজ্ঞাত হয়ে থাকেন, সেই সকল মানব মহান যজ্ঞকর্মের মধ্যদেশে অবস্থান করেন ।।২।।

গবামিব শ্রিয়সে শৃঙ্গমুত্তমং সূর্যো ন চক্ষূ রজসো বিসর্জনে।
অত্যা ইব সুভ্বশ্চারবঃ স্থন মর্যা ইব শ্রিয়সে চেতথা নরঃ ।।৩।।

গাভিগণের অনুরূপ সুবৃহৎ শৃঙ্গ সৌন্দর্যের জন্য; অন্তরিক্ষের বিস্তারে অধিষ্ঠিত সূর্যের চক্ষুর অনুরূপ, প্রাণোচ্ছল অশ্বসকলের ন্যায় তোমরা প্রিয়দর্শন। হে বীরগণ, তোমাদের সৌন্দর্যে কারণে তোমরা তরুণতর মানবগণের ন্যায় পরিজ্ঞাত হয়ে থাক ।।৩।।

কো বো মহান্তি মহতামুদশ্নবৎ কস্কাব্যা মরুতঃ কো হ পৌংস্যা।
যূযং হ ভূমিং কিরণং ন রেজথ প্র যদ্ ভরধ্বে সুবিতায় দাবনে ।।৪।।

হে মহিমাময় নরগণ। তোমাদের মাহাত্ম্য পর্যন্ত কে উপস্থিত হতে পারেন? কে তোমাদে মহৎ কাব্যরচনাকে অথবা পৌরুষকর্মসকলকে উপলব্ধি করতে পারেন? কেবল তোমর আলোকচ্ছটার ন্যায় পৃথিবীকে দোলায়িত করে থাক, যখন প্রভূত দানের জন্য তোমরা অগ্রস হয়ে থাক ।।৪।।

অশ্বা ইবেদরুষাসঃ সবন্ধবঃ শূরা ইব প্রযুধঃ প্রোত যুযুধুঃ।
মর্যা ইব সুবৃধো বাবৃধুর্নরঃ সূর্যস্য চক্ষুঃ প্র মিনন্তি বৃষ্টিভিঃ ॥৫॥

রক্তাভ অশ্বগুলির (অগ্নির শিখাসকলের) ন্যায়, তারা একই বংশসঞ্জাত; অগ্রগামী বীরগণের অনুরূপভাবে তাঁরা সম্মুখ ভাগে যুদ্ধ করেছেন। সুষ্ঠু সমৃদ্ধ নবীনবয়সী মানবগণের ন্যায় সেই বীরগণও বলসমৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা তাঁদের বৃষ্টি ধারার সাহায্যে সূর্যের চক্ষুকেও আচ্ছাদিত করেন ॥৫॥

তে অজ্যেষ্ঠা অকনিষ্ঠাস উদ্ভিদো হমধ্যমাসো মহসা বি বাবৃধুঃ।
সুজাতাসো জনুষা পৃশ্নিমাতরো দিবো মর্যা আ নো অচ্ছা জিগাতন ॥৬॥

তাঁরা (নিজেদের মধ্যে) জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-মধ্যম (বিভেদ) রহিতভাবে উৎপন্ন হয়েছেন, (স্ব স্ব) তেজের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছেন। জননী পৃশ্নির সেই পুত্রগণ মহৎবংশোদ্ভব, সেই স্বর্গ থেকে আগত, তরুণতর (মরুৎ)গণ যেন আমাদের অভিমুখে আগমন করেন ॥৬॥

বয়ো ন যে শ্রেণীঃ পপ্তুরোজসা হস্তান্ দিবো বৃহতঃ সানুনস্পরি।
অশ্বাস এষামুভয়ে যথা বিদুঃ প্র পর্বতস্য নভনূঁরচুচ্যবুঃ ॥৭॥

সেই তাঁরা, সারিবদ্ধ পক্ষিকুলের ন্যায়, শক্তির সঙ্গে আকাশের প্রান্ত অভিমুখে (আকাশের) ঊর্ধ্ব শিখর থেকে ধাবিত হয়েছিলেন; তাঁদের অশ্বসকল, উভয়ের[১] (দেব ও মানব) জ্ঞান অনুসারে, পর্বতসকল থেকে (জলরাশিকে) নিম্নমুখে ক্ষরিত করিয়েছেন ॥৭॥

১. উভয়ে—বিকল্প অর্থ আকাশ ও পৃথিবী।

মিমাতু দ্যৌরদিতির্বীতয়ে নঃ সং দানুচিত্রা উষসো যতন্তাম্।
আচুচ্যবুর্দিব্যং কোশমেত ঋষে রুদ্রস্য মরুতো গৃণানাঃ ॥৮॥

অসীম দ্যুলোক যেন আমাদের হবিঃ প্রদানের অভিমুখে উচনিনাদ করেন; উষা যেন সকল (বৃষ্টি)বিন্দু সহযোগে সমুজ্জ্বল হয়ে একত্রে (আমাদের জন্য) প্রযত্ন করেন। ওহে ঋষি, স্বর্গের ভাণ্ডার এই অভিমুখে তাঁরা আন্দোলিত/উদ্ঘাটিত করেছেন—স্তূয়মাণ রুদ্রপুত্র মরুৎগণ ॥৮॥

(সূক্ত-৬০)

অগ্নির সহিত মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।

ঈলে অগ্নিং স্ববসং নমোভিরিহ প্রসত্তো বি চয়ৎ কৃতং নঃ।
রথৈরিব প্র ভরে বাজয়দ্ভিঃ প্রদক্ষিণিন্মরুতাং স্তোমমৃধ্যাম্ ॥১॥

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই সুষ্ঠু অনুগ্রহকারী অগ্নিকে আবাহন করি। সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে তিনি যেন আমাদের প্রাপ্য (সম্মান)আমাদের জন্য বিভাজন করেন। যেন লুণ্ঠিত ধনের অভিলাষী রথসমূহের ন্যায় আমি অগ্রগমন করি। সশ্রদ্ধ প্রদক্ষিণের মাধ্যমে আমি যেন মরুৎগণের প্রশস্তিকে পূর্ণতর করতে পারি ॥১॥

টীকা— প্রদক্ষিণিত বিকল্পের অর্থ— সশ্রদ্ধ প্রণামের ইচ্ছায় বাম থেকে দক্ষিণদিকে আবর্তনের মাধ্যমে।

আ যে তস্থুঃ পৃষতীষু শ্রুতাসু সুখেষু রুদ্রা মরুতো রথেষু।
বনা চিদুগ্রা জিহতে নি বো ভিয়া পৃথিবী চিদ্ রেজতে পর্বতশ্চিৎ ॥২॥

যাঁরা (তাঁদের) প্রসিদ্ধ বিবিধবর্ণোপেত মৃগীসকলের উপর এবং সুসংযুক্ত রথগুলিতে আরোহণ করেছেন—সেই রুদ্রগণ, মরুৎগণ—ওহে ভয়ংকরগণ,তোমাদের সম্মুখে বনভূমিও সভয়ে অবনত হয়, এমন কী পৃথিবী এবং পর্বতও কম্পিত হতে থাকে ॥২॥

পর্বতশ্চিন্মহি বৃদ্ধো বিভায় দিবশ্চিৎ সানু রেজত স্বনে বঃ।
যৎ ক্রীলথ মরুত ঋষ্টিমন্ত আপ ইব সধ্র্যঞ্চো ধবধ্বে ॥৩॥

যদিও প্রভূত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (তবুও) পর্বত ভীত হয়, আকাশের উর্ধ্বপ্রদেশও তোমাদের গর্জনে শিহরিত হয় যখন অস্ত্র হাতে নিয়ে, হে মরুৎগণ, তোমরা ক্রীড়া কর, জলধারার অনুরূপ একত্রিতভাবে একই লক্ষ্যে গমন কর ॥৩॥

বরা ইবেদ্ রৈবতাসো হিরণ্যৈরভি স্বধাভিস্তন্বঃ পিপিশ্রে।
শ্রিয়ে শ্রেয়াংসস্তবসো রথেষু সত্রা মহাংসি চক্রিরে তনূষু ॥৪॥

তাঁরা ধনীর গৃহে জাত (বিবাহের) বরসকলের ন্যায় স্বর্ণ (আভরণে)র সাহায্যে স্বকীয় শক্তিতে নিজের নিজের দেহকে সুসজ্জিত করেছেন; সেই শ্রেষ্ঠ (মরুৎগণ) সৌন্দর্যের জন্য, রথসমূহের উপর সবলে (আরূঢ়), তাঁদের মহিমাকে স্ব স্ব আকৃতিতে চিরন্তনরূপে সন্নিবেশিত করেছেন ॥৪॥

অজ্যেষ্ঠাসো অকনিষ্ঠাস এতে সং ভ্রাতরো বাবৃধুঃ সৌভগায়।
যুবা পিতা স্বপা রুদ্র এষাং সুদুঘা[১] পৃশ্নিঃ সুদিনা মরুদ্ভ্যঃ ॥৫॥

জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ রহিত অবস্থায় এই সকল ভ্রাতা সৌভাগ্যের জন্য একত্রে বর্ধিত হয়েছেন। তাঁদের যুবক এবং সুদক্ষ পিতা, রুদ্র, পৃশ্নি তথা সুষ্ঠু দুগ্ধবতী তথা দোহনযোগ্যা (মাতা); মরুৎ গণের প্রতি যেন শোভন দিন বহন করেন ॥৫॥

১. সুদুঘা— পৃশ্নি-অন্তরিক্ষের মেঘ।

যদুত্তমে মরুতো মধ্যমে বা যদ্ বাবমে সুভগাসো দিবি ষ্ঠ।
অতো নো রুদ্রা উত বা স্বস্যাংগ্নে বিত্তাদ্ধবিষো যদ্ যজাম ॥৬॥

হে মরুৎগণ, তোমরা যদি সর্বোচ্চ স্বর্গে অথবা মধ্যম কিংবা নিম্নতম স্বর্গে অধিষ্ঠান কর, হে সৌভাগ্যবান মরুৎগণ সেখান থেকে, হে রুদ্রগণ এবং তুমিও, হে অগ্নি, আমাদের প্রদত্ত এই সকল হব্যের বিষয়ে অবধান কর, যখন আমরা যজ্ঞ সম্পাদন করি ॥৬॥.

অগিশ্চ যন্মরুতো বিশ্ববেদসো দিবো বহধ্ব উত্তরাদধি ষ্ণুভিঃ।
তে মন্দসানা ধুনয়ো রিশাদসো বামং ধত্ত যজমানায় সুন্বতে ॥৭॥

হে সর্বজ্ঞ মরুৎগণ! এবং অগ্নি তুমিও, যখন তোমরা আকাশের ঊর্ধ্বতম প্রদেশ থেকে সানুদেশ দ্বারা অধোমুখে অবতরণ কর, তখন আনন্দ করতে করতে সকলকে প্রকম্পিত করে, হে শত্রুনাশকগণ (সোম) সবনরত যজমানের প্রতি সম্পদ প্রদান কর ॥৭॥

অগ্নে মরুদ্ভিঃ শুভয়দ্ভির্ঋক্কভিঃ সোমং পিব মন্দসানো গণশ্রিভিঃ।
পাবকেভি র্বিশ্বমিন্বেভিরায়ুভির্বৈশ্বানর প্রদিবা কেতুনা[১] সজূঃ ॥৮॥

হে অগ্নি, যে মরুৎগণ শোভমান এবং স্তুতির যোগ্য, সংঘবদ্ধভাবে বিরাজমান তাঁদের সঙ্গে আনন্দ করতে করতে সোমরস পান কর। যে সকল পবিত্র আয়ুগণ (জীবিত ব্যক্তিগণ) সকলকে প্রেরণা দিয়ে থাকেন, হে বৈশ্বানর তোমার পুরাকালীন প্রজ্ঞাপক পতাকার সঙ্গে (তাদের সঙ্গে) একযোগে (সোম পান কর) ॥৮॥

১. প্রদিবঃ কেতুনা-তোমার চিরন্তন অগ্নি শিখা।

(সূক্ত-৬১)

মরুৎ দেবতা। শ্যাবাশ্বা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৯।

কে ষ্ঠা নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য একএক আযয।
পরমস্যাঃ পরাবতঃ ॥১॥

তোমরা কারা হে সর্বোত্তম নেতৃবৃন্দ, যাঁরা একে একে বহুদূর দেশ থেকে আগমন করেছ? ॥১॥

ক্কব্যোহশ্বাঃ ক্কাভীশবঃ কথং শেক কথা যয।
পৃষ্ঠে সদো নসোর্যমঃ ॥২॥

কোথায় তোমাদের অশ্বসকল? কোথায় (তাদের) প্রগ্রহ অর্থাৎ বন্ধনরজ্জু? কেমনভাবে তোমরা সক্ষম হও? কেমনভাবে আগমন করেছ? তাদের পৃষ্ঠদেশে আসন, নাসারন্ধ্রদ্বয়ে নিয়ন্ত্রণের রশ্মি ॥২॥

জঘনে চোদ এষাং বি সক্থানি নরো যমুঃ।
পুত্রকৃথে ন জনয়ঃ ॥৩॥

পার্শ্বদেশে কশার (চাবুক) (আঘাত করা হয়েছে)। আরোহী বীরগণ তাঁদের উরুপ্রদেশকে বিস্তৃতভাবে (অশ্বপৃষ্ঠে) বসেছেন, যেন পুত্র উৎপাদনকালে নারীগণ ॥৩॥

পরা বীরাস এতন মর্যাসো ভদ্রজানয়ঃ।
অগ্নিতপো যথাসথ ॥৪॥

হে বীরগণ, দূর পথে গমন কর, কল্যাণী বধূসহ নবীন বরসকল! যেন তোমরা অগ্নির উত্তাপে তপ্ত হতে পার ॥৪॥

সনৎ সাশ্ব্যং পশুমুত গব্যং শতাবয়ম্।
শ্যাবাশ্বস্তুতায় যা দোর্বীরায়োপবর্বৃহৎ ॥৫॥

তিনি যেন অশ্ব ও গাভি সম্বলিত পশুসম্পদ লাভ করেন এবং শতসংখ্যক মেষ ও (প্রাপ্ত হন), যিনি শ্যাবাশ্ব কর্তৃক স্তুত বীরের উদ্দেশে বাহু প্রসারিত করেন (আলিঙ্গনের ইচ্ছায়) ॥৫॥

টীকা—সা অর্থাৎ তরন্ত নামে বীর রাজার পত্নী; সায়ণ ভাষ্য।

উত ত্বা স্ত্রী শশীয়সী পুংসো ভবতি বস্যসী।
অদেবত্রাদরাধসঃ ।।৬।।

এবং কোন স্ত্রী, সেই প্রকার পুরুষের তুলনায় অধিকতর স্থিরসংকল্পা, এবং অধিক গুণবতী যে পুরুষ দেববিরোধী এবং (দানের জন্য) নির্ধন। (অর্থাৎ দান করেন না) ।।৬।।

টীকা—সায়ণভাষ্য—রাজা তরন্তের পত্নীর নাম শশীয়সী।

বি যা জানাতি জসুরিং বি তৃষ্যন্তং বি কামিনম্।
দেবত্রা কৃণুতে মনঃ ।।৭।।

তিনি দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির কথা, তৃষ্ণার্ত এবং প্রার্থী ব্যক্তির কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করেন, এবং নিজের চিত্তকে দেবগণের অভিমুখী করে থাকেন ।।৭।।

উত ঘা নেমো অস্তুতঃ পুমাঁ ইতি ব্রুবে পণিঃ।
স বৈরদেয় ইৎ সমঃ ।।৮।।

এবং অপর কেহ, প্রশংসার অপাত্র কোন পণি (বিদেশী) ও —'পুরুষ' নামে অভিহিত হতে পারে, কিন্তু সে (মানুষের) সমান (হতে পারে) কেবলমাত্র মানববধের জন্য অর্থদণ্ড প্রদান করতে পারলে ।।৮।।

টীকা—মন্ত্রটির অর্থ অস্বচ্ছ।

উত মেংরপদ্ যুবতির্মমন্দুষী প্রতি শ্যাবায় বর্তনিম্।
বি রোহিতা পুরুমীল্হায় যেমতুর্বিপ্রায় দীর্ঘযশসে ।।৯।।

এবং সেই যুবতী আনন্দিত মনে, শ্যাবের অর্থাৎ আমার উদ্দেশে পথ নির্দেশ করেছিলেন। রক্তবর্ণ অশ্বদ্বয় আমাকে পুরুমীল্হের, সেই বহুখ্যাত ঋষিকবির উদ্দেশে বহন করেছিল ।।৯।।

টীকা—শ্যাব—শ্যাবাশ্ব।

যো মে ধেনূনাং শতং বৈদদশ্বির্যথা দদৎ।
তরন্ত ইব মংহনা ।।১০।।

যিনি আমাকে বৈদদশ্বি (কৃত দানের) অনুরূপভাবে, শত গাভি দান করেছেন, তরন্তের অনুরূপ প্রভূত ধন (দান করেছেন) ।।১০।।

১. বৈদদশ্বি—বিদদশ্বের পুত্র পুরুমীল্হ।

য ঈং বহন্ত আশুভিঃ পিবন্তো মদিরং মধু।
অত্র শ্রবাংসি দধিরে ।।১১।।

(সেই মরুৎগণ) যাঁদের ক্ষিপ্রগামী অশ্বসকল বহন করে নিয়ে যায়, যাঁরা উত্তেজক মধু পান করেন, এই স্থানে তাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন ।।১১।।

যেষাং শ্রিয়াধি রোদসী বিভ্রাজন্তে রথেষ্বা।
দিবি রুক্মʼ ইবোপরি ।।১২।।

যাঁদের সৌন্দর্য দ্যাবাপৃথিবী— উভয়লোকমধ্যে বিস্তৃত, তাঁরা রথে অধিষ্ঠিত হয়ে জ্যোতি বিকীর্ণ করেন আকাশের ঊর্ধ্বদেশে উজ্জ্বল অলংকারের অনুরূপভাবে ।।১২।।

১. রুক্ম —সোনার বর্ণ সূর্য।

যুবা স মারুতো গণস্ত্বেষরথো অনেদ্যঃ।
শুভংযাবাপ্রতিষ্কুতঃ ।।১৩।।

সেই যৌবনসমৃদ্ধ মরুৎসংঘ দীপ্তিময় রথে (আরোহী) তাঁরা অনিন্দনীয়, তাঁরা জয়ের পথে যাত্রী, অপ্রতিহত ।।১৩।।

কো বেদ নূনমেষাং যত্রা মদন্তি ধূতয়ঃ।
ঋতজাতা অরেপসঃ ।।১৪।।

কে এখন তাঁদের বিষয়ে অবগত আছেন? সেই সকল প্রকম্পনকারীগণ আনন্দ উপভোগ করেন? সেই সত্য হতে উদ্ভূত, ত্রুটিহীন (মরুৎ)গণ? ।।১৪।।

যূয়ং মর্তং বিপন্যবঃ প্রণেতার ইত্থা ধিয়া।
শ্রোতারো যামহূতিষু ।।১৫।।

তোমরা প্রশস্তির অভিলাষী হয়ে মানবগণকে মনীষার মাধ্যমে এইভাবে (কর্মের প্রতি) অনুপ্রেরিত কর, যাত্রাপথে তাদের আহ্বান (ধ্বনি) শ্রবণ করে থাক ।।১৫।।

তে নো বসূনি কাম্যা পুরুশ্চন্দ্রা রিশাদসঃ।
আ যজ্ঞিয়াসো বব্বৃত্তন ।।১৬।।

তোমরা শত্রুবিনাশকগণ, আমাদের অভিমুখে যেন আকাঙ্ক্ষিত এবং অত্যুজ্জ্বল সম্পদসকল প্রেরণ কর, হে যজনীয়গণ ।।১৬।।

এতং মে স্তোমমূর্ম্যে ১দার্ভ্যায় পরা বহ।
গিরো দেবি রথীরিব ।।১৭।।

আমার এই প্রশস্তি, তুমি হে রাত্রি দেবি! দূরবর্তী দাভ্যের প্রতি বাক্যগুলিকে বহন করে নিয়ে যাও, যেমন কোন রথী করেন ।।১৭।।

১. দার্ভ্য — রথবীতি রাজা। দর্ভের পুত্র।

উত মে বোচতাদিতি সুতসোমে রথবীতৌ।
ন কামো অপ বেতি মে ।।১৮।।

অনন্তর আমার জন্য সোম অভিষবনকারী রথবীতির প্রতি এইভাবে আলাপ কর—'আমার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত নয়' ।।১৮।।

টীকা— ন কামঃ ইত্যাদি— এর অর্থ ধনবান রথবীথির জন্য যজ্ঞ সম্পাদনের এবং সেই যজ্ঞে ঋত্বিক হবার ইচ্ছা।

এষ ক্ষেতি রথবীতির্মঘবা গোমতীরনু।
পর্বতেষ্বপশ্রিতঃ ।।১৯।।

এই রথবীতি (নামে রাজা) গোধনে সমৃদ্ধ জনগণের সঙ্গে বাস করেন (অথবা গোমতী নদীর তীরে ধনবান জনগণের সঙ্গে বাস করেন)। তিনি পার্বত্য দেশকে আশ্রয় করেছেন ।।১৯।।

(সূক্ত-৬২)

মিত্রাবরুণ দেবতা। শ্রুতবিদ্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

ঋতেন ঋতমপিহিতং ধ্রুবং বাং সূর্যস্য যত্র বিমুচন্ত্যশ্বান্।
দশ শতা সহ তস্থুস্তদেকং দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষামপশ্যম্ ।।১।।

তোমাদের শাশ্বত ন্যায়বিধান সত্যের দ্বারাই আবৃত হয়েছে সেখানে, যেখানে সূর্যের অশ্বগুলিকে বন্ধনমুক্ত করা হয়। দশ শতসংখ্যক একত্রে অবস্থান করেন (সূর্যের কিরণ?) আমি সেই এককেকেই দেবগণের আকৃতিসমূহের মধ্যে সর্বোত্তমকেই দর্শন করেছি ।।১।।

টীকা—বিশ্বের যে শাশ্বত বিধানের দ্বারা সূর্যেরও গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়, সে বিধান মিত্রাবরুণের ন্যায়ের সঙ্গে অভিন্ন। দেবানাং বপুষাং শ্রেষ্ঠম্ —সূর্যের রূপ, যা অগ্নি এবং অন্যান্য দেবতার রূপের মধ্যে মহত্তম এবং দর্শনীয় —Griffith

তৎ সু বাং মিত্রাবরুণা মহিত্বমীর্মা তস্থুষীরহভির্দুদুহ্রে।
বিশ্বাঃ পিন্বথঃ স্বসরস্য ধেনা অনু বামেকঃ পবিরা ববর্ত ।।২।।

হে মিত্র এবং বরুণ, নিশ্চিতরূপে এ তোমাদেরই মহনীয়তা; স্থিরভাবে অবস্থানরত জলরাশিকে দিবসগুলিতে আকর্ষণ করা হয়েছিল। তোমরা উভয়ে গোষ্ঠের সকল (গাভির) দুগ্ধধারাকে বর্ধিত করেছিলে; তোমাদের উভয়ের অনুসরণে সেই একক রথচক্র এই স্থানের প্রতি আবর্তিত হয়েছিল ।।২।।

টীকা—ইর্মা অস্থুষী— সেই সূর্যকিরণসকল দিবাভাগে জলকে শোষণ করে নিয়েছিল।
ধেনাঃ —বৃষ্টিধারা?

অধারয়তং পৃথিবীমুত দ্যাং মিত্ররাজানা বরুণা মহোভিঃ।
বর্ধয়তমোষধীঃ পিন্বতং গা অব বৃষ্টিং সৃজতং জীরদানূ ।।৩।।

তোমরা উভয়ে পৃথিবী ও স্বর্গকে (ঊর্ধ্বে) ধারণ করে যাক, হে রাজা মিত্র ও বরুণ। তোমাদের মহৎ শক্তি দ্বারা (ধারণ করে থাক)। ওষধীসমূহকে বিকশিত কর, গাভিগুলিকে সমৃদ্ধতর কর। এবং বিন্দুগুলিকে ক্ষিপ্র (ভাবে) বিকীর্ণ করে বৃষ্টিকে নিম্নদিকে প্রেরণ কর ।।৩।।

আ বামশ্বাসঃ সুযুজো বহন্ত যতরশ্ময় উপ যন্ত্বর্বাক্।
ঘৃতস্য নির্ণিগনু বর্ততে বামুপ সিন্ধবঃ প্রদিবি ক্ষরন্তি ।।৪।।

সুষ্ঠুসংযুক্ত অশ্বদ্বয় তোমাদের উভয়কে যেন এই স্থানের অভিমুখে বহন করে আনে। এই স্থানে যেন তারা প্রগ্রহ (দ্বারা) নিয়ন্ত্রিত হয়ে নিকটে আগমন করে। ঘৃতের আবরণ (বস্ত্র) যেন তোমাদের বেষ্টিত করে রেখেছে; পূর্বকাল হতেই নদীগুলির অভিমুখে প্রবাহিত হয়ে থাকে ।।৪।।

টীকা—ঘৃতনির্ণিক —বৃষ্টিধারার আবরণ।

অনু শ্রুতামমতিং বর্ধদুর্বীং বর্হিরিব যজুষা রক্ষমাণা।
নমস্বন্তা ধৃতদক্ষাধি গর্তে মিত্রাসাথে বরুণেলাস্বন্তঃ ।।৫।।

তোমাদের দীপ্তিকে ব্যাপ্ততর খ্যাততর করবার উদ্দেশে, যেন (যজ্ঞীয়) দর্ভকে মন্ত্রের দ্বারা রক্ষণ করতে করতে, হব্যাদিসকলের মধ্য ভাগে হে মিত্র এবং বরুণ, অবিচলিত দক্ষতার সঙ্গে, শ্রদ্ধাস্পদভাবে তোমরা আসনের উপরে উপবেশন করে থাক ।।৫।।

টীকা—অধিগর্তে — অথবা রথের উপরে উপবেশন করে থাক।

অক্রবিহস্তা সুকৃতে পরস্পা যং ত্রাসাথে বরুণেলাস্বন্তঃ।
রাজানা ক্ষত্রমহৃণীয়মানা সহস্রস্থূণং বিভৃথঃ সহ দ্বৌ ।।৬।।

তোমরা উভয়ে কোন শোভনকর্মাকে রক্তপাতহীন হস্তের সাহায্যে হে বরুণ, হব্যাদিসকলের মধ্য স্থলে বহুদূর পর্যন্ত রক্ষা করে থাক; সর্বদা অক্রোধিতভাবে (অথবা আগ্রহান্বিতভাবে) তোমরা উভয় রাজা যুগপৎ সহস্রস্তম্ভশীর্ষে যেন আধিপত্যকে তথা ন্যায় বিধানকে ধারণ করে থাক ।।৬।।

টীকা—ইলাস্বন্ত —যজ্ঞশালার অভ্যন্তরে।

হিরণ্যনির্ণিগয়ো অস্য স্থূণা বি ভ্রাজতে দিব্যশ্বাজনীব।
ভদ্রে ক্ষেত্রে নিমিতা তিল্বিলে বা সনেম মধ্বো অধিগর্ত্যস্য ।।৭।।

এই রথস্তম্ভসকল লৌহনির্মিত এবং স্বর্ণশোভিত; আকাশে যেন অশ্বসকলের কশার ন্যায় স্ফুরিত হয়ে ওঠে অথবা উত্তম এবং ধনসমৃদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থিত হয়ে থাকে। যেন আমরা তোমাদের রথোপরি রক্ষিত মধুর অংশভাগী হতে পারি ।।৭।।

হিরণ্যরূপমুষসো ব্যুষ্টাবয়ঃস্থূণমুদিতা সূর্যস্য।
আ রোহথো বরুণ মিত্র গর্তমতশ্চক্ষাথে অদিতিং দিতিং চ ।।৮।।

উষার প্রকাশকালে তোমরা উভয়ে সুবর্ণের বর্ণে ভূষিত হয়ে রথে আরোহণ করে থাক; সেই লৌহস্তম্ভযুক্ত (রথে) সূর্যের উদয়কালে (আরোহণ কর) হে মিত্র ও বরুণ। সেই স্থান থেকে তোমরা সীমাহীন এবং সসীমকে (অপরাধহীনতা ও অপরাধকে) পর্যবেক্ষণ কর ।।৮।।

টীকা—অয়ঃ স্থূণ —সূর্যোদয়ে যে রথ সোনার মত উজ্জ্বল, সূর্যাস্তকালে তা-ই লোহার মত নিষ্প্রভ।
অদিতি এবং দিতি— সায়ন বলেছেন অদিতি হলেন অখণ্ডনীয়া পৃথিবী এবং দিতি পৃথিবীবাসী মানুষ ও জীবজগৎ। এই শব্দদুটি দিয়ে হয়তো চিরন্তন এবং নশ্বরকে অথবা দূরবর্তী আকাশ এবং নিকটস্থ ভূমির বিস্তারকে বোঝাচ্ছে— Griffith

যদ্ বংহিষ্ঠং নাতিবিধে সুদানূ অচ্ছিদ্রং শর্ম ভুবনস্য গোপা।
তেন নো মিত্রাবরুণাববিষ্টং সিষাসন্তো জিগীবাংসঃ স্যাম ।।৯।।

হে জগতের রক্ষক, সুষ্ঠুদাতা যুগল, তোমাদের যে আশ্রয় অভেদ্য, দৃঢ়তম এবং ত্রুটিহীন, তার মাধ্যমে আমাদের সুরক্ষিত কর হে মিত্র এবং বরুণ। জয়ের অভিলাষী আমরা যেন বিজয়ী হতে পারি ।।৯।।

(সূক্ত-৬৩)

মিত্রাবরুণ দেবতা। অর্চনানা ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।

ঋতস্য গোপাবধি তিষ্ঠথো রথং সত্যধর্মাণা পরমে ব্যোমনি।
যমত্র মিত্রাবরুণাবথো যুবং তস্মৈ বৃষ্টির্মধুমৎ পিন্বতে দিবঃ ।।১।।

হে সত্যের রক্ষকযুগল। তোমাদের উভয়ের ন্যায়বিধানসমূহ চিরন্তন সত্য, তোমরা দূরতম স্বর্গে তোমাদের রথে অধিষ্ঠান কর; তোমরা উভয়ে এই স্থানে (পৃথিবীতে) যাকে সাহায্য কর, হে মিত্র ও বরুণ, তার প্রতি বৃষ্টিধারা সুমিষ্ট হয়ে স্বর্গ হতে অবতরণ করে ।।১।।

সম্রাজাবস্য ভুবনস্য রাজথো মিত্রাবরুণা বিদথে স্বর্দৃশা।
বৃষ্টিং বাং রাধো অমৃতত্বমীমহে দ্যাবাপৃথিবী বি চরন্তি তন্যবঃ[১] ।।২।।

হে সূর্যের ন্যায় রূপবান মিত্র এবং বরুণ, তোমরা উভয়ে সম্রাটরূপে এই জীবজগতের আধিপত্য কর, পবিত্র সভাস্থলে (যজ্ঞে) আধিপত্য কর। আমরা তোমাদের প্রদত্ত সম্পদের জন্য, বৃষ্টির জন্য এবং অমৃতত্বের জন্য প্রার্থনা করি। স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে বজ্র সঞ্চালক-সকল (বায়ু প্রবাহ) বিচরণ করে ।।২।।

১. তন্যবঃ — গর্জনকারী ঝড়ের বাতাস।

সম্রাজা উগ্রা বৃষভা দিবস্পতী পৃথিব্যা মিত্রাবরুণা বিচর্ষণী।
চিত্রেভিরভ্রৈরুপ তিষ্ঠথো রবং দ্যাং বর্ষয়থো অসুরস্য[১] মায়য়া ।।৩।।

সম্রাটযুগল, শক্তিমান দুই বৃষ, দ্যুলোক ও ভূলোকের অধিপতিদ্বয় মিত্র ও বরুণ, যাঁরা বিচক্ষণ জ্ঞানী, তোমরা উভয়ে বর্ণোজ্জ্বল মেঘপুঞ্জের সঙ্গে (বজ্র) গর্জনের প্রতি উপস্থিত হয়ে থাক এবং প্রভুসুলভ কৌশলের দ্বারা স্বর্গকে বর্ষণ করাও ।।৩।।

১. অসুরস্য— দ্যৌ/পর্জন্য।

মায়া বাং মিত্রাবরুণা দিবি শ্রিতা সূর্যো জ্যোতিশ্চরতি চিত্রমায়ুধম্।
তমভ্রেণ বৃষ্ট্যা গূহথো দিবি পর্জন্য দ্রপ্সা মধুমন্ত ঈরতে ।।৪।।

হে মিত্রাবরুণ, তোমাদের ঐন্দ্রজালিক কৌশল স্বর্গকে আশ্রয় করে (বিদ্যমান)। দীপ্যমান সূর্য উজ্জ্বল অস্ত্রের ন্যায় বিচরণ করেন। তাঁকে আকাশমধ্যে মেঘ ও বৃষ্টির দ্বারা তোমরা গোপন কর এবং জলবিন্দুসকল, হে পর্জন্য, মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে প্রবাহিত হতে থাকে ।।৪।।

রথং যুঞ্জতে মরুতঃ শুভে সুখং শূরো ন মিত্রাবরুণা গবিষ্টিষু।
রজাংসি চিত্রা বি চরন্তি তন্যবো দিবঃ সম্রাজা পয়সা ন উক্ষতম্ ।।৫।।

মরুৎগণ জয়ের বা সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে তাঁদের সুষ্ঠু-গামী রথকে প্রস্তুত করেন, হে মিত্রাবরুণ, গাভিজয়ের যুদ্ধে (গমনোদ্যত) বীরের অনুরূপ। বিচিত্রবর্ণোপেত অন্তরিক্ষলোকে বজ্রের সঞ্চালক (বায়ুপ্রবাহ) সকল সঞ্চরণ করে। হে সম্রাটদ্বয়, স্বর্গের দুগ্ধধারায় আমাদের সিক্ত কর ।।৫।।

বাচং সু মিত্রাবরুণাবিরাবতীং পর্জন্যশ্চিত্রাং বদতি ত্বিষীমতীম্।
অভ্রা বসত মরুতঃ সু মায়য়া দ্যাং বর্ষয়তমরুণামরেপসম্ ।।৬।।

হে মিত্রাবরুণ, পর্জন্য তাঁর সুষ্ঠু অন্নদায়িনী বাক্যাবলী বিচিত্র এবং তেজোদীপ্ত স্বরে ভাষিত করছেন। যেন মায়াবলে মরুৎগণ নিজেদের মেঘের দ্বারা আবৃত করেছেন। তোমরা উভয়ে আকাশকে সমুজ্জ্বল, অনিন্দ্যভাবে বর্ষণ করাও ।।৬।।

ধর্মণা মিত্রাবরুণা বিপশ্চিতা ব্রতা রক্ষেথে অসুরস্য মায়য়া।
ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বি রাজথঃ সূর্যমা ধত্থো দিবি চিত্র্যং রথম্ ।।৭।।

জ্ঞানী মিত্র ও বরুণ, তোমরা ন্যায়বিধানসমূহকে ধর্মের সহায়তায় এবং প্রভুজনোচিত মায়া বলে রক্ষা করে থাক। চিরন্তন সত্যের মাধ্যমে সমগ্র জীবজগৎকে শাসন কর। এই আকাশে সূর্যকে তোমাদের সমুজ্জ্বল রথরূপে স্থাপনা কর ।।৭।।

(সূক্ত-৬৪)

মিত্রাবরুণ দেবতা। অর্চনানা ঋষি। অনুষ্টুপ, পঙ্‌ক্তি ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।

বরুণং বো রিশাদসমৃচা মিত্রং হবামহে।
পরি ব্রজেব ৰাহ্বোর্জগন্বাংসা স্বর্ণরম্ ।।১।।

ঋকমন্ত্রসমূহের মাধ্যমে আমরা শত্রুবিনাশক মিত্র ও বরুণকে তোমাদের আবাহন করি। তাঁরা যেন তোমাদের বাহুদ্বয়ের গোষ্ঠ (আশ্রয়ের) মাধ্যমে আলোকের প্রদীপ্ত লোককে আবেষ্টিত করে রেখেছেন ।।১।।

তা ৰাহবা সুচেতুনা প্র যন্তমস্মা অর্চতে।
শেবং হি জার্যং বাং বিশ্বাসু ক্ষাসু জোগুবে ।।২।।

তোমাদের এই দুই বাহু যেন, সদয় আনুকূল্যের সঙ্গে এই স্তোতার অভিমুখে প্রসারিত হয়, কারণ বারংবার, সকল স্থানে আমি তোমাদের সুখকর অনুগ্রহ প্রার্থনা করি ।।২।।

যন্নূনমশ্যাং গতিং মিত্রস্য যায়াং পথা।
অস্য প্রিয়স্য শর্মণ্যহিংসানস্য সশ্চিরে ।।৩।।

এখন আমি অবশ্যই আশ্রয় প্রাপ্ত হতে পারি, যেন আমি মিত্রের গমন পথে বিচরণ করি। সেই প্রিয় মিত্র যিনি কখনোই আঘাত করেন না, মানবগণ তাঁরই সুরক্ষায় (রক্ষিতভাবে) গমন করে ।।৩।।

যুবাভ্যাং মিত্রাবরুণোপমং ধেয়ামৃচা।
যদ্ধ ক্ষয়ে মঘোনাং স্তোতৃণাং চ স্পূর্ধসে ।।৪।।

হে মিত্র এবং বরুণ, আমি স্তুতির মাধ্যমে তোমাদের উভয়ের নিকট থেকে যেন শ্রেষ্ঠ দান জয় করতে পারি, যা ধনবান (যজমানগণের) ও স্তোতাগণের গৃহে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ হয়ে থাকে ।।৪।।

আ নো মিত্র সুদীতিভির্বরুণশ্চ সধস্থ আ।
স্বে ক্ষয়ে মঘোনাং সখীনাং[১] চ বৃধসে ।।৫।।

হে মিত্র এবং বরুণ! তোমাদের শোভন জ্যোতির সঙ্গে এই সভাতে আমাদের অভিমুখে আগমন কর। ধনিকগণের নিজেদের গৃহে এবং তোমাদের বন্ধুগণের যেন সমৃদ্ধি ঘটে ।।৫।।

১. সখীনাম্ —ঋত্বিকদের।

যুবং নো যেষু বরুণ ক্ষত্রং বৃহচ্চ বিভৃথঃ।
উরু ণো বাজসাতয়ে কৃতং রায়ে স্বস্তয়ে ।।৬।।

অনন্তর আমাদের জন্য, যাঁদের প্রতি তোমরা উভয়ে তোমাদের মহান আধিপত্য ধারণ করে থাক, হে বরুণ—সমৃদ্ধি ও সম্পদ লাভ করার উদ্দেশ্যে যেন শক্তি অর্জন করতে পারি, সেই জন্য আমাদের বিস্তারিত কর ।।৬।।

উচ্ছন্ত্যাং মে যজতা দেবক্ষত্রে রুশদগবি।
সুতং সোমং ন হস্তিভিরা পড্ভির্ধাবতং নরা বিভ্রতাবর্চনানসম্ ।।৭।।

যখন (ঊষা) তাঁর সমুজ্জ্বল গাভিযূথসহ দেবলোকে উদ্ভাসিত হয়ে থাকেন, তখন তোমরা পূজনীয় উভয়ে পদব্রজে আমার প্রতি ধাবিত হও, যেন ঋত্বিকদের সুদক্ষ হস্তে অভিষুত সোমরসের প্রতি, হে নরশ্রেষ্ঠদ্বয় অর্চনানসকে (অনুগ্রহ পূর্বক) রক্ষণ কর ।।৭।।

(সূক্ত-৬৫)

মিত্রাবরুণ দেবতা। রাতহব্য ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

যশ্চিকেত স সুক্রতুর্দেবত্রা স ব্রবীতু নঃ।
বরুণো যস্য দর্শতো মিত্রো বা বনতে গিরঃ ।।১।।

যিনি বিচক্ষণ জ্ঞানী তিনি সুষ্ঠুভাবে কর্মানুষ্ঠান করে থাকেন। তিনি যেন আমাদের সমীপে দেবগণের (মিত্র ও বরুণের) বিষয়ে আলোচনা করেন; যাঁর স্তুতি দ্বারা দর্শনীয় বরুণ অথবা মিত্র প্রীত থাকেন ।।১।।

তা হি শ্রেষ্ঠবর্চসা রাজানা দীর্ঘশ্রুত্তমা।
তা সৎপতী ঋতাবৃধ ঋতাবানা জনেজনে ।।২।।

কারণ তাঁরাই উভয়ে মহত্তম দীপ্তি, গৌরবজনক ও বহুবিস্তৃত প্রসিদ্ধির অধিপতি; তাঁরাই বীরগণের প্রভুদ্বয়, যাঁরা ন্যায়বিধির মাধ্যমে সমৃদ্ধ এবং সকল জনতার মধ্যে সত্যকে বিধৃত করেন ।।২।।

তা বামিয়ানোঽবসে পূর্বা উপ ব্রুবে সচা।
স্বশ্বাসঃ সু চেতুনা বাজাঁ অভি প্র দাবনে ।।৩।।

তোমাদের দুজনের প্রতি সহায়তার জন্য প্রার্থনারত আমি প্রথমে তোমাদের প্রতি একত্রে নিবেদন করছি—উত্তম অশ্বের অধিকারী আমরা তোমাদের অভিমুখে আহ্বান করছি, হে শ্রেষ্ঠজ্ঞানীযুগল, আমাদের প্রতি শক্তি প্রদান কর। (অথবা তোমাদের বিবেচক জ্ঞানের দ্বারা উত্তম অশ্বযুক্ত আমাদের প্রদানের জন্য শীঘ্র (সম্পদের প্রতি ধাবিত হও।) ।।৩।।

মিত্রো অংহোশ্চিদাদুরু ক্ষয়ায় গাতুং বনতে।
মিত্রস্য হি প্রতূর্বতঃ সুমতিরস্তি বিধতঃ ।।৪।।

অনন্তর মিত্র নানাবিধ সংকীর্ণতার মধ্যেও বাসভূমির অভিমুখে আমাদের জন্য সহজগম্য পথ নির্ণয় করেছেন; কারণ জয়শীল মিত্রের অনুগ্রহ হবির্দাতার প্রতি বিদ্যমান ।।৪।।

বয়ং মিত্রস্যাবসি স্যাম সপ্রথস্তমে।
অনেহসস্ত্বোতয়ঃ সত্রা বরুণশেষসঃ ।।৫।।

আমরা যেন অপবাদরহিত হয়ে তোমার সুরক্ষায় চিরদিন বরুণের সন্তানগণের ন্যায় মিত্রের দূরতম (দেশেও) পরিব্যাপ্ত আশ্রয়ে থাকতে পারি ।।৫।।

যুবং মিত্রেমং জনং যতথঃ সং চ নয়থঃ।
মা মঘোনঃ পরি খ্যতং মো অস্মাকমৃষীণাং গোপীথে ন উরুষ্যতম্ ।।৬।।

হে মিত্র, তোমরা উভয়ে এই জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে একই লক্ষ্যাভিমুখে চালনা কর। ধনবান (যজমান)গণকে, বা আমাদের অনুরূপ ঋষিদের যেন উপেক্ষা কোর না, তোমার আশ্রয়তলে আমাদের বিস্তৃত স্থান দান কর ।।৬।।

(সূক্ত-৬৬)

মিত্রাবরুণ দেবতা। রাতহব্য ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

আ চিকিতান সুক্রতূ দেবৌ মর্ত রিশাদসা।
বরুণায় ঋতপেশসে[১] দধীত প্রয়সে মহে ।।১।।

হে বিচক্ষণ জ্ঞানী মনুষ্য! সেই সুষ্ঠু কর্মসম্পাদক শত্রুবিনাশক দেবদ্বয়কে আবাহন কর। সেই বরুণ (দেবতা), ন্যায় (যাঁর) আকৃতিস্বরূপ, তাঁর প্রভূত আনন্দের জন্য (এই স্তুতি) যথাযথ স্থাপন কর ।।১।।

১. ঋতপেশসে—জল যাঁর আকৃতি স্বরূপ—সায়ণ।

তা হি ক্ষত্রমবিহ্রুতং সম্যগসুর্যমাশাতে।
অধ ব্রতেব মানুষং স্বর্ণ ধায়ি দর্শতম্ ।।২।।

কারণ তাঁরা উভয়ে যুগপৎ অব্যাহত আধিপত্য অর্জন, অভ্রান্ত দিব্যশক্তি লাভ করেছেন। অতএব তাঁদের বিধানসমূহের অনুরূপ মানুষের প্রতি (তাঁদের কর্তৃত্ব) সূর্যালোকের ন্যায় দর্শনীয় হয়ে উঠেছে ।।২।।

তা বামেষে রথানামুর্বীং গব্যূতিমেষাম্।
রাতহব্যস্য সুষ্টুতিং দধৃক্ স্তোমৈর্মনামহে ।।৩।।

আমাদের রথগুলি এবং তাদের জন্য বিস্তৃত চারণভূমি অন্বেষণকালে আমরা তোমাদের উভয়ের সন্ধান করি। রাতহব্য ঋষির, যিনি হব্যাদি প্রদান করেছেন, তাঁর কৃত সুষ্ঠু স্তুতির দ্বারা আমরাও সবলে তোমাদের প্রশস্তি করি।

সায়ণকৃত অনুবাদ—অতএব আমরা তোমাদের স্তুতি করি যেন তোমাদের রথগুলি আমাদের পূর্বে পূর্বে বহুদূর ভ্রমণ করে, যে তোমরা রাতহব্যের শোভন স্তুতিগুলির সঙ্গে তার কৃত প্রশস্তিকে গ্রহণ করেছ।।৩।।

অধা হি কাব্যা যুবং দক্ষস্য পূর্ভিরদ্ভুতা।
নি কেতুনা জনানাং চিকেথে পূতদক্ষসা ।।৪।।

এবং হে বিস্ময়কর দেবযুগল। তোমরা পরিপূর্ণ ধীর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়েছ। মানুষের বিচার বশত তোমরা পরিজ্ঞাত হয়েছ, তোমরা যাঁরা পবিত্র দক্ষতার অধিকারী ।।৪।।

তদৃতং পৃথিবি বৃহচ্ছ্রবএষ ঋষীণাম্।
জ্রয়সানাবরং পৃথ্বতি ক্ষরন্তি যামভিঃ ।।৫।।

হে পৃথিবি! এই সেই মহৎ সত্য, যা ঋষিগণের যশের অন্বেষণকে সার্থক করে। সেই বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত যুগলকে প্লাবিত করে (কবিগণের মনীষা) গমন করে থাকে ।।৫।।

আ যদ্ বামীয়চক্ষসা মিত্র বয়ং চ সূরয়ঃ।
ব্যচিষ্ঠে বহুপায্যে যতেমহি স্বরাজ্যে ।।৬।।

হে মিত্র, হে ক্ষিপ্র, চক্ষুর অধিকারী তোমরা দুই দেবতা, আমরা ও আমাদের যজমানগণ যেন তোমাদের বহু বিস্তৃত এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত নিজ রাজ্যে স্থান গ্রহণ করতে পারি ।।৬।।

(সূক্ত-৬৭)

মিত্রাবরুণ দেবতা। যজত ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

বলিত্থা দেব নিষ্কৃতমাদিত্যা যজতং বৃহৎ।
বরুণ মিত্রার্যমন্ বর্ষিষ্ঠং ক্ষত্রমাশাথে ।।১।।

সত্যই এইপ্রকারে (সম্ভব হয়েছে)। হে দেব; এই নির্ধারিত স্থান যজ্ঞ সম্পাদনের উপযুক্ত এবং অতিপ্রবৃদ্ধ, হে আদিত্যগণ; হে বরুণ এবং মিত্র, হে অর্য্যমন তোমরা শ্রেষ্ঠ আধিপত্য লাভ করেছ ।।১।।

আ যদ্ যোনিং হিরণ্যয়ং[1] বরুণ মিত্র সদথঃ।
ধর্তারা চর্ষণীনাং যন্তং সুম্নং রিশাদসা ।।২।।

—হে বরুণ ও মিত্র, যখন তোমরা উভয়ে স্বর্ণময় বাসস্থানে আসীন হয়ে থাক, মানবগণের পোষক তোমরা অনুগ্রহ প্রদান কর, হে শত্রুবিনাশকদ্বয়।।২।।

১. যোনিং হিরণ্যয়ম্ —সায়ণভাষ্য অনুসারে 'যজ্ঞস্থল'।

বিশ্বে হি বিশ্ববেদসো বরুণো মিত্রো অর্যমা।
ব্রতা পদেব সশ্চিরে পান্তি মর্ত্যং রিষঃ ।।৩।।

যেহেতু তাঁরা সকলেই —বরুণ, মিত্র এবং অর্য্যমন সর্বজ্ঞ, তাঁরা নিজ নিজ বিধানসকল পদচিহ্নের ন্যায় (নিয়মিত) অনুসরণ করে থাকেন। মানবগণকে তাঁরা বিপদ থেকে রক্ষা করেন ।।৩।।

তে হি সত্যা ঋতস্পৃশ ঋতাবানো জনেজনে।
সুনীথাসঃ সুদানবোংহোশ্চিদুরুচক্রয়ঃ ।।৪।।

যেহেতু তাঁরা সত্যসন্ধ, ন্যায়কে স্পর্শ করেন এবং প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সত্যকে ধারণ করেন, তাঁরা উত্তম নেতা, বদান্য দাতা এবং সংকীর্ণ তার বা দুর্দশার মধ্য থেকেও প্রভূত (প্রাপ্তির) কারণ হয়ে থাকেন ।।৪।।

কো নু বাং মিত্রাস্তুতো বরুণো বা তনূনাম্।
তৎ সু বামেষতে মতিরত্রিভ্য এষতে মতিঃ ।।৫।।

তোমাদের উভয়ের মধ্যে কোনজন, (তোমাদের) আকৃতিসকলের (কোন রূপ), হে মিত্র অথবা বরুণ (আমাদের দ্বারা) স্তুত নয়? এইভাবেই আমাদের চিন্তা তোমাদের উভয়ের প্রতি ধাবিত হয়ে থাকে; অত্রিবংশীয়গণের চিন্তা (তোমাদের প্রতি) গমন করে ।।৫।।

(সূক্ত-৬৮)

মিত্রাবরুণ দেবতা। যজত ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

প্র বো মিত্রায় গায়ত বরুণায় বিপা গিরা।
মহিক্ষত্রাবৃতং বৃহৎ ।।১।।

মিত্র এবং বরুণের উদ্দেশে তোমরা অনুপ্রেরিত প্রশস্তির মাধ্যমে স্তুতি কর। হে মহাবলী প্রভুদ্বয়, আমাদের সত্য সুমহান।।১।।

সম্রাজা যা ঘৃতযোনী[1] মিত্রশ্চোভা বরুণশ্চ।
দেবা দেবেষু প্রশস্তা ।।২।।

সেই দুই রাজচক্রবর্তী, যাঁরা ঘৃতের সম্যক উৎসস্বরূপ, মিত্র ও বরুণ দেবগণের মধ্যেও সম্মাননীয় ।।২।।

১. ঘৃত যোনী—যাঁরা বৃষ্টির উৎস অথবা যজ্ঞের ঘৃত যাঁদের আবাসস্থল।

তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য মহো রায়ো দিব্যস্য।
মহি বাং ক্ষত্রং দেবেষু ।।৩।।

প্রভূত ধনের প্রতি, পার্থিব এবং স্বর্গীয় সম্পদের প্রতি আমাদের সহায়তা কর। দেবগণের মধ্যে তোমাদের আধিপত্য প্রবল ।।৩।।

ঋতমৃতেন সপন্তেষিরং দক্ষমাশাতে।
অদ্রুহা দেবৌ বর্ধেতে ।।৪।।

সত্যকে সত্যের মাধ্যমে পরিচর্যা করে তাঁরা উভয়ে দক্ষতা অর্জন করেছেন, সেই নিঃশত্রু দেবতাদ্বয় সমৃদ্ধ হয়েছেন ।।৪।।

বৃষ্টিদ্যাবা রীত্যাপেষস্পতী দানুমত্যাঃ।
বৃহন্তং গর্তমাশাতে ।।৫।।

বর্ষণ (মুখর) আকাশ ও প্রবাহিত জলধারার সঙ্গে সঙ্গে সেই দুই অন্নের অথবা বলের অধিপতি, দানকারী দেবতা মহান আসন প্রাপ্ত হয়েছেন ।।৫।।

(সূক্ত-৬৯)

মিত্রাবরুণ দেবতা। উরুচক্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৪।

ত্রী রোচনা বরুণ ত্রীঁরুত দ্যূন্ ত্রীণি মিত্র ধারয়থো রজাংসি।
বাবৃধানাবমতিং ক্ষত্রিয়স্যানু ব্রতং রক্ষমাণাবজুর্যম্ ।।১।।

জ্যোতির্ময় লোকত্রয়, হে বরুণ, ত্রিস্বর্গ এবং ত্রি অন্তরিক্ষ লোককে তোমরা ধারণ কর হে মিত্র। তোমাদের আধিপত্যের দীপ্তিকে সমৃদ্ধ করতে করতে, অক্ষয় বিধানসকলকে তোমরা সুরক্ষিত করে থাক ।।১।।

টীকা— ত্রীণি রজাংসি — সায়ণভাষ্য অনুযায়ী তিন ভূলোক।

ইরাবতীর্বরুণ ধেনবো বাং মধুমদ্ বাং সিন্ধবো মিত্র দুহ্রে।
ত্রয়স্তস্থুর্বৃষভাসস্তিসৃণাং ধিষণানাং রেতোধা বি দ্যুমন্তঃ ।।২।।

হে বরুণ, তোমাদের ধেনুগুলি পয়স্বিনী; মিত্র, তোমাদের নদীগুলি সুমিষ্ট দুগ্ধ (জল) দেয়। জ্যোতির্ময় বৃষভত্রয় এইস্থানে অধিষ্ঠান করেন, যাঁরা পবিত্র ত্রিলোককে রেতঃ (জল) পূর্ণ করে থাকেন ।।২।।

টীকা—বৃষভাসঃ —অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য।

প্রাতর্দেবীমদিতিং জোহবীমি মধ্যংদিন উদিতা সূর্যস্য।
রায়ে মিত্রাবরুণা সর্বতাতেলে তোকায় তনয়ায় শং যোঃ ।।৩।।

প্রত্যূষকালে, মধ্যাহ্নকালে এবং সূর্যের উদয়কালে দেবী অদিতিকে পুনঃপুন আহ্বান করি; হে মিত্রাবরুণ, আমি প্রার্থনা করি সামগ্রিক সম্পদের জন্য, সন্তান ও আত্মীয়জনের জন্য, শান্তিকালের ও বিপদকালের জন্য ।।৩।।

যা ধর্তারা রজসো রোচনস্যোতাদিত্যা দিব্যা পার্থিবস্য।
ন বাং দেবা অমৃতা আ মিনন্তি ব্রতানি মিত্রাবরুণা ধ্রুবাণি ।।৪।।

(তোমরা) স্বর্গীয় আদিত্যদ্বয়, যারা পৃথিবী লোককে এবং জ্যোতির্ময় লোককে ধারণ করে থাক, হে মিত্র ও বরুণ, অমর দেবগণ তোমাদের শাশ্বত বিধানসকল যেন লঙ্ঘন না করেন ।।৪।।

(সূক্ত-৭০)

মিত্রাবরুণ দেবতা। উরুচক্রি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৪।

পুরূরুণা চিদ্ধ্যস্ত্যবো নূনং বাং বরুণ।
মিত্র বংসি বাং সুমতিম্ ।।১।।

বহুদূরব্যাপী প্রসারিতরূপে হে বরুণ এবং মিত্র, তোমাদের আনুকূল্য বিদ্যমান। আমি যেন তোমাদের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হতে পারি ।।১।।

তা বাং সম্যগদ্রুহ্বাণেষমশ্যাম ধায়সে।
বয়ং তে রুদ্রা স্যাম ।।২।।

আমরা যেন তোমাদের উভয়কে, হে অকপট দেবতাযুগল, একত্রে (প্রাপ্ত হই) এবং তোমাদের (প্রদত্ত) অন্নকে (আমাদের) পোষণের জন্য প্রাপ্ত হতে পারি। হে রুদ্রদ্বয়, আমরা যেন এইরূপ হতে পারি ।।২।।

পাতং নো রুদ্রা পায়ুভিরুত ত্রায়েথাং সুত্রাত্রা।
তুর্যাম দস্যূন্ তনূভিঃ ।।৩।।

হে রুদ্রগণ, (তোমাদের) সুরক্ষার দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। হে সুদক্ষ ত্রাতাদ্বয়, আমাদের ত্রাণ কর। আমরা যেন স্বশক্তিতে দস্যুদের দমন করতে পারি ।।৩।।

মা কস্যাদ্ভুতক্রতূ যক্ষং ভুজেমা তনূভিঃ।
মা শেষসা মা তনসা ।।৪।।

হে আশ্চর্যকর্মাদ্বয়, আমরা যেন অপরের (কৃত) উৎসব কখনোই ভোগ না করি, আমরা স্বয়ং, আমাদের পুত্র বা পরবর্তী প্রজন্ম ।।৪।।

টীকা— Griffith-এবং ludwig ব্যাখ্যা করে বলেছেন, আমরা যেন স্বয়ং দস্যু দমন করতে পারি অথবা দেবগণের সম্মানে অপরের কৃত উৎসব কখনই আমরা ভোগ করব না।

(সূক্ত-৭১)

মিত্রাবরুণ দেবতা। বাহুবৃক্ত ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৩।

আ নো গন্তং রিশাদসা বরুণ মিত্র বর্হণা।
উপেমং চারুমধ্বরম্ ।।১।।

হে বরুণ এবং মিত্র। শত্রুকে বিনাশকারী তোমরা সবলে আমাদের এই বরণীয় যজ্ঞে আগমন কর ।।১।।

বিশ্বস্য হি প্রচেতসা বরুণ মিত্র রাজথঃ।
ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ ।।২।।

যেহেতু হে বরুণ ও মিত্র। প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান তোমরা এই সর্বজগতের শাসক। হে প্রভুদ্বয় আমাদের মনীষাকে বর্ধিত কর ।।২।।

উপ নঃ সুতমা গতং বরুণ মিত্র দাশুষঃ।
অস্য সোমস্য পীতয়ে ।।৩।।

আমাদের অভিষুত সোমের প্রতি আগমন কর, হে বরুণ ও মিত্র, দাতার প্রদত্ত এই সোম পান করার জন্য ।।৩।।

(সূক্ত-৭২)

মিত্রাবরুণ দেবতা। বাহুবৃক্ত ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৩।

আ মিত্রে বরুণে বয়ং গীর্ভির্জুহুমো অত্রিবৎ।
নি বর্হিষি সদতং সোমপীতয়ে ।।১।।

মিত্র এবং বরুণের প্রতি আমরা স্তুতির মাধ্যমে আহুতি প্রদান করি, যেমন অত্রি (করেছিলেন)। সোমরস পান করার জন্য দর্ভের উপরে তোমরা আসন গ্রহণ কর ।।১।।

ব্রতেন স্থো ধ্রুবক্ষেমা ধর্মণা যাতয়জ্জনা।
নি বর্হিষি সদতং সোমপীতয়ে ।।২।।

তোমাদের বিধান দ্বারা, ন্যায়ের দ্বারা তোমরা উভয়ে নিশ্চিতভাবে প্রশান্ত আশ্রয় প্রদান করে থাক, মানব (ঋত্বিক)গণকে প্রেরিত কর। সোমরস পান করার জন্য দর্ভের উপরে তোমরা আসন গ্রহণ কর ।।২।।

মিত্রশ্চ নো বরুণশ্চ জুষেতাং যজ্ঞমিষ্টয়ে।
নি বর্হিষি সদতাং সোমপীতয়ে ।।৩।।

মিত্র এবং বরুণ আমাদের যজ্ঞ তাঁদের অভিপ্রায় অনুসারে উপভোগ করেন। তাঁরা যেন দর্ভের উপরে আসন গ্রহণ করেন সোমরস পান করার জন্য ।।৩।।

অনুবাক-৬

(সূক্ত-৭৩)

অশ্বিনদ্বয় দেবতা। পৌর ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১০।

যদদ্য স্থঃ পরাবতি যদর্বাবত্যশ্বিনা।
যদ্ বা পুরূ পুরুভুজা যদন্তরিক্ষ আ গতম্ ।।১।।

ইদানীং হে অশ্বিনদ্বয়, তোমরা উভয়ে যে দূরবর্তী অথবা সমীপবর্তী অথবা এই অন্তরিক্ষ লোকে বিদ্যমান থাক, তোমরা, যারা বারংবার বিবিধ (উপহার) প্রদান কর, এই স্থানের প্রতি আগমন কর ।।১।।

ইহ ত্যা পুরুভূতমা পুরূ দংসাংসি বিভ্রতা।
বরস্যা যাম্যধ্রিগূ হুবে তুবিষ্টমা ভুজে[১] ।।২।।

এইস্থানে সেই দেবতাযুগল, তাঁদের বহুবিধ আশ্চর্যকর শক্তি ধারণ করে, বহুবার আবির্ভূত হয়ে থাকেন, অবাধে আমি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রার্থনা করি, সেই শ্রেষ্ঠ বলবান যুগলকে সুরক্ষার উপভোগের জন্য আহ্বান করি ।।২।।

১. ভুজে—হবিঃ ভোগ করার জন্য।

ঈর্মান্যদ্ বপুষে বপুশ্চক্রং রথস্য যেমথুঃ।
পর্যন্যা নাহুষা যুগা মহ্না রজাংসি দীয়থঃ ।।৩।।

তোমরা তোমাদের রথের সৌন্দর্য সাধনের জন্য অপর এক শোভন চক্রকে (যজ্ঞের অগ্নিকে?) স্থাপিত করেছ, অপর (চক্র—সূর্য?) দ্বারা তোমরা মহিমার সঙ্গে বিবিধ লোকে মানবগোষ্ঠী সকলের প্রতি পরিভ্রমণ করে থাক ।।৩।।

টীকা—Griffith বলেছেন, রথের তৃতীয় চক্রটির কথা প্রথমে বলা হয়েছে। সেটি অলংকরণমাত্র কিন্তু 'অন্য' বলতে বাকি দুটি চক্রকে বোঝানো হয়েছে।

তদূ ষু বামেনা কৃতং বিশ্বা[১] যদ্ বামনু ষ্টবে।
নানা জাতাবরেপসা সমস্মে বন্ধুমেয়থুঃ ।।৪।।

এবং তোমাদের এই (রথের) দ্বারা সেই কার্য সম্পাদিত হয়েছে, তোমাদের (যে কার্য) সকলের দ্বারা বন্দিত হয়ে থাকে। পৃথকভাবে বর্ধিত তোমরা উভয়ে অপবাদ রহিত এবং তোমরা আমাদের প্রতি মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছ ।।৪।।

১. বিশ্বা— সায়নের মতে সর্বব্যাপক।
নানা জাতৌ-মানব নয় দৈব জাতি।

আ যদ্ বাং সূর্যা রথং তিষ্ঠদ্ রঘুষ্যদং সদা।
পরি বামরুষা বয়ো ঘৃণা বরন্ত আতপঃ ।।৫।।

যখন সূর্যা তোমাদের নিয়ত ক্ষিপ্রগামী রথে আরোহণ করেন, তখন রক্তবর্ণ পক্ষিসকল তোমাদের আবেষ্টিত করে এবং (সূর্যের) প্রদীপ্ত উত্তাপ থেকে দূরে রাখে ।।৫।।

যুবোরত্রিশ্চিকেততি নরা সুম্নেন চেতসা।
ঘর্মং যদ্ বামরেপসং নাসত্যাস্না ভুরণ্যতি ।।৬।।

হে নেতৃদ্বয়, অত্রি, তাঁর শোভনমতি ও মনোযোগের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি অবহিত থাকবেন, যখন তোমাদের (জন্য) নিষ্কলঙ্ক দীপ্ত শিখাকে অথবা ঘর্মপাত্রকে তিনি মুখের দ্বারা ধারণ করবেন, হে নাসত্য দ্বয় ।।৬।।

উগ্রো বাং ককুহো যযিঃ শৃণ্বে যামেষু সংতনিঃ।
যদ্ বাং দংসোভিরশ্বিনাত্রির্নরাববর্ততি ।।৭।।

তোমাদের বলিষ্ঠ অশ্ব ক্ষিপ্রভাবে গমন করছে। তার যাত্রার ধ্বনি শ্রুত হচ্ছে। হে নেতৃদ্বয়, অশ্বিনদ্বয়, কখন অত্রি তোমাদের বিস্ময়কর শক্তির সঙ্গে এইস্থানের অভিমুখে আবর্তিত হবেন? ।।৭।।

মধ্ব উ ষু মধূযুবা রুদ্রা সিষক্তি পিপ্যুষী।
যৎ সমুদ্রাতি পর্ষথঃ পক্বাঃ পৃক্ষো ভরন্ত বাম্ ।।৮।।

হে মধুপ্রিয় রুদ্রগণ, মধুর দ্বারা যিনি পূরিত হয়ে থাকেন, তিনি তোমাদের উভয়কে অনুসরণ করেন। যখন তোমরা উভয়ে সমুদ্রকে উত্তরণ করবে, মানবগণ (ঋত্বিক) তোমাদের জন্য রন্ধিত খাদ্য আনয়ন করবেন ।।৮।।

টীকা—মধ্বঃ সিসক্তি—বাক্/স্তুতি।

সত্যমিদ্ বা উ অশ্বিনা যুবামাহুর্ময়োভুবা।
তা যামন্ যামহূতমা যামন্না মৃলয়ত্তমা ।।৯।।

হে অশ্বিনদ্বয়, যথাযথভাবেই তোমাদের উভয়কে কল্যাণকর বলা হয়ে থাকে। তাঁরা যজ্ঞসমূহে সর্বদাই অভিশ্রুত, যজ্ঞসমূহে সর্বাধিক অনুগ্রহকারী ।।৯।।

ইমা ব্রহ্মাণি বর্ধনা শ্বিভ্যাং সন্তু শংতমা।
যা তক্ষাম রথাঁ ইবাংবোচাম বৃহন্নমঃ ।।১০।।

এই অশ্বিনদ্বয়ের উদ্দেশে কৃত শক্তি-বিবর্ধক ব্রহ্মস্তোত্রসকল যেন অত্যন্ত মঙ্গলময় হয়ে থাকে; যে স্তোত্রসকল আমরা রথের ন্যায় নির্মাণ করেছি, প্রভূত শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা স্তোত্র পাঠ করেছি ।।১০।।

(সূক্ত-৭৪)

অশ্বিনদ্বয় দেবতা। পৌর ঋষি। অনুষ্টুপ্, নিচৃৎ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১০।

কূষ্ঠো দেবাবশ্বিনা দ্যা দিবো মনাবসূ।
তচ্ছ্রবথো বৃষণ্বসূ অত্রির্বামা বিবাসতি ।।১।।

স্বর্গে কোথায় তোমরা আজ অধিষ্ঠিত আছ, হে অশ্বিনদ্বয়, হে দেব, উৎসাহই তোমাদের সম্পদ। এই কথা শ্রবণ কর, হে বৃষবৎ শ্রেষ্ঠ (দেবতাযুগল)। অত্রি আগমনের জন্য তোমাদের আহ্বান করছেন ।।১।।

টীকা—মনাবসূ—যজমানদের প্রতি ধনদানে উৎসাহীদ্বয়। বৃষণ্বসূ—বদান্য ধন বর্ষণকারীদ্বয় (Wilson)

কুহ ত্যা কুহ নু শ্রুতা দিবি দেবা নাসত্যা।
কস্মিন্না যতথো জনে কো বাং নদীনাং সচা ।।২।।

তারা এখন কোথায়? কোথায় সেই যুগল? সেই প্রসিদ্ধ নাসত্যদ্বয় স্বর্গের দেবতাদ্বন্দ্ব? কে সেই জন যার প্রতি তোমরা গমনের প্রয়াস কর? তোমাদের উভয়ের মধ্যে কোন জন নদীগুলি অথবা প্রার্থীগণের সঙ্গে (বিদ্যমান?)

নদীনাম্ সচা—Griffith বলেছেন, নদীগুলির অর্থটি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, (পাঞ্জাবের) নদীগুলির মধ্যে কোনটি আপনাদের সঙ্গ লাভ করে আনন্দিত? সায়ন অনুবাদ করেছেন—কোন স্তোতা তোমাদের দুই জনের স্তুতিগুলির সঙ্গে বিদ্যমান?।।২।।

কং যাথঃ কং হ গচ্ছথঃ কমচ্ছা যুঞ্জাথে রথম্।
কস্য ব্রহ্মাণি রণ্যথো বয়ং বামুশ্মসীষ্টয়ে ।।৩।।

কার উদ্দেশে তোমরা গমন কর? কার প্রতি আগমন কর? কার অভিমুখে তোমাদের রথ (অশ্ব) সংযুক্ত কর? কাদের স্তুতিতে তোমরা আনন্দ উপভোগ কর? আমরা কামনা করি (যেন আমাদের স্তুতিকেই) সন্ধান করে থাক ।।৩।।

পৌরং চিদ্ধ্যুদপ্রুতং পৌর পৌরায় জিন্বথঃ।
যদীং গৃভীততাতয়ে সিংহমিব দ্রুহস্পদে ।।৪।।

তোমরা উভয়ে শক্তিবিবর্ধক হয়ে জলরাশির মধ্যে সন্তরণরত পৌরকেও জীবনের প্রতি প্রেরিত করেছিলে, যখন আক্রমণের দিকে অগ্রসর সিংহের ন্যায় তাকে বন্দিত্বের অভিমুখে এগিয়ে যেতে হয়েছিল ।।৪।।

টীকা—সায়ণভাষ্য— হে পৌর (অশ্বিনদ্বয়) পৌরের প্রতি বর্ষণরত মেঘ প্রেরণ কর। যজ্ঞরত তাঁর প্রতি প্রেরণ কর, যেমনভাবে শিকারীরা বনের মধ্যে সিংহকে তাড়না করে।
'পৌর' শব্দটি এখানে অশ্বিনদ্বয়, বর্ষণোদ্যত মেঘ, কবি পৌর— এই তিন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

প্র চ্যবানাজ্জুজুরুষো বব্রিমক্তং ন মুঞ্চথঃ।
যুবা যদী কৃথঃ পুনরা কামমৃণ্বে বধ্বঃ ।।৫।।

তোমরা জরাজীর্ণ চ্যবন থেকে তাঁর চর্মকে পরিচ্ছদের ন্যায় উন্মোচিত করেছিলে। অতএব যখন তোমরা তাঁকে পুনর্বার যৌবনদীপ্ত করেছিলে—তিনি তাঁর বধূর কামনা পূরিত করেছিলেন ।।৫।।

অস্তি হি বামিহ স্তোতা স্মসি বাং সংদৃশি শ্রিয়ে।
নূ শ্রুতং ম আ গতমবোভির্বাজিনীবসূ ।।৬।।